পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ
অনিকেতঃ ৮৩৩৪৮২৬৯৭৫
শান্তনুঃ ৯৮৭৫৬৫৮২৩৮

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 31, Issue No.: 277 Monday, 7 September 2026 ❋ ৩১ বর্ষ, ২৭৭ সংখ্যা ❋ ২০ ভাদ্র ১৪৩৩, সোমবার, ৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য– ৩ টাকা

মাদকমুক্ত ভারত গড়ার রূপরেখা অমিত শাহের

নয়াদিল্লি, ৬ সেপ্টেম্বর ঃ মাওবাদ দমনের পর এবার মাদকের বিরুদ্ধে আরও বড় লড়াইয়ের প্রস্তুতি নিচ্ছে কেঃন্দ্রীয় সরকার। আগামী তিন বছরের মধ্যে দেশকে মাদকমুক্ত করার লক্ষ্যে দেশজুড়ে ব্যাপক প্রচার ও সচেতনতা অভিযান চালানো হবে বলে জানালেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। রবিবার গোয়ায় এক অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মাদকের বিরুদ্ধে সরকারের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার রূপরেখাও তুলে ধরেন তিনি। অমিত শাহ বলেন, মাওবাদকে যেভাবে দীর্ঘ লড়াইয়ের মাধ্যমে দেশ থেকে নির্মূল করার পথে এগিয়েছে সরকার, একই কৌশলে মাদক সমস্যার বিরুদ্ধেও লড়াই চালানো হবে। তাঁর কথায়, মাওবাদমুক্ত ভারতের পর এবার লক্ষ্য 'মাদকমুক্ত ভারত'। দেশের মাটিতে মাদক কারবারের কোনও জায়গা থাকবে না বলেও বার্তা দেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। শাহের দাবি, একসময় তিরুপতি থেকে পশুপতিনাথ পর্যন্ত 'ড্রাগ রেড করিডোর' তৈরির পরিকল্পনা করা হয়েছিল। তবে সেই পরিকল্পনার সঙ্গে যুক্ত বহু মানুষ অস্ত্র ছেড়ে সমাজের মূল স্রোতে ফিরে এসেছে। উত্তর-পূর্ব ভারতের মাদক কারবারের সঙ্গে যুক্ত প্রায় ১০ হাজার যুবকও আত্মসমর্পণ করেছে বলে দাবি তাঁর। মাদকবিরোধী অভিযানের পাশাপাশি জনসচেতনতা বৃদ্ধির উপরও বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে কেন্দ্র। শাহ জানান, আগামী তিন বছর দেশজুড়ে বড়সড় প্রচার অভিযান চালানো হবে। এই কর্মসূচিকে সফল করতে সংবাদমাধ্যমকেও সক্রিয় ভূমিকা নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।

গেরুয়ার অসম্মান বরদাস্ত নয়

গেরুয়া সম্মান যাত্রা'র ডাক শুভেন্দুর

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা ৬ সেপ্টেম্বর ঃ গেরুয়া রংকে ঘিরে সাম্প্রতিক রাজনৈতিক ও সামাজিক বিতর্কের আবহে কলকাতায় 'গেরুয়া সম্মান যাত্রা'র ডাক দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। গেরুয়া রংকে শুধুমাত্র একটি রং হিসেবে না দেখে ত্যাগ, আত্মনিবেদন, আধ্যাত্মিকতা এবং সনাতন ঐতিহ্যের প্রতীক হিসেবে তুলে ধরাই এই কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য বলে আয়োজকদের তরফে জানানো হয়েছে। আগামী ৯ সেপ্টেম্বর, বুধবার বিকেল ৩টে নাগাদ গোলপার্ক থেকে মিছিল শুরু হয়ে যাদবপুরে শেষ হওয়ার কথা। রবিবার এই কর্মসূচি সংক্রান্ত একটি পোস্ট প্রকাশ্যে আসে। সেখানে কলকাতার সাধারণ মানুষকে মিছিলে যোগ দেওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে। আয়োজকদের বক্তব্য, সাম্প্রতিক সময়ে গেরুয়া রংকে কেন্দ্র করে যে ধরনের বিতর্ক এবং অসম্মানের অভিযোগ সামনে এসেছে, তার বিরুদ্ধে জনসচেতনতা তৈরি করা প্রয়োজন। সেই লক্ষ্যেই এই মিছিলের আয়োজন। গেরুয়া রং নিয়ে নিজের অবস্থান এর আগেও একাধিকবার স্পষ্ট করেছেন শুভেন্দু। তাঁর বক্তব্য, ভারতীয় ঐতিহ্য ও আধ্যাত্মিক পরম্পরায় গেরুয়া রঙের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। ত্যাগ, আত্মনিবেদন ও সন্ন্যাসের প্রতীক হিসেবেও এই রং দীর্ঘদিন ধরে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। তাই গেরুয়া রংকে কোনও নেতিবাচক, হিংসাত্মক বা বিদ্বেষমূলক অর্থে ব্যবহার করার বিরোধিতা করা উচিত বলে তাঁর মত।

সম্প্রতি একটি সংবাদপত্রে 'গেরুয়া তাণ্ডব' শব্দবন্ধ ব্যবহার নিয়েও আপত্তি জানিয়েছিলেন শুভেন্দু। তাঁর বক্তব্য ছিল, 'গেরুয়া সঙ্গে 'তান্ডব মতো শব্দ জুড়ে দিলে এই রঙের ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক তাপর্যকে খাটো করা হয়। সেই ঘটনার পরই গেরুয়ার মর্যাদা ও তাৎপর্য তুলে ধরার প্রশ্নটি আরও জোরালোভাবে সামনে আসে বলে রাজনৈতিক মহলের একাংশের মত। তবে আসন্ন 'গেরুয়া সম্মান যাত্রা'কে শুধুমাত্র সাংস্কৃতিক বা ধর্মীয় তাৎপর্য প্রচারের কর্মসূচি হিসেবে দেখছেন না রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের একাংশ। তাঁদের মতে, মিছিলের রুটের মধ্যেই রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক বার্তা। গোলপার্ক থেকে শুরু হয়ে যাদবপুর পর্যন্ত মিছিল নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্তকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতির সঙ্গে মিলিয়ে দেখছেন তাঁরা। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় দীর্ঘদিন ধরেই রাজ্যের রাজনীতিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত ক্ষেত্র হিসেবে পরিচিত। বামপন্থী ছাত্র রাজনীতির ঐতিহ্য থেকে শুরু করে বিভিন্ন সময়ের রাজনৈতিক আন্দোলন-বহু ঘটনাতেই এই ক্যাম্পাসের ভূমিকা থেকেছে। সাম্প্রতিক সময়েও বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে রাজনৈতিক মতাদর্শ, স্লোগান এবং বিভিন্ন সংগঠনের কার্যকলাপকে কেন্দ্র করে বিতর্ক তৈরি হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে গোলপার্ক থেকে যাদবপুর পর্যন্ত মিছিলের পরিকল্পনা রাজনৈতিক মহলে বিশেষ তাৎপর্য তৈরি করেছে। বিশেষ করে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়কে ঘিরে 'রাষ্ট্রবাদ' বনাম 'বামপন্থী' রাজনীতি'-এই বিতর্কের মধ্যে শুভেন্দুর মিছিল নতুন রাজনৈতিক বার্তা বহন করতে পারে বলে মনে করছেন অনেকে। শুভেন্দু অধিকারী এর আগেও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে 'রাষ্ট্রবাদী ভাবনা প্রতিষ্ঠার পক্ষে সওয়াল করেছেন। তাঁর অভিযোগ, কোনও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্যাম্পাসে দেশবিরোধী কার্যকলাপ বা স্লোগানের জায়গা থাকা উচিত নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে জাতীয়তাবাদী ভাবধারাকে আরও শক্তিশালী করার প্রয়োজন রয়েছে বলেও তিনি দাবি করেছেন। অন্যদিকে, বিরোধী রাজনৈতিক শিবিরের বক্তব্য ভিন্ন। তাদের দাবি, বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা এবং রাজনৈতিক মতাদর্শের বহুত্ব গণতন্ত্রের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। কোনও নির্দিষ্ট রাজনৈতিক মতাদর্শকে ক্যাম্পাসে প্রাধান্য দেওয়ার চেষ্টা হলে তা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বাধীন পরিবেশের পক্ষে ক্ষতিকর হতে পারে বলেও বিরোধীদের একাংশের বক্তব্য। এই মতপার্থক্য ইতিমধ্যেই যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের দেওয়াল লিখনকে কেন্দ্র করে প্রকাশ্যে এসেছে। সম্প্রতি ক্যাম্পাসের বিভিন্ন দেওয়ালে থাকা বামপন্থী ছাত্র সংগঠনের স্লোগান মুছে সেখানে নতুন করে রাষ্ট্রবাদী স্লোগান লেখার ঘটনা সামনে আসে। গেরুয়াপন্থী ছাত্রদের একাংশ এই লেখালেখির সঙ্গে যুক্ত বলে অভিযোগ উঠেছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে ক্যাম্পাসের রাজনৈতিক উত্তাপ আরও বেড়েছে। এই আবহে আগামী ৯ সেপ্টেম্বরের মিছিল ঘিরে নতুন করে রাজনৈতিক চাপানউতোর তৈরি হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। মিছিলের আয়োজকদের বক্তব্য, তাঁদের কর্মসূচির লক্ষ্য শান্তিপূর্ণভাবে গেরুয়া রঙের ঐতিহ্য ও মাহাত্ম্য তুলে ধরা। তবে রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, যাদবপুর পর্যন্ত মিছিলের যাত্রাপথের কারণে এর রাজনৈতিক তাৎপর্য অস্বীকার করা কঠিন। এদিকে, কলকাতার ব্যস্ত এলাকায় বড় মিছিলের আয়োজন হওয়ায় প্রশাসনের কাছেও আইনশৃঙ্খলা ও যান নিয়ন্ত্রণ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে উঠতে পারে। মিছিলের পথে যাতে কোনও অপ্রীতিকর পরিস্থিতি তৈরি না হয়, সে দিকে নজর থাকবে পুলিশের। একইসঙ্গে রাজনৈতিক কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের সমর্থকদের মধ্যে কোনও সংঘাত তৈরি হয় কি না, সেটিও নজরে থাকবে।

সব মিলিয়ে 'গেরুয়া সম্মান যাত্রা'কে ঘিরে রাজ্য রাজনীতিতে ইতিমধ্যেই চর্চা শুরু হয়েছে। একদিকে গেরুয়া রঙের সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক তাৎপর্য তুলে ধরার উদ্যোগ।

শারদোৎসবের প্রস্তুতিতে বড় সমন্বয় বৈঠক আজ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা ৬ সেপ্টেম্বর ঃ আসন্ন শারদীয়া উসবকে সামনে রেখে উৎসবের প্রস্তুতি ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে বড়সড় সমন্বয় বৈঠকে বসতে চলেছে রাজ্য সরকার। প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে, আগামীকাল কলকাতার মিলন মেলা মাঠে প্রস্তাবিত এক অনুষ্ঠানে কলকাতা ও শহরতলির বিভিন্ন পুজো কমিটির প্রতিনিধিদের পাশাপাশি প্রশাসনের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরের আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করবেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। শারদোৎসবকে কেন্দ্র করে প্রতিবছরই কলকাতা ও শহরতলিতে বিপুল সংখ্যক মানুষের সমাগম হয়। পুজোর দিনগুলিতে যান চলাচল, দর্শনার্থীদের নিরাপত্তা, বিদ্যুৎ সরবরাহ, অগ্নিনিরাপত্তা, বিপর্যয় মোকাবিলা এবং শহরের সামগ্রিক পরিষেবা সচল রাখার বিষয়টি বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায় প্রশাসনের কাছে। সেই কারণেই উৎসব শুরু হওয়ার আগেই বিভিন্ন দপ্তরের মধ্যে সমন্বয় আরও জোরদার করতে এই বৈঠক গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। প্রস্তাবিত বৈঠকে কলকাতা ও সংলগ্ন এলাকার পুজো কমিটিগুলির পক্ষ থেকে উৎসব পরিচালনার ক্ষেত্রে বিভিন্ন সমস্যা ও প্রয়োজনীয়তার বিষয়গুলি তুলে ধরা হতে পারে। একই সঙ্গে পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে নিরাপত্তা ও ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণের পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ভিড় নিয়ন্ত্রণ, গুরুত্বপূর্ণ রাস্তায় যান চলাচল স্বাভাবিক রাখা, দর্শনার্থীদের নিরাপদে পুজো মণ্ডপে যাতায়াত এবং জরুরি পরিস্থিতিতে দ্রুত পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার বিষয়েও বিস্তারিত আলোচনা হতে পারে। বৈঠকে বিদ্যুৎ দপ্তর, দমকল এবং বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা দপ্তরের আধিকারিকদের উপস্থিতিও বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। পুজো মণ্ডপগুলিতে অগ্নিনিরাপত্তা বিধি মেনে চলা, পর্যাপ্ত বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করা এবং প্রাকৃতিক বা অন্য কোনও জরুরি পরিস্থিতিতে দ্রুত মোকাবিলার প্রস্তুতি নিয়ে সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলির সঙ্গে পুজো কমিটিগুলির সমন্বয় বাড়ানোর ওপর জোর দেওয়া হতে পারে। এর পাশাপাশি, পুজো কমিটিগুলিকে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে আর্থিক সহাযতা দেওযার বিষযটিও বৈঠকে আলোচনার কেন্দ্রে থাকতে পারে বলে প্রশাসনিক মহলে মনে করা হচ্ছে। উৎসবের আগে সরকারি সহায়তা ও বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা নিয়ে পুজো উদ্যোক্তাদের সঙ্গে সরাসরি মতবিনিময়ের সুযোগও তৈরি হবে। সব মিলিয়ে, শারদীয়া উৎসবকে শান্তিপূর্ণ, নিরাপদ ও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে প্রশাসন, পুলিশ এবং পুজো কমিটিগুলির মধ্যে সমন্বয় আরও মজবুত করাই এই বৈঠকের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য বলে মনে করা হচ্ছে।

ডেঙ্গু রুখতে ২২ জেলায় 'স্বচ্ছতা সংকল্প' অভিযান

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা ৬ সেপ্টেম্বর ঃ ডেঙ্গুর প্রকোপ মোকাবিলায় রাজ্যজুড়ে জোরদার করা হয়েছে পরিচ্ছন্নতা ও মশা নিযন্ত্রণ অভিযান। ডেঙ্গু প্রতিরোধে রাজ্য সরকারের উদ্যোগে শুরু হয়েছে 'স্বচ্ছতা সংকল্প' অভিযান। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী রবিবার সমাজমাধ্যমে এই কর্মসূচির অগ্রগতি তুলে ধরে জানান, ইতিমধ্যেই রাজ্যের ২২টি জেলায় ব্যাপকভাবে চলছে এই পরিচ্ছন্নতা অভিযান। রাজ্য সরকারের তথ্য অনুযায়ী, ২২টি জেলার ১২৮টি পৌরসভার ১ হাজার ৬০০-রও বেশি ওয়ার্ডে একযোগে এই কর্মসূচি পরিচালিত হচ্ছে। অভিযানের মূল লক্ষ্য হল মশার প্রজননস্থল ধ্বংস করা, নিকাশি ব্যবস্থা পরিষ্কার রাখা এবং বিভিন্ন এলাকায় জমে থাকা জঞ্জাল দ্রুত সরিয়ে ফেলা। মুখ্যমন্ত্রীর দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, এখনও পর্যন্ত ৬ হাজার ৬৫টি নর্দমা পরিষ্কার করা হয়েছে। পাশাপাশি রাস্তার ধারে জমে থাকা জঞ্জালও সরানো হয়েছে ৪ হাজার ৫৫১টি জায়গা থেকে। ডেঙ্গুর বাহক এডিস মশার বংশবিস্তার রুখতে ২৭ হাজার ৩৭৮টি সম্ভাব্য মশার প্রজননস্থল চিহ্নিত করে তা ধ্বংস করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। শুধু আবাসিক এলাকা নয়, জনসমাগমপূর্ণ বিভিন্ন স্থানকেও এই অভিযানের আওতায় আনা হয়েছে। বাজার, হাট, সরকারি দপ্তর এবং হাসপাতাল চত্বর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার পাশাপাশি নিকাশি ব্যবস্থার উপরও নজরদারি চালানো হচ্ছে। একই সঙ্গে ডেঙ্গু প্রতিরোধে সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা বাড়ানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। প্রশাসনের তরফে বার্তা, বাড়ির আশপাশে যাতে কোথাও জল জমে না থাকে, সেদিকে সাধারণ মানুষকেও নজর রাখতে হবে। সরকারি পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযানের পাশাপাশি নাগরিকদের সক্রিয় সহযোগিতাই ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

৯ সেপ্টেম্বরের বৈঠকে সমাধান না মিললে বৃহত্তর আন্দোলনঃ ওয়াংচুক

নয়াদিল্লি, ৬ সেপ্টেম্বর ঃ লাদাখের দীর্ঘদিনের দাবিদাওয়া নিয়ে কেন্দ্রের সঙ্গে ফের সংঘাতের আবহ তৈরি হয়েছে। দাবিগুলির বিষয়ে কেঃন্দ্রের তরফে নির্দিষ্ট ও ইতিবাচক পদক্ষেপ না করা হলে আগামী ৯ সেপ্টেম্বরের পর আরও বৃহত্তর আন্দোলনে নামার হুঁশিয়ারি দিলেন পরিবেশকর্মী সোনম ওয়াংচুক। লাদাখের রাজনৈতিক ও সাংবিধানিক দাবিকে সামনে রেখে ফের আঃন্দোলনের পথে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে লেহ অ্যাপেক্স বডি এবং কারগিল ডেমোক্র্যাটিক অ্যালায়েন্স। সম্প্রতি আন্দোলনে অংশ নিয়ে অনশন করেছিলেন সোনম ওয়াংচুক। সেই আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে কিছু ক্ষেত্রে সাফল্য এলেও লাদাখের মূল দাবিগুলির এখনও স্থায়ী সমাধান হয়নি বলে দাবি আন্দোলনকারীদের। তাঁদের বক্তব্য, লাদাখ ও সীমান্তবর্তী এলাকার মানুষের স্বার্থ, অধিকার এবং ভবিষ্য নিয়ে কেন্দ্রকে আরও স্পষ্ট অবস্থান নিতে হবে। লেহ অ্যাপেক্স বডির তরফে ওয়াংচুক জানিয়েছেন, আগামী ৯ সেপ্টেম্বর কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সঙ্গে লাদাখের বিভিন্ন দাবিদাওয়া নিয়ে বৈঠক হওয়ার কথা রয়েছে। সেই বৈঠকে যদি দীর্ঘদিনের দাবিগুলি নিয়ে কার্যকর সিদ্ধান্ত না নেওয়া হয়, তাহলে আন্দোলনের পরবর্তী পর্যায় শুরু করা হবে। তাঁর অভিযোগ, লাদাখ এবং সীমান্ত অঞ্চলের বাসিন্দাদের সঙ্গে বিমাতৃসুলভ আচরণ করা হলে তাঁরা আর নীরব থাকবেন না। লাদাখের জন্য পূর্ণ রাজ্যের মর্যাদা এবং সংবিধানের ষষ্ঠ তফসিলে অন্তর্ভুক্তির দাবিই আন্দোলনের অন্যতম প্রধান বিষয়। আঃদালনকারীদের বক্তব্য, ষষ্ঠ তফসিলের আওতায় এলে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর ভূমি, সংস্কৃতি, পরিবেশ ও সামাজিক স্বার্থ রক্ষার ক্ষেত্রে আরও সাংবিধানিক সুরক্ষা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। পাশাপাশি পূর্ণ রাজ্যের মর্যাদার দাবিও দীর্ঘদিন ধরে তুলে আসছেন লাদাখের বাসিন্দারা। ওয়াংচুক জানিয়েছেন, ৯ সেপ্টেম্বরের বৈঠকে কেন্দ্রের অবস্থান স্পষ্ট হওয়ার পরই পরবর্তী কর্মসূচি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। তবে দাবিগুলি উপেক্ষা করা হলে বৃহত্তর আন্দোলনে যাওয়া ছাড়া তাঁদের সামনে আর কোনও পথ থাকবে না বলেই তিনি ইঙ্গিত দিয়েছেন। ইতিমধ্যেই আগামী ১০ সেপ্টেম্বর থেকে পদযাত্রার কর্মসূচির কথা ঘোষণা করেছেন ওয়াংচুক। এই কর্মসূচিতে দেশের সাধারণ মানুষকে লাদাখের পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। তাঁর বার্তা, লাদাখের মানুষের ন্যায্য দাবির প্রতি সমগ্র দেশের সমর্থন প্রয়োজন। উল্লেখ্য, ২০১৯ সালে জম্মু ও কাশ্মীর পুনর্গঠনের পর লাদাখকে পৃথক কেঃন্দ্রশাসিত অঞ্চল হিসেবে ঘোষণা করা হয়। এরপর থেকেই পূর্ণ রাজ্যের মর্যাদা এবং সাংবিধানিক সুরক্ষার দাবিতে আন্দোলন জোরদার হয়েছে। গত কয়েক বছরে এই দাবিকে কেন্দ্র করে একাধিক কর্মসূচি নিয়েছেন লাদাখের বিভিন্ন সংগঠন ও আন্দোলনকারীরা। অতীতে আন্দোলনের সময় সোনম ওয়াংচুককেও আটক করা হয়েছিল। এখন নজর আগামী ৯ সেপ্টেম্বরের বৈঠকের দিকে। কেন্দ্র ও লাদাখের প্রতিনিধিদের আলোচনায় কোনও সমাধানের সূত্র বেরিয়ে আসে কি না, নাকি ফের বৃহত্তর আন্দোলনের পথে হাঁটবেন আন্দোলনকারীরা-সেদিকেই তাকিয়ে রাজনৈতিক মহল।

গোষ্ঠীকোন্দলে জেরবার পাঞ্জাব কংগ্রেস, শচীন পাইলটের হাতে বড় দায়িত্ব

নয়াদিল্লি, ৬ সেপ্টেম্বর ঃ পাঞ্জাব বিধানসভা নির্বাচনের আগে সংগঠনে বড়সড় রদবদল করল কংগ্রেস। দলের অভ্যন্তরীণ গোষ্ঠীকোন্দল সামলে পাঞ্জাবে সংগঠনকে চাঙ্গা করার দায়িত্ব দেওয়া হল রাজস্থানের প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রী শচীন পাইলটকে। পাঞ্জাব কংগ্রেসের পর্যবেক্ষক পদ থেকে ভূপেশ বাঘেলকে সরিয়ে তাঁর জায়গায় পাইলটকে নিয়োগ করেছে কংগ্রেস হাইকম্যান্ড। আগামী বছরের শুরুতে পাঁচ রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন। তার মধ্যে উত্তরপ্রদেশের পর পাঞ্জাব নিয়েই রাজনৈতিক মহলে সবচেয়ে বেশি আগ্রহ। কারণ রাজ্যে এবার লড়াই হতে চলেছে বহুমুখী। শাসক আম আদমি পার্টির বিরুদ্ধে প্রতিষ্ঠান-বিরোধী হাওয়া তৈরি হওয়ার সুযোগ নিয়ে বিজেপি নিজেদের সংগঠন শক্ত করছে। একইসঙ্গে ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছে শিরোমণি অকালি দল। এই পরিস্থিতিতে প্রধান বিরোধী দল কংগ্রেসকে এখনও অনেকটাই পিছিয়ে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। কংগ্রেসের সমস্যার মূল কারণ গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব। একদিকে প্রদেশ সভাপতি অমরিন্দর সিং রাজা ওয়ারিং, অন্যদিকে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী চরণজি সিং চান্নি। ভোটের আগে চান্নি তাঁকে মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী করার দাবি তুলেছিলেন। পাশাপাশি রাজ্য সভাপতি পদেও পরিবর্তনের দাবি জানিয়েছিল তাঁর শিবির। কিন্তু কংগ্রেসের প্রচলিত নীতি অনুযায়ী, যে রাজ্যে দল ক্ষমতায় নেই, সেখানে আগেভাগে মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী ঘোষণা করা হয় না। এই টানাপোড়েনের মধ্যেই পর্যবেক্ষক ভূপেশ বাঘেলের সঙ্গে চান্নি শিবিরের দূরত্ব ক্রমশ বাড়ছিল। বাঘেল রাজা ওয়ারিংকে সরানোর পক্ষে ছিলেন না বলে অভিযোগ। শেষ পর্যন্ত চান্নি শিবিরের দাবিই মানল হাইকম্যান্ড। পাইলটের সামনে এখন সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ দুই গোষ্ঠীকে একই মঞ্চে আনা। কারণ পাঞ্জাবকে এখনও কংগ্রেস 'সম্ভাবনাময়' রাজ্য হিসেবে দেখছে। গত লোকসভা নির্বাচনেও দল সেখানে তুলনামূলকভাবে ভালো ফল করেছে এবং অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় সাংগঠনিক ভাঙনও কম। চান্নিকে আবার উপেক্ষা করাও কংগ্রেসের পক্ষে কঠিন। দলের অভ্যন্তরীণ সমীক্ষায় তিনি জনপ্রিয় নেতা হিসেবে উঠে এসেছেন এবং রাজ্যের দলিত ভোটব্যাঙ্কে তাঁর প্রভাব রয়েছে। অন্যদিকে জাঠ শিখদের মধ্যে রাজা ওয়ারিংয়ের প্রভাব রয়েছে, আর পাঞ্জাবের রাজনীতিতে এই সম্প্রদায়ের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ফলে দুই শিবিরের মধ্যে ভারসাম্য রেখে সংগঠনকে নির্বাচনী লড়াইয়ে নামানোই পাইলটের প্রধান পরীক্ষা। আপ ও বিজেপির বিরুদ্ধে কংগ্রেসকে কার্যকর চ্যালেঞ্জার হিসেবে তুলে ধরতে তিনি কতটা সফল হন, এখন সেদিকেই নজর রাজনৈতিক মহলের।

দিল্লিতে হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ল পাঁচতলা বাড়ি, ধ্বংসস্তূপে বহু পড়ুয়া!

নয়াদিল্লি, ৬ সেপ্টেম্বর ঃ রবিবার দুপুরে ভয়াবহ দুর্ঘটনায় কেঁপে উঠল দিল্লি। আচমকাই তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ল একটি পাঁচতলা আবাসিক ভবন। মুহূর্তের মধ্যে গোটা বাড়িটি পরিণত হল ধ্বংসস্তূপে। ওই ভবনে বহু পড়ুয়া পেইং গেস্ট হিসেবে থাকতেন বলে জানা গিয়েছে। ফলে ধ্বংসস্তূপের নিচে একাধিক পড়ুয়া আটকে থাকার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। দুর্ঘটনার খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকল, দিল্লি পুলিশ এবং বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী। শুরু হয় যুদ্ধকালীন তৎপরতায় উদ্ধারকাজ। এখনও পর্যন্ত তিনজনকে ধ্বংসস্তূপ থেকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে, রবিবার দুপুর সাড়ে ১টা নাগাদ চাণক্যপুরীর কাছে মোতিবাগ এলাকায় ঘটনাটি ঘটে। স্থানীয় সূত্রের দাবি, গত কয়েক ঘণ্টার ভারী বৃষ্টির পর আচমকাই বাড়িটির কাঠামো ভেঙে পড়ে। মুহূর্তের মধ্যে বিকট শব্দে গোটা পাঁচতলা ভবনটি মাটিতে মিশে যায়। চারপাশে ছড়িয়ে পড়ে ইট, কংক্রিট ও লোহার রডের টুকরো। খবর পেয়েই দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে যায় দমকলের আটটি ইঞ্জিন। পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝে পরে আরও দমকলের ইঞ্জিন পাঠানো হয়। বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর সদস্যরাও উদ্ধার অভিযানে যোগ দেন। ধ্বংসস্তূপের

ভিতরে কেউ আটকে রয়েছেন কি না, তা জানতে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে কংক্রিটের স্তর সরানো হচ্ছে। দুর্ঘটনার পর ঘটনাস্থলের একাধিক ভিডিও সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। সেখানে দেখা যায়, দমকল ও উদ্ধারকারী দলের সদস্যরা ধ্বংসস্তূপ সরিয়ে দ্রুত আটকে পড়া ব্যক্তিদের খোঁজ করছেন। উদ্ধারকাজে স্থানীয় বাসিন্দাদেরও সহযোগিতা করতে দেখা যায়। দুর্ঘটনার পর এলাকায় ব্যাপক আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। সবচেয়ে বড় উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে ভবনের বাসিন্দাদের সংখ্যা। দমকল আধিকারিকদের প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী, ওই বাড়িতে বহু পড়ুয়া পেইং গেস্ট হিসেবে থাকতেন। রবিবার ছুটির দিন হওয়ায় অনেকেই সেই সময় বাড়িতে ছিলেন বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। এক প্রত্যক্ষদর্শীর দাবি, বাড়িটিতে প্রায় ৫০ জন পড়ুয়া থাকতে পারেন। পাশের একটি বাড়ির এক পেইং গেস্ট পড়ুয়া জানান, বাড়িটি ভেঙে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি ঘটনাস্থলের দিকে ছুটে যান। সেখানে পৌঁছে ধ্বংসস্তূপের নীচ থেকে বেশ কয়েকজনের আর্তনাদের আওয়াজ শুনতে পেয়েছিলেন বলে দাবি তাঁর। সেই কারণে উদ্ধারকারীদের আশঙ্কা, এখনও বেশ কয়েকজন ধ্বংসস্তূপের নিচে আটকে থাকতে পারেন। দিল্লি পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ভবনটি মূলত আবাসিক হিসেবেই ব্যবহৃত হত। বেশ কয়েকজন পড়ুয়া সেখানে ভাড়ায় থাকতেন। পাঁচতলা ভবনটি ভেঙে পড়ার সময় আশপাশে থাকা একাধিক গাড়িও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ধ্বংসস্তূপের নীচে আরও কেউ আটকে রয়েছেন কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ঘটনাস্থলে পৌঁছন স্থানীয় বিধায়ক অনিল শর্মাও। তিনি জানান, পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝে মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তার তরফে একটি উদ্ধারকারী দল পাঠানো হয়েছে। প্রশাসনের একাধিক দফতর সমন্বয় করে উদ্ধারকাজ চালাচ্ছে। এই ঘটনায় ভবনটির কাঠামোগত নিরাপত্তা, নির্মাণের মান এবং ভারী বৃষ্টির প্রভাব-সবকিছুই খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তবে আপাতত প্রশাসনের মূল লক্ষ্য একটাই-ধ্বংসস্তূপের নিচে আটকে থাকা প্রত্যেককে দ্রুত এবং নিরাপদে উদ্ধার করা। উদ্ধার অভিযান যত এগোচ্ছে, ততই বাড়ছে উকণ্ঠা। দিল্লির এই ভয়াবহ বাড়িধসের ঘটনায় এখন সকলের নজর ঘটনাস্থলের উদ্ধার

নতুন বিশ্ব মানচিত্র নিয়ে ভারতের অবস্থান

'ইকুয়াল আর্থ'-এ সমর্থন ভারতের, জম্মু-কাশ্মীর ও লাদাখ নিয়ে দিল্লির কড়া বার্তা

নয়াদিল্লি, ৬ সেপ্টেম্বর ঃ বিশ্বের প্রচলিত মানচিত্রের বিকল্প হিসেবে রাষ্ট্রসংঘে পেশ হওয়া নতুন 'ইকুয়াল আর্থ' বিশ্ব মানচিত্রের প্রস্তাবকে সমর্থন করেছে ভারত। তবে সেই সমর্থনের পাশাপাশি নিজেদের ভূখণ্ড ও সার্বভৌমত্বের প্রশ্নে অবস্থান যে একেবারেই বদলায়নি, তা স্পষ্ট করে দিয়েছে নয়াদিল্লি। বিশেষ করে নতুন বিশ্ব মানচিত্রে জম্মু ও কাশ্মীর এবং লাদাখকে ভারতের সরকারি মানচিত্র অনুযায়ী দেখানোর বিষয়ে কোনও ধরনের আপস করা হবে না বলে জানিয়েছে বিদেশ মন্ত্রক। রবিবার এই বিষয়ে ভারতের অবস্থান স্পষ্ট করেন বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল। তাঁর বক্তব্য, ভারতের সার্বভৌম ভূখণ্ডের কোনও অংশকে ভুল বা ত্রুটিপূর্ণভাবে দেখানো হলে তা মেনে নেবে না নয়াদিল্লি। জম্মু ও কাশ্মীর এবং লাদাখ-এই দুই কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল-সহ ভারতের সম্পূর্ণ ভূখণ্ডকে দেশের সরকারি মানচিত্র অনুযায়ীই উপস্থাপন করতে হবে। বিদেশ মন্ত্রকের বার্তা, ভারতের সার্বভৌমত্ব এবং ভূখণ্ডগত অখণ্ডতা নিয়ে দেশের অবস্থান স্পষ্ট, অপরিবর্তনীয় এবং আপসহীন। ফলে নতুন বিশ্ব মানচিত্রের ধারণাকে সমর্থন করলেও মানচিত্রে ভারতের ভূখণ্ডের উপস্থাপনার ক্ষেত্রে কোনও পরিবর্তন গ্রহণযোগ্য নয়। প্রসঙ্গত, বিশ্ব মানচিত্রের প্রচলিত ধারণায় পরিবর্তন আনার লক্ষ্যে 'কারেক্ট দ্য ম্যাপ' নামে একটি প্রস্তাব রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ পরিষদে পেশ করে আফ্রিকার দেশ টোগো। সেই প্রস্তাবের ভিত্তিতেই 'ইকুয়াল আর্থ' মানচিত্র নিয়ে আলোচনা হয়। ভোটাভুটিতে মোট ১৬৫টি দেশ অংশ নেয়। এর মধ্যে একমাত্র আমেরিকা প্রস্তাবের

বিরোধিতা করে। ছয়টি দেশ ভোটদানে বিরত থাকে। শেষ পর্যন্ত ১৬৪-১ ভোটে প্রস্তাবটি রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ পরিষদে পাস হয়। ভারতের এই সমর্থনের পিছনে আফ্রিকার দেশগুলির সঙ্গে নয়াদিল্লির ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার বিষয়টিও গুরুত্বপূর্ণ। জি-২০-তে আফ্রিকান ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করার ক্ষেত্রেও ভারত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল। সেই ধারাবাহিকতায় রাষ্ট্রসংঘে নতুন মানচিত্রের প্রস্তাবেও ভারত আফ্রিকান দেশগুলির উদ্যোগকে সমর্থন করেছে। কিন্তু 'ইকুয়াল আর্থ' মানচিত্র নিয়ে বিতর্কের কেন্দ্রে রয়েছে ভৌগোলিক আয়তনের সঠিক উপস্থাপনা। এতদিন বিশ্বজুড়ে বহুল ব্যবহৃত ' প্রজেকশন' তৈরি হয়েছিল ১৫৬৯ সালে। বেলজিয়াম-জন্ম মানচিত্রকার জেরার্ডাস মার্কেটর সমুদ্রপথে নাবিকদের যাতায়াত সহজ করার উদ্দেশ্যে এই মানচিত্র তৈরি করেছিলেন। নৌপথের ক্ষেত্রে এটি অত্যন্ত কার্যকর হলেও পৃথিবীর গোলাকার আকৃতিকে সমতল কাগজে তুলে ধরার সময় বিভিন্ন মহাদেশ ও অঞ্চলের প্রকৃত আয়তনের মধ্যে বড় ধরনের পার্থক্য তৈরি হয়। এর অন্যতম উল্লেখযোগ্য উদাহরণ গ্রিনল্যান্ড ও আফ্রিকা। প্রচলিত মার্কেটর মানচিত্রে গ্রিনল্যান্ডকে আফ্রিকার তুলনায় অস্বাভাবিক বড় দেখায়। বাস্তবে অবশ্য আফ্রিকা গ্রিনল্যান্ডের তুলনায় প্রায় ১৪ গুণ বড়। নতুন 'ইকুয়াল আর্থ' মানচিত্রে এই ধরনের আয়তনগত বিভ্রান্তি কমিয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন মহাদেশ ও অঞ্চলের প্রকৃত আপেক্ষিক আয়তনকে আরও বাস্তবসম্মতভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। অর্থাৎ নতুন মানচিত্রকে সমর্থন করার ক্ষেত্রে ভারতের আপত্তি নেই, বরং ভূগোলকে আরও বাস্তবসম্মতভাবে উপস্থাপনের উদ্যোগকে স্বাগতই জানিয়েছে নয়াদিল্লি। কিন্তু সেই মানচিত্রে ভারতের রাজনৈতিক ও ভৌগোলিক সীমানা নিয়ে কোনও ভুল উপস্থাপনা বরদাস্ত করা হবে না। ফলে রাষ্ট্রসংঘে নতুন বিশ্ব মানচিত্রকে সমর্থন করলেও ভারতের বার্তা যথেষ্ট স্পষ্ট-মানচিত্রের ধরন বদলাতে পারে, পৃথিবীকে দেখার পদ্ধতি বদলাতে পারে, কিন্তু দেশের সার্বভৌম ভূখণ্ডের প্রশ্নে ভারতের অবস্থান বদলাবে না।

মহারাষ্ট্রের ছাত্র আন্দোলনকে সমর্থন রাহুল গান্ধীর

নয়াদিল্লি, ৬ সেপ্টেম্বর ঃ মহারাষ্ট্রে আন্দোলনরত ছাত্রছাত্রীদের সমর্থনে এগিয়ে এলেন কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি তথা লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী। তিনি বলেন, রাস্তায় নেমে আন্দোলন করা হাজার হাজার ছাত্রছাত্রীর সমস্যা কোনও একটি পরীক্ষা বা নিয়োগকে ঘিরে নয়। গোটা ব্যবস্থার উপর ভেঙে পড়া আস্থারই প্রতিফলন এই আন্দোলন। ছাত্রছাত্রীদের প্রতিটি দাবি তাঁদের সফল ভবিষ্যতের জন্য ন্যায্য বলেও মন্তব্য করেন তিনি। সরকারের উচিত তাঁদের কথা শুনে অবিলম্বে পদক্ষেপ করা।রবিবার ' রাহুল গান্ধী বলেন, মহারাষ্ট্রে হাজার হাজার ছাত্রছাত্রী শান্তিপূর্ণভাবে আন্দোলন করছেন। কেন্দ্র ও রাজ্যের বিজেপি সরকারের কার্যকলাপে তাঁরা ক্ষুব্ধ। প্রশ্নপত্র ফাঁস, নিয়োগ প্রক্রিয়া আটকে থাকা, শিক্ষার ক্রমবর্ধমান খরচ, ছাত্রাবাসের অমানবিক পরিস্থিতি, নিম্নমানের খাবার এবং সরাসরি সুবিধা হস্তান্তর ব্যবস্থায় কথিত জালিয়াতির মতো সমস্যার মুখোমুখি হতে হচ্ছে তাঁদের। মহারাষ্ট্র লোকসেবা কমিশনের মতো সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি। তাঁর অভিযোগ, এই প্রতিষ্ঠানের উপর দখল প্রতিষ্ঠা করে তার বিশ্বাসযোগ্যতা ক্ষতিগ্রস্ত করা হয়েছে।ছাত্রছাত্রীদের দাবির বিষয়ে অবিলম্বে পদক্ষেপ করার জন্য সরকারের কাছে দাবি জানান রাহুল। তিনি বলেন, ছাত্রছাত্রীদের কথা না শোনা হলে ন্যায়বিচার না পাওয়া পর্যন্ত তাঁদের আন্দোলনের আওয়াজ আরও জোরালো হতে থাকবে।

দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুষ্ঠানে সংলাপের বদলে রাজনৈতিক প্রচারঃখাড়গে

নয়াদিল্লি, ৬ সেপ্টেম্বর ঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রীরাম কলেজ অফ কমার্স (এসআরসিসি)-এর অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে সরব হলেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে। তাঁর অভিযোগ, যুবসমাজ, শিক্ষা এবং তাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে অর্থবহ আলোচনার সুযোগ ছিল এই অনুষ্ঠানে। কিন্তু সেটিকে রাজনৈতিক প্রচারের মঞ্চে পরিণত করা হয়েছে।রবিবার সমাজমাধ্যম 'এক্স' খাড়গে বলেন, গণতন্ত্রে সরকারের কাজের ধরন এমন যে, নিজেদের ব্যর্থতা আ।াল করতে এবং প্রশ্ন দমন করতে বিরোধীদের জন্য নিত্যনতুন বিশেষণ ব্যবহার করা হয়। সময়ের সঙ্গে বিরোধীদের জন্য ব্যবহৃত বিশেষণ বদলালেও সরকারের জনবিরোধী নীতিতে কোনও পরিবর্তন আসে না। প্রধানমন্ত্রীর বিভিন্ন আউটরিচ কর্মসূচি নিয়েও কটাক্ষ করেন খাড়গে। তাঁর বক্তব্য, এই ধরনের উদ্যোগের প্রয়োজন তখনই পড়ে, যখন ক্ষমতাসীনরা সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে চলে যায়।প্রধানমন্ত্রীর অনুষ্ঠানে তুলে ধরা রিপোর্ট কার্ড নিয়েও প্রশ্ন তোলেন কংগ্রেস সভাপতি। তিনি বলেন, দেশের যুবসমাজও তাদের প্রকৃত রিপোর্ট কার্ড নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। সেই রিপোর্ট কার্ডে রয়েছে বাড়তে থাকা বেকারত্ব, বছরের পর বছর ধরে ঝুলে থাকা সরকারি নিয়োগ এবং একের পর এক সামনে আসা প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা।খাড়গে আরও বলেন, উচ্চশিক্ষার ক্রমবর্ধমান খরচ, বৃত্তির সুযোগ কমে যাওয়া এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলির স্বায়ত্তশাসনের উপর বা।তে থাকা চাপও যুবসমাজের সামনে গুরুতর সমস্যা। সরকারের কাছে এই সমস্যাগুলির সুনির্দিষ্ট সমাধান দাবি করে তিনি বলেন, কথার ল।াই নয়, ছাত্রছাত্রী ও যুবসমাজের প্রকৃত সমস্যার দিকে নজর দেওয়া প্রয়োজন।

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

বেলজিয়ামের প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর সঙ্গে প্রতিনিধি পর্যায়ের বৈঠক রাজনাথের

নয়াদিল্লি, ৬সেপ্টেম্বর ঃ প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং বৃহস্পতিবার নতুন দিল্লিতে বেলজিয়ামের প্রতিরক্ষামন্ত্রী থিও ফ্রাঙ্কেনের সঙ্গে প্রতিনিধি-পর্যায়ের বৈঠক করেছেন। বৈঠকে প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং বলেন, বেলজিয়ামের প্রতিরক্ষামন্ত্রী হিসেবে আপনার দ্বিতীয়বার আমাদের দেশে আগমনকে স্বাগত জানাতে পেরে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। আপনারা জানেন, বিশ্ব বর্তমানে এক গভীর ভূ-রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অস্থিরতার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। এর বেশিরভাগই আমাদের সৃষ্ট নয়, তবুও এই চ্যালেঞ্জগুলোর মোকাবিলা আমাদেরই করতে হবে। এমন পরিস্থিতিতে, আপনার মতো একজন বন্ধু ও গুরুত্বপূর্ণ অংশীদারের সঙ্গে সাক্ষা মতবিনিময় ও দৃষ্টিভঙ্গি বিনিময়ের একটি চমকার সুযোগ করে দেয়। পারস্পরিক শ্রদ্ধা, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ এবং নিয়ম-ভিত্তিক বিশ্বব্যবস্থার প্রতি অভিন্ন অঙ্গীকারের ওপর ভিত্তি করে ভারত ও বেলজিয়ামের মধ্যে উষ্ণ ও দীর্ঘস্থায়ী সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। গত জুলাই মাসে অনুষ্ঠিত ভারত-বেলজিয়াম কৌশলগত আলোচনা প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তা-সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমাদের দ্বিপাক্ষিক অংশীদারিত্বকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য একটি প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো প্রদান করেছে। আমরা আমাদের দ্বিপাক্ষিক প্রতিরক্ষা সহযোগিতার প্রসারে উল্লেখযোগ্য সম্ভাবনা দেখতে পাচ্ছি এবং বেলজিয়াম ও ভারতের প্রতিরক্ষা সংস্থাগুলোর মধ্যে আরও বৃহত্তর সহযোগিতাকে স্বাগত জানাই।বেলজিয়ামের প্রতিরক্ষামন্ত্রী থিও ফ্রাঙ্কেন বলেন, এখানে আসতে পেরে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। ২০ বছরেরও বেশি সময়ের মধ্যে এই প্রথম কোনও বেলজিয়ান প্রধানমন্ত্রী আপনাদের সুন্দর দেশটিতে সফর করছেন। আমাদের কর্মসূচি বেশ ব্যস্ততাপূর্ণ-এর মধ্যে রয়েছে চুক্তি স্বাক্ষরের একাধিক অনুষ্ঠান এবং প্রধানমন্ত্রী, প্রশাসনিক প্রধান ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা। আমাদের যেসব ভূ-রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে হবে, সে বিষয়ে আপনারা যা বলেছেন তা অত্যন্ত যথার্থ। এই পরিস্থিতি আমরা নিজেরা তৈরি করিনি বা সবসময় এমনটা চাইনি কিন্তু আমাদের বাস্তববাদী হতে হবে এবং সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হবে। আর বেলজিয়াম ও ভারতের মধ্যকার বন্ধুত্ব ও অংশীদারিত্বের মাধ্যমেই আমরা তা করতে পারি। আপনাদের কাছ থেকে আমাদের অনেক কিছু শেখার আছে। আপনারা উচ্চ-প্রযুক্তিসম্পন্ন একটি দেশ। আপনারা বিশ্বের অন্যতম ঘনবসতিপূর্ণ দেশ। আমাদের সত্যিই একসঙ্গে কাজ করা প্রয়োজন কারণ বেলজিয়াম উন্নত প্রযুক্তিসম্পন্ন একটি পুরোনো পশ্চিম ইউরোপীয় দেশ হলেও ভারতের মতো দেশের সহায়তা আমাদের একান্ত প্রয়োজন। ভবিষ্য প্রকল্পগুলোতে আমাদের যৌথভাবে কাজ করতে হবে এবং বেলজিয়ামের জন্য এটাই হলো অগ্রগতির পথ।

ভারতীয় জনতা পার্টির ওন্দা নগর কমিটির উদ্যোগে বর্ণাঢ্য শিক্ষক সম্বর্ধনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাঁকুড়াঃশিক্ষক দিবসের পুণ্য লগ্নে শিক্ষাগুরুদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে এক মহতী সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করল ভারতীয় জনতা পার্টির ওন্দা নগর কমিটি।সভাপতি মাননীয় বিপ্লব ঘোষ মহাশয়ের সভাপতিত্বে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে বাঁকুড়া জেলার বিশিষ্ট শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়।্ভ্ভএদিন বিশেষভাবে সম্মানিত করা হয় মদনমোহনপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, বাঁকুড়া জেলার বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী মাননীয় মধুসূদন দে মহাশয়কে। শিক্ষা ক্ষেত্রে তাঁর নিরলস অবদান ও ছাত্রদরদী ভূমিকার কথা স্মরণ করে বক্তারা বলেন, বাঁকুড়াবাসী তাঁকে চিরকাল মনে রাখবে।এছাড়াও এদিন বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষিকা দেবলীনা ঘোষাল ও পার্শ্ব শিক্ষক পার্থ মালগোপ মহাশয়কে বিশেষ সম্মানে ভূষিত করা হয়।্ভ্ভঅনুষ্ঠানটি সাফল্যমন্ডিত করতে সর্বতোভাবে সহযোগিতা করেন ওন্দা নগর কমিটির সম্পাদক মাননীয় রাজেশ বাউরী মহাশয় সহ বিজেপির অন্যান্য নেতৃবন্দ ও কর্মীবন্দ।অনুষ্ঠানের অন্তিম লগ্নে আবেগঘন কণ্ঠে প্রধান শিক্ষক মধুসূদন দে মহাশয় বলেন, শিক্ষকতার অন্তিম লগ্নে এসে এই মহতী সম্বর্ধনা আমার জীবনের পরম প্রাপ্তি। এই ভালোবাসা জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত মনে রাখব।তিনি আরও বলেন, তোমাদের হাসি মুখ, আমার চিরকালের সুখ।

ভারী বৃষ্টিতে দুর্ভোগ, উত্তর প্রদেশের ২৪টি জেলায় বন্যা পরিস্থিতি

লখনউ, ৬ সেপ্টেম্বরঃভারী বৃষ্টিপাত এবং ব্যারাজ থেকে জল ছা।ার ফলে উত্তর প্রদেশের ২৪টি জেলা বর্তমানে বন্যা কবলিত। মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ বন্যা পরিস্থিতি ও উদ্ধারকাজ খতিয়ে দেখতে চিত্রকূট জেলায় রয়েছেন। রাজ্যের অনেক নদীর জলস্তর এখনও বিপদসীমার ওপর দিয়ে বইছে। বদায়ু, গাজিপুর ও বালিয়া জেলায় গঙ্গা নদী বিপদসীমার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে এবং ফারুখাবাদে তা বিপদসীমার কাছাকাছি পৌঁছেছে। লখিমপুর খেরি ও বারাবাঁকি জেলায় শারদা নদী এবং অযোধ্যা ও বালিয়ার তুর্তিপারে ঘর্ঘরা নদীও বিপদসীমা অতিক্রম করেছে। চিত্রকূটের রাজাপুরে যমুনা নদীর জলস্তর ক্রমাগত বাড়ছে।মুখ্যমন্ত্রী বারাণসীতে বরুণা নদী সংলগ্ন বন্যাদুর্গত এলাকা আকাশপথে পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনের সময় তিনি একটি বন্যাত্রাণ শিবির পরিদর্শন করেন, দুর্গত মানুষের সঙ্গে কথা বলেন এবং ত্রাণসামগ্রী বিতরণ করেন। অন্যদিকে, আবহাওয়া দফতর রাজ্যের পূর্বাঞ্চলে আগামী চার দিন এবং পশ্চিমাঞ্চলের জেলাগুলিতে আগামী দুদিন ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি করেছে।

উত্তর সিকিমে পাহাড়ে ধস, সতর্কতা জারি উত্তরবঙ্গেও

গ্যাংটক, ৬ সেপ্টেম্বর ঃউত্তর সিকিমে পাহা।রে গা বেয়ে নামা বড়সড় ধসের জেরে আংশিক রুদ্ধ হয়ে পা।ল তিস্তা নদীর গতিপথ। ঘটনার পর থেকেই ভাটির দিকে থাকা উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং, কালিম্পং এবং জলপাইগুড়ি জেলাজুড়ে সতর্কতা জারি হয়েছে।জানা গেছে, ধসের ঘটনাটি ঘটে রবিবার ভোররাতে। উত্তর সিকিমের ওসভির উল্টো দিকে চিযকুং নদীর উপরের অংশে পাহাড়ের ঢাল বেয়ে একটি বিশাল ধস নেমে আসে। ধসের জেরে বিপুল পরিমাণ পাথর ও মাটি এসে পড়ে নদীখাতে, যার ফলে তিস্তার জলপ্রবাহ সাময়িকভাবে আটকে যায়। সিকিম প্রশাসন সূত্রে খবর,

দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি তিন-পর্যায়ের পারমাণবিক বিদ্যুৎ কর্মসূচি

নয়াদিল্লি(পিআইবি),৬সেপ্টেম্বঃ ভারতের পারমাণবিক কর্মসূচি প্রযুক্তিগত আত্মনির্ভরতার কৌশল দ্বারা পরিচালিত, যা অতীতে জ্বালানি সরবরাহের ওপর নিষেধাজ্ঞার মতো পরিস্থিতি মোকাবিলা করার পাশাপাশি দেশের বিপুল থোরিয়াম সম্পদকে কাজে লাগানোর জন্য তৈরি করা হয়েছে। এই কর্মসূচির মূল ভিত্তি হল দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি তিন-পর্যায়ের পারমাণবিক বিদ্যুৎ কর্মসূচি, যার মাধ্যমে ধীরে ধীরে ইউরেনিয়াম-ভিত্তিক জ্বালানি চক্র থেকে থোরিয়াম-ভিত্তিক জ্বালানি চক্রের দিকে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব। দেশীয় উদ্ভাবনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া, পরিচ্ছন্ন ও নির্ভরযোগ্য বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধি এবং দীর্ঘমেয়াদী শক্তি নিরাপত্তা নিশ্চিত করার মাধ্যমে এই কর্মসূচি ভারতের সুস্থায়ী উন্নয়নের লক্ষ্য এবং ২০৪৭ সালের মধ্যে ১০০ গিগাওয়াট পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা অর্জনের লক্ষ্যে অবদান রাখছে।্ভ্ভভারতের সুস্থায়ী শক্তি নিরাপত্তায় পারমাণবিক শক্তির ভূমিকা বিকশিত ভারতের লক্ষ্যে এগিয়ে যাওয়ার জন্য ভারত একটি নিরাপদ, সুস্থায়ী এবং আত্মনির্ভর শক্তি ব্যবস্থা গড়ে তুলতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।্ভ্ভ পরিচ্ছন্ন, নির্ভরযোগ্য এবং স্থিতিশীল বেসলোড বিদ্যুতের ক্রমবর্ধমান চাহিদার কথা বিবেচনা করে ভারত সরকার দীর্ঘমেয়াদি শক্তি কৌশলের কেন্দ্রে পারমাণবিক শক্তিকে রেখেছে। পারমাণবিক বিদ্যুৎ চব্বিশ ঘণ্টা কম-কার্বন নির্গমনযুক্ত বিদ্যুৎ সরবরাহ করে, যা পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তির পরিপূরক হিসাবে কাজ করার পাশাপাশি, বিদ্যুৎ গ্রিডের স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে সাহায্য করে। এটি আমদানি করা জীবাশ্ম জ্বালানির ওপর নির্ভরতা কমায় এবং জলবায়ু সংক্রান্ত ভারতের অঙ্গীকার পূরণেও সহাতা করে। আত্মনির্ভর ভারতের ভাবনায় অনুপ্রাণিত হয়ে ভারত সরকার পারমাণবিক জ্বালানি চক্রের সম্পূর্ণ পরিসরে- যার মধ্যে রয়েছে রিঅ্যাক্টর নকশা, জ্বালানি তৈরি, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং উন্নত প্রযুক্তি- দেশীয় সক্ষমতা শক্তিশালী করে তুলছে।বর্তমানে ভারতে মোট ৮.৭৮ গিগাওয়াট স্থাপিত ক্ষমতাসম্পন্ন ২৪টি পারমাণবিক বিদ্যুৎ রিঅ্যাক্টর চালু রয়েছে। মোট ৭.৫ গিগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন ৯টি রিঅ্যাক্টর ইউনিটের নির্মাণকাজ চলছে। এছাড়াও, সরকার ফ্লিট মোডে ১০টি দেশীয় প্রেসারাইজড হেভি ওয়াটার রিঅ্যাক্টর (PHWR) এবং ৫০০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন দুটি ফাস্ট ব্রিডার রিঅ্যাক্টর এর প্রাক্-প্রকল্প কার্যক্রম অনুমোদন করেছে। পারমাণবিক শক্তি মিশন (২০২৫-২৬) এবং SHANTI Act, ২০২৫-এর মতো সাম্প্রতিক নীতি উদ্যোগগুলি বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি, দেশীয় উৎপাদন শক্তিশালী করা, উদ্ভাবনকে উৎসাহিত করা এবং বেসরকারি ক্ষেত্রের আরও বেশি অংশগ্রহণের সুযোগ তৈরি করছে। এই উদ্যোগগুলি একসঙ্গে একটি শক্তিশালী পারমাণবিক পরিকাঠামো গড়ে তুলছে, যা সুস্থায়ী উন্নয়নে সহায়তা করছে এবং ২০৪৭ সালের মধ্যে ১০০ গিগাওয়াট পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা অর্জনের ভারতের লক্ষ্যকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।্ভ্ভবেসলোড বিদ্যুৎ স্থিতিশীল বেসলোড বিদ্যুৎ হল একটি বিদ্যুৎ গ্রিডের সচল থাকার জন্য প্রয়োজনীয় সর্বনিম্ন নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ। এটি আমাদের বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থার মেরুদণ্ড হিসাবে কাজ করে এবং হাসপাতাল, যোগাযোগ ব্যবস্থা, প্রতিরক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিল্প এবং অন্যান্য অত্যাবশ্যক পরিষেবায় নির্ভরযোগ্য বিদ্যু নিশ্চিত করে। অর্থনৈতিক বৃদ্ধি, জাতীয় নিরাপত্তা এবং দুর্যোগ মোকাবিলার সক্ষমতার জন্য নির্ভরযোগ্য বেসলোড বিদ্যুৎ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।পারমাণবিক শক্তি সম্পর্কে ধারণাঃএকটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ পারমাণবিক বিদ্যুকেন্দ্রে নিউক্লিয়ার ফিশন বা পারমাণবিক বিভাজন নামের একটি নিযন্ত্রিত প্রক্রিয়ায় উপন্ন তাপকে কাজে লাগিয়ে বিদ্যুৎ তৈরি করা হয়। এই তাপে জল বাষ্পে পরিণত হয় এবং সেই বাষ্প একটি জেনারেটরের সঙ্গে যুক্ত টারবাইন ঘোরায়। উপন্ন বিদ্যুৎ বাড়িঘর, শিল্প এবং অত্যাবশ্যক পরিষেবায় সরবরাহ করা হয়। সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটি একাধিক প্রকৌশলগত নিরাপত্তা ব্যবস্থা এবং একটি শক্তিশালী নিয়ন্ত্রক কাঠামোর অধীনে পরিচালিত হয়। পারমাণবিক জ্বালানিবিদ্যু উপাদনের জন্য পারমাণবিক রিঅ্যাক্টরের ভিতরে যে উপাদান ব্যবহার করা হয, তাকে পারমাণবিক জ্বালানি বলা হয়। পারমাণবিক বিভাজনের মাধ্যমে এর পরমাণুগুলি বিভক্ত হয়ে বিপুল পরিমাণ তাপ উপন্ন করে। এই তাপে জল বাষ্পে পরিণত হয়। সেই বাষ্প টারবাইন ঘুরিয়ে বিদ্যুৎ উপন্ন করে।্ভ্ভপারমাণবিক রিঅ্যাক্টরের জ্বালানি ফিসাইল (Fissile) হতে পারে, যা সরাসরি শৃঙ্খল বিক্রিয়া বজায় রাখে, অথবা ফার্টাইল (Fertile) হতে পারে, যা প্রথমে রিঅ্যাক্টরের ভিতরে ফিসাইল জ্বালানিতে রূপান্তরিত হয়। সাধারণ পারমাণবিক জ্বালানির মধ্যে রয়েছে প্রাকৃতিক ইউরেনিয়াম ইউরেনিয়াম-২৩৫ (U-২৩৫), লো-এনরিচড ইউরেনিয়াম (LEU), প্লুটোনিয়াম-২৩৯ (গুস্ম-২৩৯) এবং মিক্সড অক্সাইড জ্বালানি।মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, চিন, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, কানাডা এবং রাশিয়ার মতো অধিকাংশ দেশ লাইট ওয়াটার রিঅ্যাক্টর -এ লো-এনরিচড ইউরেনিয়াম ব্যবহার করে। ভারত প্রধানত প্রেশারাইজড হেভি ওয়াটার রিঅ্যাক্টর -এ প্রাকৃতিক ইউরেনিয়াম ব্যবহার করে, যেখানে ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণের প্রয়োজন হয় না। ভারত তার প্রোটোটাইপ ফাস্ট ব্রিডার রিঅ্যাক্টর এ জ্বালানিও ব্যবহার করে।ভারতের ইউরেনিয়ামের মজুত নিম্নমানের হওয়ায় তা আমদানির মাধ্যমে পূরণ করতে হয়। তবে, ভারতে থোরিয়াম (৩২)-এর বিপুল মজুত রয়েছে। এটি ফিসাইল নয, বরং একটি ফার্টাইল তেজস্ক্রিয় পদার্থ, যা মূলত কেরল, তামিলনাড়ু, অন্ধ্রপ্রদেশ, ওড়িশা, পশ্চিমবঙ্গ এবং ঝাড়খণ্ডের উপকূলীয় বালিতে পাওয়া যায়। রিঅ্যাক্টরের ভিতরে Th-২৩২ একটি নিউট্রন শোষণ করে ইউরেনিয়াম-২৩৩-এ রূপান্তরিত হয়, যা ফিসাইল। তিন-পর্যায়ের পারমাণবিক বিদ্যুৎ কর্মসূচির মাধ্যমে দেশের বিপুল থোরিয়াম মজুতকে কাজে লাগানোই ভারতের দীর্ঘমেয়াদী পারমাণবিক কৌশলের মূল লক্ষ্য।ভারতের তিন-পর্যায়ের পারমাণবিক কর্মসূচি ্ভড. হোমি জে. ভাবা ১৯৫৪ সালে ভারতের নিজস্ব সম্পদের সর্বাধিক ব্যবহার এবং দীর্ঘমেয়াদী জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে তিন-পর্যায়ের পারমাণবিক বিদ্যু কর্মসূচির প্রস্তাব দেন। ২০২৬ সালের এপ্রিল মাসে ভারত একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক অর্জন করে, যখন কালপাক্কামে অবস্থিত প্রোটোটাইপ ফাস্ট ব্রিডার রিঅ্যাক্টর -এ প্রথমবারের মতো ক্রিটিক্যালিটি অর্জিত হয।্ভ্ভব্রিডার রিঅ্যাক্টর এমন একটি পারমাণবিক চুল্লি, যেটি বিদ্যুৎ উৎপাদনের পাশাপাশি, অতিরিক্ত ফিসাইল পদার্থ বা জ্বালানি উপাদন করে। এর মাধ্যমে ভারতের তিন-পর্যায়ের পারমাণবিক বিদ্যুৎ কর্মসূচির দ্বিতীয় পর্যায়ের সূচনা হয়। এই মাইলফলক দীর্ঘমেয়াদী, পরিচ্ছন্ন ও স্বনির্ভর জ্বালানি নিরাপত্তার জন্য ভারতের বিপুল থোরিয়াম সম্পদ ব্যবহারের লক্ষ্যকে আরও এগিয়ে নিয়ে গেছে।প্রথম পর্যায়ে, প্রেসারাইজড হেভি ওয়াটার রিঅ্যাক্টর (PHWR) প্রাকৃতিক ইউরেনিয়াম ব্যবহার করে বিদ্যু উপাদন করে। ব্যবহৃত জ্বালানি পুনঃপ্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে প্লুটোনিয়াম পুনরুদ্ধার করা হয, যা দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রধান উপাদান হিসাবে ব্যবহৃত হয়। দ্বিতীয় পর্যায়ে, ফাস্ট ব্রিডার রিঅ্যাক্টর এই প্লুটোনিয়াম ব্যবহার করে বিদ্যু উৎপাদনের পাশাপাশি, অতিরিক্ত ফিসাইল পদার্থ তৈরি করে। এই পর্যায়ে থোরিয়াম থেকে ইউরেনিয়াম-২৩৩-ও উৎপাদিত হয়, যা তৃতীয় পর্যায়ের ভিত্তি তৈরি করে। তৃতীয় পর্যায়ে, থোরিয়াম-ভিত্তিক পারমাণবিক চুল্লিতে ইউরেনিয়াম-২৩৩ ব্যবহার করে ভারতের বিপুল থোরিয়াম সম্পদ কাজে লাগানো হয়। প্রতিটি পর্যায় পরবর্তী পর্যায়ের ভিত্তি তৈরি করে এবং এর মাধ্যমে দীর্ঘমেয়াদি জ্বালানি নিরাপত্তার পথ সুগম হয়।ইন্দিরা গান্ধী সেন্টার ফর অ্যাটমিক রিসার্চ ভারতের প্রোটোটাইপ ফাস্ট ব্রিডার রিঅ্যাক্টর -এর নকশা প্রণয়ন, উন্নয়ন, পরীক্ষা, নিরাপত্তা মূল্যায়ন, কমিশনিং এবং দেশীয়করণের কাজের নেতৃত্ব দিয়েছে। ভারতীয় শিল্প সংস্থাগুলির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার মাধ্যমে রিঅ্যাক্টরের সরঞ্জাম ও ব্যবস্থার প্রায় ৯০ শতাংশ দেশীয় উৎপাদন নিশ্চিত করেছে। এর ফলে, উন্নত পারমাণবিক প্রযুক্তিতে ভারতের স্বনির্ভরতা আরও শক্তিশালী হয়েছে এবং তিন-পর্যায়ের পারমাণবিক বিদ্যুৎ কর্মসূচির দ্বিতীয় পর্যায় বাস্তবায়নে সহায়তা করেছে।পারমাণবিক বিক্রিয়া ্ভপারমাণবিক বিক্রিয়ায় পরমাণুর নিউক্লিয়াস থেকে শক্তি নির্গত হয়। এর দুটি প্রধান ধরন হল পারমাণবিক বিভাজন (নিউক্লিযার ফিশন) এবং পারমাণবিক সংযোজন (নিউক্লিয়ার ফিউশন)। পারমাণবিক বিদ্যুকেন্দ্রে পারমাণবিক বিভাজন বা নিউক্লিযার ফিশন ব্যবহার করা হয।পারমাণবিক চুল্লিতে একটি নিউট্রন ইউরেনিয়াম বা প্লুটোনিয়াম পরমাণুর নিউক্লিয়াসে আঘাত করলে সেটি দুটি ছোট পরমাণুতে বিভক্ত হয়। পারমাণবিক বিভাজন বা নিউক্লিয়ার ফিশন নামে পরিচিত এই প্রক্রিয়ায় বিপুল পরিমাণ তাপ এবং অতিরিক্ত নিউট্রন নির্গত হয়। এই নিউট্রনগুলি পরবর্তী বিভাজন বিক্রিয়া ঘটায় এবং একটি নিযন্ত্রিত শৃঙ্খল বিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। উপন্ন তাপ ব্যবহার করে জলকে উচ্চচাপের বাষ্পে পরিণত করা হয়। এই বাষ্প একটি টারবাইন ঘোরায়, যা একটি জেনারেটরের সঙ্গে যুক্ত থাকে। টারবাইন ঘোরার ফলে জেনারেটর বিদ্যুৎ উপন্ন করে।পারমাণবিক সংযোজন

মধ্যপ্রদেশের সাগরে বিষমদ আতঙ্ক! মৃত্যু বেড়ে ৯

সাগর, ৬ সেপ্টেম্বর ঃমধ্যপ্রদেশের সাগর জেলায় বিষমদ খেয়ে মৃত্যু হয়েছে ৯ গ্রামবাসীর। সাগর জেলার বারাজ গ্রামের ঘটনা। শনিবার রাতে বিষমদ খেয়ে এই গ্রামের ৯ জনের মৃত্যু হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। এছাড়াও এক ডজনেরও বেশি মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন তাঁরা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে জেলা প্রশাসন একটি ম্যাজিস্ট্রেট পর্যায়ের তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে।পুলিশ সুপার অনুরাগ সুজানিযা বলেছেন, শনিবার রাতে বারাজ গ্রামের বেশ কিছু মানুষ মদ পান করেছিলেন। এরপরই তাঁদের শারীরিক অবস্থার অবনতি হয় এবং তাঁরা বমি করতে শুরু করেন। তাঁদের দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে পাঁচজনকে মৃত ঘোষণা করা হয়। পরে আরও কয়েকজনের মৃত্যু হয়। পুলিশ সুপার আরও জানান, প্রাথমিকভাবে মৃত্যুর কারণ বিষক্রিয়া বলে মনে হচ্ছে, তবে নিশ্চিত হওয়ার জন্য আমরা ময়নাতদন্তের রিপোর্টের অপেক্ষায় আছি। এ ঘটনায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে এবং তদন্ত চলছে। আবগারি দফতরের একটি দলও গ্রামে পৌঁছেছে এবং ফরেনসিক পরীক্ষার জন্য স্থানীয় একটি দোকান থেকে মদের বোতল বাজেয়াপ্ত করেছে।সাগরের সিএমএইচও দেবেশ পাটেরিয়া বলেন, এখনও পর্যন্ত ৯-১০ জনের মৃত্যু হয়েছে। চিকিসক ও নার্সদের নিয়ে গঠিত আমাদের দল তিনটি গ্রামে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে তারা বাড়ি বাড়ি গিয়ে খোঁজখবর নিচ্ছেন এবং রোগীদের শনাক্ত করছেন। উৎপসর্গগুলি দেখে মিথাইল অ্যালকোহলজনিত বিষক্রিয়ার আশঙ্কা করা হচ্ছে, তবে বিষয়টি এখনও নিশ্চিত হওয়া যায়নি। রোগীদের অবস্থা স্থিতিশীল করার পর প্রয়োজনে উন্নত চিকিৎসার জন্য অন্যত্র পাঠানো হচ্ছে। মৃতের সংখ্যা বাড়তে পারে, তবে আমাদের দলগুলো অবিরাম কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।

পাটনার দিয়ারা এলাকায় বন্যা পরিস্থিতি, উদ্বিগ্ন মিসা ভারতী

পাটনা, ৬ সেপ্টেম্বর ঃ গঙ্গা নদীর জলস্তর বেড়ে যাওয়ায় পাটনার মানেরের দিয়ারা এলাকায় বন্যা পরিস্থিতি অব্যাহত রয়েছে। আরজেডি সাংসদ মিসা ভারতী রবিবার ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলি পরিদর্শন করেন। এই সময় আরজেডি বিধায়ক ভাই বীরেন্দ্র এবং ব্লক ডেভেলপমেন্ট অফিসার পূজা কুমারীও উপস্থিত ছিলেন।মিসা ভারতী বলেন, দানাপুর ও মানেরের দিয়ারা এলাকা থেকে শুরু করে ফুলওয়ারি ও পালিগঞ্জ-সর্বত্রই বন্যার জল ছড়িয়ে পড়েছে, তবে বিশেষত দানাপুর ও মানেরের দিয়ারা অঞ্চলের পরিস্থিতি ভয়াবহ। গতকাল আমরা জলস্তর পর্যবেক্ষণ করেছি। প্রশাসন খাদ্য, পানীয় জল ও আশ্রয়ের ব্যবস্থা করেছে। নৌকার ব্যবস্থাও করা হয়েছে, কিন্তু গবাদি পশু স্থানান্তরের জন্য ব। নৌকার চাহিদা রয়েছে অথচ বড় নৌকার ব্যবস্থা করা কঠিন হয়ে পড়ছে কারণ জল স্তরে ব্যাপক তারতম্য রয়েছে-কোথাও জল বেশি, আবার কোথাও কম। এদিকে আমরা খবর পেয়েছি, সম্রাট চৌধুরী আকাশপথে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করবেন এবং এরপর ঘোষণা করবেন, দিয়ারা এলাকাগুলো বন্যা কবলিত কি না। আজ সন্ধ্যায় তাঁর পরিদর্শনের পর কী সিদ্ধান্ত আসে, তা দেখার জন্য আমাদের অপেক্ষা করতে হবে।ব্লক ডেভেলপমেন্ট অফিসার পূজা কুমারী বলেন, মানের ব্লকের ছয়টি পঞ্চায়েত বন্যায় পুরোপুরি এবং দুটি আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বন্যাদুর্গতদের জন্য দু'টি স্থানে ত্রাণ শিবির খোলা হয়েছে। গর্ভবতী মহিলাদের বিষয়টি দেখা হচ্ছে, প্রসবের সময় এগিয়ে এলে তাঁদের নৌকায় করে মানের-এর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করা হবে।

সুস্থ সমাজ সমৃদ্ধ দেশ গঠনে সহায়তা করেঃমনসুখ মান্ডভিয়া

সুরাট, ৬ সেপ্টেম্বর ঃকেন্দ্রীয় ক্রীড়া ও যুবকল্যাণ মন্ত্রী মনসুখ মান্ডভিয়া রবিবার সকালে গুজরাটের সুরাটে 'সানডে অন সাইকেল' কর্মসূচিতে অংশ নেন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সঙ্গে এই কর্মসূচিতে অংশ নেন গুজরাটের উপ-মুখ্যমন্ত্রী হর্ষ সাংভিও। এছাড়াও বহু তরুণ-তরুণী সানডে অন সাইকেল কর্মসূচিতে যোগ দেন।কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মনসুখ মান্ডভিয়া এদিন বলেন, ফিট ইন্ডিয়া মুভমেন্ট-এর অংশ হিসেবে প্রধানমন্ত্রী মোদী দেশজু।ে 'সানডে অন সাইকেল' কর্মসূচি শুরু করেছেন। 'বিকশিত ভারতের জন্য নেশামুক্ত যুবসমাজ'-এর বার্তা ছ।িয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে সারা দেশের ২৫,০০০-এরও বেশি স্থান থেকে ৫০ লক্ষেরও বেশি তরুণ-তরুণী এতে অংশ নিয়েছেন। বিকশিত দেশ হিসেবে গড়ে ওঠার আকাঙ্ক্ষা রাখা যে কোনও দেশের জন্যই তার নাগরিকদের সুস্থ থাকা অত্যন্ত জরুরি। সুস্থ মানুষই একটি সুস্থ সমাজ গড়ে তোলে এবং সুস্থ সমাজ একটি সমৃদ্ধ দেশ গঠনে সহায়তা করে।

বাঁকুড়ার প্রাথমিক বিদ্যালয়েও শিক্ষক দিবস পালন

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাঁকুড়াঃসমগ্র শিক্ষা মিশন ও বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের নির্দেশ মোতাবেক বাঁকুড়া জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের অধীন ওন্দা দক্ষিণ চক্রের গর্ব, শিশু মিত্র পুরস্কার প্রাপ্ত মদনমোহনপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হল শিক্ষক দিবস।গত ৫ই সেপ্টেম্বর, ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি তথা মহান শিক্ষাবিদ ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণের জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।অনুষ্ঠানের সূচনায় মহান শিক্ষাবিদের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য ও মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন বিদ্যালযের প্রধান শিক্ষক মাননীয় মধুসূদন দে মহাশয় সহ সকল সহকারী শিক্ষক-শিক্ষিকা। পরে বিদ্যালযের ছাত্রছাত্রীরাও শ্রদ্ধাভরে ফুল দিয়ে প্রণাম জানায়।এদিনের বিশেষ আকর্ষণ ছিল আমরাও শিক্ষক - ছাত্রছাত্রীরা এদিন শিক্ষক-শিক্ষিকার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে পাঠদান করে। কচিকাঁচাদের কবিতা আবৃত্তি, নৃত্য ও সঙ্গীত পরিবেশনায় সমগ্র বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ মুখরিত হয়ে ওঠে।এ বিষয়ে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মাননীয় মধুসূদন দে মহাশয় বলেন, মহান শিক্ষাবিদ ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণের আদর্শকে সামনে রেখে আমরা প্রতিবছর এই দিনটি পালন করি। আজকের দিনে আমরা শুধু নিজেদের নয়, দেশের সকল শিক্ষক-শিক্ষিকাকে শ্রদ্ধা ও সম্মান জানাই। ছাত্ররাই আমাদের ভবিষ্যৎ, ওদের হাসিমুখই আমাদের চিরকালের সুখ।

রাশিফল

মেষঃ আজকের দিনটি আপনার জন্য ইতিবাচকতা ও শক্তিতে ভরপুর। আপনার সামনে আসা চ্যালেঞ্জগুলির মোকাবিলা করার জন্য আপনি সম্পূর্ণ প্রস্তুত। শুভদিন

বৃষঃ জাতকদের জন্য এই সপ্তাহটি মোটামুটি স্বাভাবিক থাকবে। স্বাস্থ্যের দিকে বিশেষ খেয়াল রাখুন, কারণ আবহাওয়ার পরিবর্তনের কারণে পেশিতে জড়তা বা ব্যথার সমস্যা হতে পারে। বিবাহের যোগ হবে।

মিথুনঃ আজ আপনি সম্ভবত রোমান্টিক মেজাজে থাকবেন। কঠিন পরিস্থিতির চাপে আপনার চরিত্রের প্রতিযোগী দিকটি বেরিয়ে আসবে এবং আপনাকে শারীরিক ও মানসিক উৎকর্ষতার দিকে ঠেলে দেবে। বিবাহের যোগ হবে আজ।

কর্কট রাশি ঃ আজ আপনি বাড়িতে নতুন খাবার রান্না করে দেখবেন। পরিবারের সদস্যরা এই সুযোগে তা উপভোগ করবেন।

সিংহঃ সুবাই একে অন্যের থেকে আলাদা হতে চায়। যদিও, তারা বোঝেই না যে তারা এমনিই অনন্য। আজ, কাজের জায়গায় আপনি সেরকমই নানাধরনের লোকের দেখা পাবেন, যার মধ্যে কেউ কেউ হয়তো আপনার ধৈর্যেরও পরীক্ষা নেবে। সংসারে শান্তি হতে পারে।

কন্যাঃ আজকে আপনার কাঁধে অনেক নেতিবাচক চিন্তা ভর করবে, সেগুলি ঝেড়ে ফেলুন কেননা যতবার আপনি পড়ে যাবেন, ততবারই আরো শক্তিশালী হয়ে উঠে দাঁড়াবেন। শুভ দিন হবে।

তুলাঃ আপনি আজকে কর্মক্ষেত্রে আপনার ক্ষমতা ও দক্ষতা প্রদর্শন করবেন এবং লোকজনকে মুগ্ধ করবেন। চারুকলা ও শৈল্পিক বিষয় সম্বন্ধে আপনার মধ্যে ভালোবাসা তৈরি হবে, তা আপনি প্রকাশ করবেন এবং আজকে একটি নতুন শিল্পকলা কিনবেন। অসাধারণ সফটওয়্যার ডিজাইন করার জন্য সঠিক মানসিকতা আপনার থাকবে এবং ঠিক যখন আপনি সেটি শেষ করে আনছেন, আপনাকে হযতো পরিকল্পনা করতে বা বিদেশের শাখায় কাজ করা সহকর্মীদের ফোন করতে ব্যস্ত হয়ে পড়তে হবে।।

বৃশ্চিকঃআজকের দিনটি, আপনার জন্য দুটি প্রধান দিক নিয়ে আসবে। দিনের একভাগ স্মৃতিকাতরতা চিন্তাভাবনায় আচ্ছন্ন থাকবে আর অন্যদিকে, যে সময় আপনি দিবাস্বপ্ন দেখতে এবং কাজ উপেক্ষা করে কাটিয়েছেন, সেই সময় পুনরুদ্ধার করতে ব্যয় হবে। আজকে যেহেতু গ্রহের অবস্থান বিরূপ, আপনি বেশি আবেগপ্রবণ থাকবেন।

ধনুঃ হঠাৎ করে আপনি আবিষ্কার করবেন যে, আপনি পরিবারের প্রতি খুবই একনিষ্ঠ। সন্তানদের প্রতি আপনার ভালোবাসা ও স্নেহ প্রকাশ করতে পেরে আপনার সন্তুষ্টি হবে।

মকরঃ আজ আপনি খুবই ব্যস্ত। কাজের চাপে আপনি এতই আটকা পড়ে থাকবেন যে, নিজের জন্য চিন্তা করা আপনার জন্য খুবই কঠিন হয়ে দাঁড়াবে। শুভ দিন।

কুম্ভঃকুম্ভ রাশির জাতকদের জন্য এই সপ্তাহটি মোটামুটি ভালো থাকবে। স্বাস্থ্যের যত্ন নিন। কোনও পুরনো রোগে ভুগে থাকলে এই সময় কিছুটা আরাম পেতে পারেন।

মীনঃ অসুস্থতা থেকে সেরে ওঠার সুযোগ বেশী যা আপনাকে প্রতিযোগিতামূলক খেলাধুলাতে অংশ নিতে সাহায্য করবে। অর্থনৈতিকভাবে, আজ একটি মিশ্র দিন হতে চলেছে। শুভদিন হবে।

আবহাওয়া

পশ্চিমবঙ্গ এবং ওড়িশা উপকূলে ঝোড়ো আবহাওয়া রয়েছে। মৎস্যজীবীদের সোমবার এবং মঙ্গলবার সমুদ্রে না যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। হাওয়া অফিস সূত্রে জানা গেছে, সোমবার ভারী বৃষ্টি হতে পারে হাওড়া, দক্ষিণ ২৪ পরগনা ও পূর্ব মেদিনীপুরে। এ ছাড়া, মঙ্গলবার এবং সোমবার ভারী বর্ষণের সম্ভাবনা রয়েছে বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, পশ্চিম মেদিনীপুর এবং ঝাড়গ্রামে। বৃষ্টির সঙ্গে বইতে পারে ঝোড়ো হাওয়া। সোমবারের পর থেকে দক্ষিণবঙ্গের ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা কম।এদিকে, আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস, রবিবার ভারী বৃষ্টি হতে পারে জলপাইগুড়ি জেলায়। এ দিন হলুদ সতর্কতা রয়েছে জলপাইগুড়ি জেলার কিছু অংশে। আর সোমবার দার্জিলিং, কালিম্পং, আলি পুরদুয়ারে ভারী বৃষ্টি (৭ থেকে ১১ সেন্টিমিটার) হতে পারে বলে পূর্বাভাস। আপেক্ষিক আর্দ্রতা আজ হতে পারে ৯৬ শত করা এবং সর্বনিম্ন ৭০ শতকরা হতে পারে। বৃষ্টি পাত হয়েছে আজকে আবহাওয়া দপ্তর থেকে জানা গিয়েছে আজ।

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ১০টা ৪৪মিনিট এবং রাত ১০ টা ৪৫মিনিটে। **ভাটা**-বেলা ০৪টা ৪৫মনিট এবং রাত ০১টা ৪০ মিনিট। সূর্যঃউদয় সকাল ৫ টা ১৬মনিটে হতে পারেএবং অস্ত যাবে আজ ৫টা ১৮মিনিটে হতে পারে।

হিঙ্গলগঞ্জের ছেলের 'বিদ্যাসাগর শিক্ষা সম্মান ২০২৬' প্রাপ্তি, উচ্ছ্বসিত গ্রামবাসীরা

দুরন্তবার্তা, সৌরভ দাশ, হিঙ্গলগঞ্জ, ৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ ঃ বিদ্যালয়জুড়ে পরিবেশের পাঠ;শহরের বুকে মিনি সুন্দরবন থেকে রুফটপ অ্যাকোয়া কালচার। বৃষ্টির জল সংরক্ষণেও নজির এক স্কুলের আর তার তত্বাবধানে যিনি, তাঁর মূল প্রোথিত সুন্দরবনের এক গ্রামে। উত্তর ২৪ পরগনার হিঙ্গলগঞ্জের প্রত্যন্ত এলাকা স্বরুপকাঠিতে বেড়ে ওঠা অলোকেশ মৃধার বিদ্যাসাগর শিক্ষা সম্মান প্রাপ্তিতে উচ্ছ্বসিত তার গ্রামের বাসিন্দারা। শিক্ষক অলোকেশ মৃধার দীর্ঘদিনের কাজের স্বীকৃতি মিলল রাজ্য সরকারের তরফ থেকে। শিক্ষক দিবসে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে শিক্ষা ক্ষেত্রে অসামান্য অবদান এবং পরিবেশবান্ধব নানা উদ্যোগের জন্য তাঁকে 'বিদ্যাসাগর শিক্ষা সম্মান ২০২৬'-এ ভূষিত করা হয়। তাঁর নেতৃত্বে বিদ্যালয়ে শিক্ষার পাশাপাশি পরিবেশ সচেতনতা ও বাস্তবভিত্তিক শিক্ষার যে পরিকাঠামো গড়ে উঠেছে, তা বিশেষভাবে নজর কেড়েছে। প্রসঙ্গত ২০০5 সালে শ্রীচন্দা মহেন্দ্রনাথ মেমোরিয়াল ইনস্টিটিউশনে অ্যাসিস্ট্যান্ট টিচার হিসেবে শিক্ষকতা জীবন শুরু করেন অলোকেশ মৃধা। ২০১৮ সালের আগস্ট মাসে ওই বিদ্যালয়েই ভারপ্রাপ্ত শিক্ষকের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন তিনি। এরপর ২০২০ সালে কোলকাতায় সন্তোষপুর বিদ্যামন্দির ফর বয়েজ স্কুলে প্রধান শিক্ষক হিসেবে যোগ দেন। প্রধান শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকেই বিদ্যালয়কে শুধুমাত্র পুঁথিগত শিক্ষার জায়গা হিসেবে না রেখে পরিবেশ ও প্রকৃতিকে সামনে রেখে হাতে-কলমে শিক্ষার ক্ষেত্র হিসেবে গড়ে তোলার উদ্যোগ নেন তিনি। বিদ্যালয়ের অতিরিক্ত জায়গায় ম্যানগ্রোভ গাছ লাগিয়ে তৈরি করা হয়েছে 'মিনি সুন্দরবন'। হিঙ্গলগঞ্জের ভৌগোলিক পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে তার অভিজ্ঞতা দিয়ে গড়ে তোলা এই উদ্যোগ পড়ুয়াদের কাছে সুন্দরবনের বাস্তুতন্ত্রকে কাছ থেকে বোঝার সুযোগ করে দেয়। শুধু ম্যানগ্রোভ নয়, বিদ্যালয়ে একাধিক প্রজাতির গাছের বীজ সংরক্ষণের ব্যবস্থাও রয়েছে। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য বিভিন্ন উদ্ভিদ প্রজাতির সংরক্ষণ এবং জীববৈচিত্র্য সম্পর্কে ছাত্রছাত্রীদের সচেতন করাই এর অন্যতম উদ্দেশ্য। একইসঙ্গে বিদ্যালয়ের ছাদে রয়েছে রুফটপ অ্যাকোয়াকালচার ব্যবস্থা, যার মাধ্যমে জলজ চাষের সঙ্গে পড়ুয়াদের পরিচয় করানো হচ্ছে।

একাধিক অভিযোগে ক্যানিং পশ্চিমের তৃণমূল বিধায়ককে সিআইডির তলব

দুরন্তবার্তা, উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, ক্যানিং, ৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ ঃ ২০২৩ সালের গ্রাম পঞ্চায়েত নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ওঠা একাধিক অভিযোগের ঘটনায় এবার ক্যানিং পশ্চিমের তৃণমূল বিধায়ক পরেশরাম দাসকে তলব করল রাজ্য সিআইডি। তাঁকে ভবানী ভবনে ডেকে পাঠানো হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। পঞ্চায়েত নির্বাচন ঘিরে বিরোধীদের উপর হামলা, বোমাবাজি, নির্বাচনে বাধা এবং প্রভাব খাটিয়ে পছন্দের প্রার্থীকে পঞ্চায়েতের পদে বসানোর মতো একাধিক অভিযোগ উঠেছিল বিধায়কের বিরুদ্ধে। যদিও সেই সময় সমস্ত অভিযোগই অস্বীকার করে ছিলেন পরেশরাম দাস। প্রায় তিন বছর পর ওই ঘটনাগুলির তদন্তে নতুন করে তৎপরহয়েছে তদন্তকারী সংস্থা। এর মধ্যেই বিধায়কের বিরুদ্ধে এক মহিলার আনা ধর্ষণের অভিযোগকে কেন্দ্র করে বিষয়টি আরও জটিল হয়েছে। ওই অভিযোগের ভিত্তিতে ক্যানিং থানায় মামলা দায়ের করে তদন্ত শুরু হয়েছিল। এবার সেই তদন্তের সূত্রেই সিআইডি গোটা বিষয়টি খতিয়ে দেখতে নেমেছে বলে জানা গিয়েছে। অভিযোগকারী মহিলার দাবি, ২০২৩ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে তাঁর স্বামীকে পঞ্চায়েত সদস্যের টিকিট পাইয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন পরেশ রাম দাস। এর বিনিময়ে তাঁর কাছে চার লক্ষ টাকা দাবি করা হয়েছিল বলে অভিযোগ। ওই মহিলা দাবি করেন, টাকা দেওয়ার বিষয়ে অস্বীকার করার পর তাঁকে আটকে রেখে নির্যাতন করা হয়। ঘটনায় ধর্ষণের অভিযোগও তোলেন তিনি। অভিযোগ, ঘটনার পর ওই মহিলা পুলিশের দ্বারস্থ হলেও তাঁর অভিযোগের ভিত্তিতে সে সময় কোনও মামলা দায়ের করা হয়নি। দীর্ঘ সময় পর রাজ্যে রাজনৈতিক পালা বদলের পর ফের পুলিশের কাছে যান তিনি। ক্যানিংয়ের এসডিপিও-র কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন ওই মহিলা। সেই অভিযোগের ভিত্তিতেই ক্যানিং থানায় মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু হয়।

নিউ আলিয়া হোটেলে পুরসভার অভিযান, মাংসে ফাঙ্গাস ও মেয়াদ-উত্তীর্ণ সামগ্রী মেলার অভিযোগ

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ ঃ কলকাতার অন্যতম পরিচিত বিরিয়ানির দোকান নিউ আলিয়া হোটেলে অভিযান চালাল কলকাতা পুরসভার আধিকারিকেরা। অভিযানের সময় হোটেলে মজুত খাসির মাংসে ফাঙ্গাস পাওয়া গিয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। শুধু মাংসই নয়, খাবার তৈরিতে ব্যবহৃত কয়েকটি সামগ্রীও মেয়াদ-উত্তীর্ণ ছিল বলে পুরসভার আধিকারিকদের তরফে অভিযোগ করা হয়েছে। শহরের বিভিন্ন রেস্তোরাঁ এবং খাবারের দোকানে স্বাস্থ্যবিধি মেনে খাবার তৈরি ও পরিবেশন করা হচ্ছে কি না, তা খতিয়ে দেখতেই এই অভিযান বলে জানা গিয়েছে। তবে পুরসভার অভিযানে ওঠা অভিযোগ সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছে নিউ আলিয়া হোটেল কর্তৃপক্ষ। হোটেলের ম্যানেজার মহম্মদ শামিমের দাবি, পুরসভার আধিকারিকেরা যখন হোটেলে পৌঁছন, তখন সদ্য দোকান খোলা হয়েছিল। বিরিয়ানি তৈরির জন্য মাংস ফ্রাই করে রাখা হয়েছিল। সেই মাংস দেখেই ফাঙ্গাস রয়েছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে বলে দাবি তাঁর। শামিমের বক্তব্য, মাংসটি একেবারেই নতুন কেনা হয়েছিল এবং তাতে কোনও ফাঙ্গাস ছিল না। একই ভাবে মেয়াদ-উত্তীর্ণ সামগ্রী পাওয়ার অভিযোগও মানতে নারাজ হোটেল কর্তৃপক্ষ। ম্যানেজারের দাবি, অভিযানের সময় গোলাপ জল দেখিয়ে সেটিকে মেয়াদ-উত্তীর্ণ বলে জানানো হয়েছিল। কিন্তু তাঁদের দাবি, সেটিও সত্যি নয়। অভিযানের পর তাঁকে নোটিস দেওয়া হয়েছে বলে জানান শামিম। আগামী সোমবার সিজিও কমপ্লেক্সে তাঁকে তলব করা হয়েছে বলেও জানিয়েছেন তিনি। নিউ আলিয়া হোটেলে এই অভিযান এমন এক সময়ে হল, যখন কলকাতা শহরের বিভিন্ন প্রান্তে খাবারের দোকান ও রেস্তোরাঁগুলিতে ধারাবাহিক ভাবে নজরদারি চালানো হচ্ছে। শনিবার ডেকার্স লেনের একাধিক রেস্তোরাঁয় অভিযান চালিয়েছিলেন ফুড সেফটি অফিসারেরা। রবিবারও সেই অভিযান অব্যাহত থাকে। শহরের আরও বেশ কয়েকটি রেস্তোরাঁয় গিয়ে খাবারের গুণমান, মজুত সামগ্রী এবং স্বাস্থ্যবিধি খতিয়ে দেখা হয়। শুধু রাস্তার ধারের বা পৃথক রেস্তোরাঁতেই নয়, শহরের বিভিন্ন শপিং মলের ফুড কোর্টেও অভিযান চালানো হয়েছে। এর মধ্যে সাউথ সিটি, হাইল্যান্ড পার্ক এবং অ্যাক্রোপলিসের মতো শপিং মলও রয়েছে। অভিযোগ, সেখানকার কয়েকটি খাবারের দোকানেও খাবার তৈরির ক্ষেত্রে অনুপযুক্ত সামগ্রী ব্যবহারের নজির পাওয়া গিয়েছে। স্বাস্থ্যবিধি মেনে খাবার তৈরি বা সংরক্ষণ করা হচ্ছে না বলে অভিযোগ উঠলে সংশ্লিষ্ট দোকানগুলিকে নোটিস দিয়ে সতর্ক করা হচ্ছে। পুরসভার এই ধারাবাহিক অভিযানের মূল লক্ষ্য, শহরের বাসিন্দাদের জন্য পরিবেশিত খাবার নিরাপদ কি না, তা নিশ্চিত করা। বিশেষ করে মাংস, রান্নার উপকরণ এবং অন্যান্য খাদ্যসামগ্রী কী ভাবে সংরক্ষণ করা হচ্ছে, সেগুলির গুণমান ঠিক রয়েছে কি না এবং মেয়াদ পেরিয়ে যাওয়া কোনও সামগ্রী খাবারে ব্যবহার করা হচ্ছে কি না;এই বিষয়গুলিই গুরুত্ব দিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানা গিয়েছে। নিউ আলিয়া হোটেলকে ঘিরে ওঠা অভিযোগের ক্ষেত্রে অবশ্য কর্তৃপক্ষের বক্তব্য সম্পূর্ণ ভিন্ন। ফলে মাংসে সত্যিই ফাঙ্গাস ছিল কি না বা কোনও খাদ্যসামগ্রী মেয়াদ-উত্তীর্ণ ছিল কি না, তা নিয়ে এখন দুই পক্ষের বক্তব্যে স্পষ্ট পার্থক্য তৈরি হয়েছে। পুরসভার নোটিসের পর প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বিষয়টি আরও স্পষ্ট হবে বলে মনে করা হচ্ছে। এরই মধ্যে শহরের একাধিক রেস্তোরাঁ ও ফুড কোর্টে এই ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকায় খাদ্য নিরাপত্তা এবং স্বাস্থ্যবিধি নিয়ে নতুন করে নজরদারি বাড়ল কলকাতায়।

অন্তত ১২টি হোটেল মিষ্টির দোকানকে বন্ধ করে দিলো পচা খাবার পরিবেশনের জন্য

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ ঃ গত এক সপ্তাহ ধরে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে অভিযান চালিয়েছে খাদ্য সুরক্ষা দপ্তর। তার রেজাল্ট কিন্তু বেশ ভয়াবহ। কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, বর্ধমান, শিলিগুড়ি সহ প্রায় সব জেলার দোকানে দোকানে অভিযান চালানো হয়েছে। যে সব দোকানের সামনে থাকে ক্রেতাদের লম্বা লাইন, অনলাইন ডেলিভারি সংস্থার ডেলিভারি বয়দের ভিড়, সেখানেই মিলছে বিষ। যাদের সম্পর্কে উঠেছে অভিযোগ ঃ ১) বারবিকিউ নেশন (সেক্টর ৫)- বিপুল পরিমাণ পচা খাবার, রান্নাঘরে পোকা, অপরিচ্ছন্নতা। লাইসেন্স বাতিল, রেস্তোরাঁ বন্ধ। ২) রং দে বাসন্তী ধাবা (স্টার মল, মধ্যমগ্রাম)- পচা মাছ, পচা মাংস, মেয়াদ উত্তীর্ণ খাবার, লঙ্কায় ছত্রাক। লাইসেন্স বাতিল, রেস্তোরাঁ বন্ধ। ৩) বারবিকিউ নেশন (সোদপুর)- পচা খাবার। বিক্রি বন্ধ। ৪) আরসালান (যশোর রোড)- পচা মাংস, অপরিচ্ছন্ন ফ্রিজ, পচা রসুন, কড়াইতে ডিটার্জেন্ট। নোটিস দিয়েছে খাদ্য দফতর। ৫) চাকনাওয়ালা (বিটি রোড, পানিহাটি)- অপরিচ্ছন্ন ফ্রিজ, হলুদ গুঁড়োয় বিষ রং। লাইসেন্স বাতিল, রেস্তোরাঁ বন্ধ। ৬) চৌরাশিয়া চাট (সেক্টর ৩, সল্টলেক)- বিষ হলুদ রং, পুরনো তৈরি করা খাবার, লাইসেন্স বাতিল, রেস্তোরাঁ বন্ধ। ৭) রেড চিলিজ (চন্দননগর)। দীর্ঘদিনের পুরনো চিংড়ি মাছ, পচা মাংস। নোটিস দেওয়া হয়েছে। ৮) অমর মিষ্টান্ন (উত্তরপাড়া)। রসগোল্লার গামলায় আরশোলা, দইতে মাছি। নোটিস দেওয়া হয়েছে। ৯) বিগ বস (ট্যাংরা, কলকাতা)। ১০০ কেজি পুরনো মাংস, চিংড়ি। নোটিস দেওয়া হয়েছে। ১০) মাখনভোগ (সেবক রোড, শিলিগুড়ি), অপরিচ্ছন্ন পোকা, মিষ্টিতে মরা আরশোলা। সাময়িকভাবে সিল করে দেওয়া হয়। ১১) গণেশ মিষ্টান্ন (বর্ধমান)। মেয়াদ উত্তীর্ণ পনির, আইসক্রিম, বিষ রং। নোটিস দেওয়া হয়েছে। ১২) বারবিকিউ নেশন, অবনী মল (শিবপুর)। মেয়াদ উত্তীর্ণ খাবার। নোটিস দেওয়া হয়েছে।

শুরু হয়ে গেলো বাংলা ভাষায় প্রশাসনিক কাজ

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ ঃ যেমন কথা তেমনই কাজ। কিছুদিন আগেই রাজ্য মন্ত্রীসভা সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, এখন থেকে প্রশাসনিক কাজ যতটা সম্ভব বাংলায় করা হবে। চলতি মাস থেকেই প্রশাসনিক কাজে বাংলাকে প্রধান ভাষা হিসেবে ব্যবহারের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সরকারি নথি, চিঠিপত্র, বিজ্ঞপ্তি, আদেশনামা, প্রতিবেদন থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ;সব ক্ষেত্রেই বাংলার ব্যবহার নিশ্চিত করার উপর জোর দেওয়া হয়েছে। ঠিক হয়েছে, এই কর্মসূচির অগ্রগতি নজরে রাখতে মুখ্যসচিবের নেতৃত্বে রাজ্যস্তরীয় পরিচালন কমিটি গড়া হবে। প্রতিটি বিভাগ ও জেলাতেও থাকবে পৃথক বাস্তবায়ন কমিটি। কর্মিবর্গ ও প্রশাসনিক সংস্কার বিভাগকে সমন্বয়কারী বিভাগের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। নবান্নার তরফে বাংলায় জারি করা বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, আধিকারিকদের জনপরিষেবা দেওয়ার ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের সঙ্গে বাংলায় যোগাযোগ করতে হবে। আবেদন গ্রহণ, তার উত্তর, পরিষেবা সংক্রান্ত তথ্য, বিজ্ঞপ্তি ও নির্দেশ জারির ক্ষেত্রেও বাংলাকে অগ্রাধিকার দিতে বলা হয়েছে। অভিযোগ গ্রহণ এবং নিষ্পত্তির সময়ও সাধারণ মানুষের সঙ্গে বাংলায় যোগাযোগ নিশ্চিত করতে হবে। পুলিশ-সহ সমস্ত আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থার ক্ষেত্রেও এই নির্দেশ কার্যকর হবে। শুধু জনমুখী পরিষেবাই নয়, প্রশাসনের অভ্যন্তরীণ কাজেও ধাপে ধাপে বাংলার ব্যবহার বাড়ানোর পরিকল্পনা রয়েছে। দফতরের নথি, সরকারি চিঠিপত্র, আদেশনামা, আবেদনপত্র, বিজ্ঞপ্তি ও প্রতিবেদন বাংলায় তৈরি করার উপর জোর দেওয়া হয়েছে। নবান্ন সূত্রে খবর, বাংলায় সরকারি কাজের পরিকাঠামো গড়ে তুলতে সরকারি নেটওয়ার্ক, অনলাইন পরিষেবা, নথি সংরক্ষণ ও অনুবাদ ব্যবস্থাকে বাংলা ব্যবহারের উপযোগী করে তোলার পরিকল্পনা রয়েছে। প্রয়োজন অনুযায়ী বাংলা জানা কর্মী, অনুবাদক, মুদ্রাক্ষরিক, সংশোধন-পাঠক ও ভাষা-বিশেষজ্ঞ নিয়োগের ব্যবস্থাও করা হবে। নির্দেশ জারির তিন মাসের মধ্যে প্রতিটি বিভাগকে নিজেদের পরিকাঠামো নিয়ে সমীক্ষা করতে বলা হয়েছে।

বিলবোর্ড-বিতর্কে তদন্তের আঁচ, হুমায়ুন কবীরকে নোটিস পুলিশের

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ ঃ ক্যামাক স্ট্রিট কাণ্ডের জল এবার গড়াল প্রাক্তন আইপিএস ও ডেবরার বিধায়ক হুমায়ুন কবীরের দরজা পর্যন্ত। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অফিসে বিলবোর্ড খোলা নিয়ে গত ২৭ আগস্টের গোলমালের ঘটনায় তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নোটিস দিল শেক্সপিয়র সরণি থানার পুলিশ। রবিবার সকালে হুমায়ুন কবীরের বাড়িতে গিয়ে তাঁর হাতে নোটিস তুলে দেন পুলিশ আধিকারিকেরা। আগামী ৯ সেপ্টেম্বর দুপুর ১২টায় তাঁকে শেক্সপিয়র সরণি থানায় হাজির হতে বলা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, এর আগে দু'বার হুমায়ুন কবীরকে নোটিস দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছিল। কিন্তু তাঁর বাড়িতে গিয়ে পুলিশকে ফিরে আসতে হয় বলে অভিযোগ। রবিবার ফের সকালে পুলিশ আধিকারিকেরা তাঁর বাড়িতে পৌঁছন। বেশ কিছুক্ষণ দরজায় ডাকাডাকি করার পর ভিতর থেকে এক কর্মী বেরিয়ে আসেন। তাঁর হাতেই নোটিস তুলে দেন পুলিশ আধিকারিকেরা। নির্দিষ্টি দিনে থানায় হাজিরা দেওয়ার কথা ওই কর্মী পুলিশকে জানিয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। এরপর পুলিশ আধিকারিকেরা সেখান থেকে রওনা দেন। ২৭ আগস্ট ক্যামাক স্ট্রিটে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অফিসে লাগানো বিলবোর্ড খোলাকে কেন্দ্র করে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। কলকাতা পুরসভার কর্মীরা বিলবোর্ড খুলতে গেলে বাধা দেওয়ার অভিযোগ ওঠে। ঘটনাস্থলে থাকা পুলিশকর্মীদের সঙ্গেও ধস্তাধস্তি হয় বলে অভিযোগ। পুলিশকে অফিসের ভিতরে ঢুকতে বাধা দেওয়া এবং কয়েক জন পুলিশকর্মীকে মারধরের অভিযোগও সামনে আসে। এমনকি, ধস্তাধস্তির সময় কয়েক জন পুলিশকর্মী সিঁড়িতে পড়ে যান বলে জানা যায়। পুরকর্মীদের কাজেও বারবার বাধা দেওয়া হয়েছিল বলে অভিযোগ। ওই ঘটনার তদন্তে নেমে পুলিশ ইতিমধ্যেই তৃণমূলের সাংসদ ডেরেক ও'ব্রায়েন, বৈশ্বানর চট্টোপাধ্যায়-সহ কয়েক জনকে নোটিস পাঠিয়েছে। এবার একই ঘটনায় হুমায়ুন কবীরকেও জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডাকা হল। মঙ্গলবার ডেরেক ও'ব্রায়েনকেও একই মামলায় ফের তলব করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। অন্যদিকে, ক্যামাক স্ট্রিটে তৃণমূলের পার্টি অফিস ব্যবহার নিয়েও নতুন করে আইনি জটিলতা তৈরি হয়েছে। ভবন খালি করার জন্য বাড়ির মালিকের নোটিসের পর আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিল তৃণমূল। তৃণমূলের আইনজীবী আর্ক কুমার নাগের বক্তব্য অনুযায়ী, গত ২৫ আগস্ট ক্যামাক স্ট্রিটের সংশ্লিষ্ট ভবনের সপ্তম ও অষ্টম তলায় থাকা দলীয় কার্যালয় ২৪ ঘণ্টার মধ্যে খালি করার নোটিস দেওয়া হয়েছিল। শনিবার কলকাতার সিটি সিভিল কোর্ট সেই নোটিসের উপর অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ দেয়। তবে আদালতের স্থগিতাদেশের পরেও দলীয় কার্যালয় ব্যবহার নিয়ে পুরোপুরি স্বস্তি ফেরেনি তৃণমূলের। কারণ, এরই মধ্যে দমকলের তরফে সংশ্লিষ্ট জায়গার নিরাপত্তা ও রক্ষণাবেক্ষণ নিয়ে আপত্তি জানানো হয়েছে। দমকলের নোটিসে পর্যাপ্ত রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে জায়গাটি বিপজ্জনক অবস্থায় রয়েছে বলে জানানো হয়েছে। সেখানে কাজ বা যাতায়াত করা মানুষদের নিরাপত্তা নিয়েও আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে। দমকলের তরফে ওই অংশগুলি অবিলম্বে খালি করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। নতুন করে প্রয়োজনীয় শংসাপত্র না পাওয়া পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট জায়গা ব্যবহার করা যাবে না বলেও জানানো হয়েছে। ফলে একদিকে বিলবোর্ড খোলা নিয়ে পুলিশের তদন্ত এবং একের পর এক নোটিস, অন্যদিকে পার্টি অফিস ব্যবহারের ক্ষেত্রে দমকলের আপত্তি;সব মিলিয়ে ক্যামাক স্ট্রিটের ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাপ আরও বাড়ল তৃণমূলের উপর। এদিকে হুমায়ুন কবীরকে ৯ সেপ্টেম্বর থানায় হাজির হয়ে তদন্তে সহযোগিতা করতে বলা হয়েছে। ওই দিনের জিজ্ঞাসাবাদে ক্যামাক স্ট্রিটের ঘটনার সঙ্গে তাঁর কী যোগ রয়েছে এবং ঘটনাস্থলে তাঁর ভূমিকা কী ছিল, সে বিষয়ে পুলিশ তথ্য জানতে চাইতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। তবে তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগের বিষয়ে এখনও কোনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়নি। তদন্তের অগ্রগতির উপরই পরবর্তী পদক্ষেপ নির্ভর করবে।

একাধিক অভিযোগে ক্যানিং পশ্চিমের তৃণমূল বিধায়ক পরেশরাম দাসকে সিআইডির তলব

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ ঃ দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিং পশ্চিমের তৃণমূল বিধায়ক পরেশরাম দাসকে তলব করল রাজ্য পুলিশের গোয়েন্দা সংস্থা সিআইডি। ২০২৩ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বিরোধীদের উপর হামলা, বোমাবাজি এবং নির্বাচনে বাধা দেওয়ার মতো একাধিক অভিযোগ উঠেছিল তাঁর বিরুদ্ধে। সেই ঘটনার প্রায় তিন বছর পর এবার বিধায়ককে ভবানী ভবনে ডেকে পাঠিয়েছে সিআইডি। একই সঙ্গে তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা ধর্ষণের অভিযোগ নিয়েও তদন্ত শুরু হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। সব মিলিয়ে পরেশরাম দাসকে ঘিরে একাধিক অভিযোগের তদন্তে নতুন করে তৎপরতা শুরু করেছে তদন্তকারী সংস্থা। ২০২৩ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ক্যানিং পশ্চিম বিধানসভা এলাকায় রাজনৈতিক উত্তেজনা তৈরি হয়েছিল। সেই সময় পরেশরাম দাসের বিরুদ্ধে বিরোধী রাজনৈতিক দলের কর্মী-সমর্থকদের উপর হামলা এবং বোমাবাজির অভিযোগ ওঠে। পাশাপাশি বিরোধী প্রার্থীদের নির্বাচনে অংশ নিতে বাধা দেওয়ারও অভিযোগ করা হয়েছিল। অভিযোগ ছিল, নিজের রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে পঞ্চায়েতে নিজেদের পছন্দের সদস্য এবং প্রধানকে বসানোর চেষ্টা করা হয়েছিল। যদিও তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা সমস্ত অভিযোগ সেই সময় অস্বীকার করেছিলেন তৃণমূল বিধায়ক। এরই মধ্যে পরেশরাম দাসের বিরুদ্ধে এক মহিলার আনা ধর্ষণের অভিযোগকে কেন্দ্র করে নতুন করে বিষয়টি সামনে আসে। ওই মহিলার অভিযোগ, ২০২৩ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে তাঁর স্বামীকে পঞ্চায়েত সদস্যের টিকিট পাইয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন পরেশরাম। সেই প্রতিশ্রুতির বিনিময়ে তাঁর কাছে চার লক্ষ টাকা দাবি করা হয়েছিল বলেও অভিযোগ করেন তিনি। মহিলার দাবি, তিনি টাকা দিতে অস্বীকার করায় তাঁকে আটকে রেখে নির্যাতন করা হয়েছিল। ঘটনার পর তিনি পুলিশের দ্বারস্থ হয়েছিলেন বলেও অভিযোগ করেছেন ওই মহিলা। অভিযোগকারিণীর দাবি, ঘটনার পর পুলিশের কাছে গেলেও তাঁর অভিযোগের ভিত্তিতে কোনও মামলা দায়ের করা হয়নি। ফলে দীর্ঘ সময় ধরে বিষয়টি কার্যত অমীমাংসিত অবস্থায় ছিল বলে তাঁর অভিযোগ। প্রায় তিন বছর পর রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর ফের পুলিশের দ্বারস্থ হন ওই মহিলা। ক্যানিংয়ের এসডিপিও-র কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন তিনি। সেই অভিযোগের ভিত্তিতেই ক্যানিং থানায় মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু হয়। এবার সেই মামলার তদন্তের পাশাপাশি পরেশরাম দাসের বিরুদ্ধে ওঠা অন্যান্য অভিযোগের বিষয়টিও খতিয়ে দেখতে সক্রিয় হয়েছে সিআইডি। বিধায়ককে ভবানী ভবনে তলব করে তাঁর বক্তব্য জানার পাশাপাশি তদন্তের প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। যদিও এখনও পর্যন্ত তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগগুলি প্রমাণিত নয় এবং তদন্তের মাধ্যমে ঘটনার প্রকৃত তথ্য সামনে আসার অপেক্ষা রয়েছে। তিন বছর আগের পঞ্চায়েত নির্বাচন ঘিরে ওঠা রাজনৈতিক হিংসার অভিযোগ এবং সাম্প্রতিক ধর্ষণের অভিযোগ;দুই বিষয়কে কেন্দ্র করেই এখন তদন্তের পরিধি বাড়ছে। সিআইডির তলব ঘিরে স্বাভাবিকভাবেই রাজনৈতিক মহলে নতুন করে চর্চা শুরু হয়েছে। তবে অভিযোগের সত্যতা, ঘটনার প্রকৃত পরিস্থিতি এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের ভূমিকা তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত স্পষ্ট হবে না।

পাঁচ দিনেও নামেনি জল, হাওড়ার লিলুয়ায় বামনগাছিতে রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, হাওড়া, ৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ ঃ টানা ভারী বৃষ্টির পাঁচ দিন পরেও জল না নামায় চরম দুর্ভোগে উত্তর হাওড়ার বামনগাছি এলাকার বাসিন্দারা। মহীনাথ পাড়া-সহ বিস্তীর্ণ এলাকায় এখনও হাঁটুর উপর জল জমে থাকায় রবিবার সকালে রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান স্থানীয়রা। দ্রুত জমা জল নিষ্কাশনের পাশাপাশি এলাকার নিকাশি সমস্যার স্থায়ী সমাধানের দাবিতে সরব হন তাঁরা। স্থানীয়দের অভিযোগ, মঙ্গলবার রাতে প্রবল বৃষ্টির পর থেকেই এলাকায় জল জমতে শুরু করে। পাঁচ দিন পেরিয়ে গেলেও পরিস্থিতির বিশেষ উন্নতি হয়নি। কোথাও কোথাও জল আরও বেড়েছে বলেও দাবি তাঁদের। জল বাড়তে বাড়তে বহু বাড়ির ভিতরেও ঢুকে পড়েছে। ফলে দৈনন্দিন জীবনযাত্রা কার্যত বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। জলমগ্ন এলাকায় বিদ্যুৎ সংযোগ নিয়েও সমস্যার অভিযোগ উঠেছে। পাশাপাশি জমা জলের মধ্যে সাপের উপদ্রব দেখা দেওয়ায় আতঙ্ক আরও বেড়েছে বলে জানিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। তাঁদের দাবি, প্রতিদিন কাজের জন্য জল পেরিয়েই যাতায়াত করতে হচ্ছে। বিশেষ করে রাতের দিকে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হয়ে উঠছে। স্থানীয় বাসিন্দা রিমা মাঝির অভিযোগ, অঙ্গলবার রাতে প্রচণ্ড বৃষ্টি হয়েছিল। পাঁচ দিন হয়ে গেলেও জল নামেনি। বুধবার সকাল থেকে সি.ই.এস.সি. বিদ্যুৎ সংযোগ বন্ধ করে দিয়েছিল। বৃহস্পতিবার বিকেলে ফের বিদ্যুৎ আসে। এখন বাড়ির ভিতরেও এক কোমর জল, রাস্তাতেও একই অবস্থা। রাতে পোস্টের আলোও বন্ধ করে দেওয়া হয়। তার মধ্যে সাপের উপদ্রব রয়েছে। মানুষ প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে যাতায়াত করছেন। অথচ প্রশাসনের তরফে যথেষ্ট ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না। তাঁর আরও অভিযোগ, এলাকার বিভিন্ন জায়গার জল এসে মৈনাক পাড়ায় জমা হচ্ছে। সেখানে একটি পাম্পিং স্টেশন থাকলেও মাত্র একটি ছোট পাম্পের মাধ্যমে জল নিষ্কাশনের চেষ্টা চলছে। ফলে এত বিপুল পরিমাণ জল দ্রুত সরানো সম্ভব হচ্ছে না।রিমার কথায়, তএকটি পাম্প দিয়ে এত জল নামানো সম্ভব নয়। আরও পাম্প চালাতে হবে এবং পাম্পের সংখ্যা বাড়াতে হবে। দ্রুত জল না কমলে আমরা আরও বৃহত্তর আন্দোলনে নামব। নিকাশি ব্যবস্থা নিয়ে প্রশাসনের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন স্থানীয়রা। তাঁদের অভিযোগ, ভোটের সময় এলাকায় এসে জনপ্রতিনিধিরা জল-নিকাশি সমস্যার স্থায়ী সমাধানের প্রতিশ্রুতি দিলেও বাস্তবে তার কোনও প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে না।অন্য এক স্থানীয় বাসিন্দা বিনয় দত্ত বলেন, তআগের সরকার খারাপ ছিল বলে এতদিন বলা হয়েছে। কিন্তু সরকার পরিবর্তনের পরও প্রায় তিন মাস হয়ে গেল। তাহলে এখনও জল-নিকাশি ব্যবস্থার উন্নতি হল না কেন? একটি মাস্টার প্ল্যান করতে কত টাকা লাগে? আমাদের প্রথমে রাস্তা ঠিক করতে হবে। পাশাপাশি স্থায়ী নিকাশি ব্যবস্থাও করতে হবে।দ এদিকে রাস্তা অবরোধের জেরে কিছু সময় যান চলাচল ব্যাহত হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ। পরে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করা হয়। স্থানীয়দের দাবি, অবিলম্বে অতিরিক্ত পাম্প বসিয়ে জমা জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করতে হবে। পাশাপাশি দীর্ঘদিনের জল-নিকাশি সমস্যার স্থায়ী সমাধানে একটি সুসংহত মাস্টার প্ল্যান তৈরিরও দাবি জানিয়েছেন তাঁরা। দ্রুত দাবি পূরণ না হলে আগামী দিনে আরও বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

মোদীর ২৫ বছরের সেবা, সমর্পণ স্মরণে জয়নগরে 'সেবা সংকল্প অভিযান'

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, জয়নগর, ৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ ঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সেবা ও সমর্পণের ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে রবিবার জয়নগর বিধানসভার মায়াহাউড়িতে বিজেপির জয়নগর সাংগঠনিক জেলার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল 'সেবা সংকল্প অভিযান'। এদিনের এই কর্মসূচিকে ঘিরে মায়াহাউড়িতে বিজেপি কর্মী সমর্থকদের মধ্যে ছিল ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনা। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনের ২৫ বছরের সেবা, নেতৃত্ব ও জনকল্যাণ মূলক কর্মকাণ্ডকে সামনে রেখে এই কর্মসূচির আয়োজন বলে বিজেপি সূত্রে জানা গিয়েছে। অনুষ্ঠানে বক্তারা মোদীর নেতৃত্বে দেশের উন্নয়ন ও বিভিন্ন জনকল্যাণ মূলক প্রকল্পের কথা তুলে ধরেন। একইসঙ্গে আগামী দিনে সাধারণ মানুষের পাশে থেকে আরও বেশি করে জনসংযোগ ও জনসেবা মূলক কাজ করার জন্য দলীয় কর্মীদের আহ্বান জানানো হয়। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির রাজ্য সাধারণ সম্পাদক (সংগঠন) অমিতাভ চক্রবর্তী, সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী দীপঙ্কর জানা, বিজেপির জয়নগর সাংগঠনিক জেলার সভাপতি উৎপল নস্কর,গোসাবা বিধানসভার বিধায়ক বিকর্ণ নস্কর, জয়নগর সাংগঠনিক জেলার সাধারণ সম্পাদক অলোক হালদার-সহ রাজ্য ও জেলা স্তরের একাধিক নেতৃত্ব।

টাকীতে ছোট-বড়ো রেস্টুরেন্টে খাদ্য সুরক্ষা দপ্তরের অভিযান, পাঁচ দিনের নোটিশ নামী রেস্তোরাঁকে

দুরন্তবার্তা, সৌরভ দাশ, টাকী, ৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ ঃ রাজ্য জুড়ে পয়লা সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হয়েছে খাদ্য সুরক্ষা সপ্তাহ চলবে সোমবার পর্যন্ত। রবিবার টাকী পর্যটন কেন্দ্রে বিভিন্ন ছোট বড়ো রেস্টুরেন্টে খাবারের মান নির্ধারনের জন্য আচমকা হানা দেন খাদ্য সুরক্ষা দপ্তর ও ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তরের এক যৌথ প্রতিনিধি দল। রেস্টুরেন্ট গুলিতে খতিয়ে দেখা হয় বিভিন্ন খাদ্য সামগ্রী থেকে খাদ্য সুরক্ষা সংক্রান্ত যাবতীয় নথি।অভিযানে বেশ কিছু পচা শাকসবজি, পচা মাংস থেকে মেয়াদ উত্তীর্ণ দুধ,দই, প্যাকেট করা ভাত বাজেয়াপ্ত হয়। খাদ্য সুরক্ষা দপ্তর,ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তরের যৌথ অভিযানে সহযোগিতা করেন টাকী পৌরপ্রশাসন সহ স্থানীয় পুলিশ প্রশাসন। আপাততত বন্ধ করা হয় নামকরা রেস্তোরাঁ, পাঁচদিনের ইমপ্রুভমেন্ট নেটিশ ধরানো হয় রেঁস্তোরায়। খাদ্য সুরক্ষা আধিকারিক ড অপরাজিতা মজুমদার, আমরা চাইছি না কারো ব্যবসা বন্ধ করে দিতে, পাশাপাশি এটাও চাইছি না যে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ এরপর থেকে এমন কিছু খাবার খাক যেটা খাদ্য সুরক্ষা বিধি না মেনে হচ্ছে। সে কারনেই পাঁচদিনের ইমপ্রুভমেন্ট নেটিশ দেওয়া হয়েছে রেস্তোরাঁয় । তিনি বলেন,এই অভিযানে তারা যে সমস্ত জায়গায় গিয়েছেন সেখানে কোথাও পচা শাকসব্জী উদ্ধার হয়েছে যা প্রায় এক মাসের অধিক সময়ের পুরানো বলেই অনুমান,কোথাও বা মাংস কবে তৈরি তা মালিক পক্ষ নিজেরাও বলতে পারেনি । তিনি বলেন, স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে কথা বলে পাঁচ দিনের জন্য বন্ধ করা হয়েছে, তার মধ্যে গাফিলতি ঠিক করে, সেইসব কাগজপত্র দেখাতে পারলে পুনরায় তদন্ত হবে তারপর ই পরবর্তী সিদ্ধান্ত নির্ধারন হবে। মানুষের সুরক্ষার স্বার্থে আগামীদিনেও এই কর্মসূচী চলতে থাকবে বলে জানান এই আধিকারিক।

গেরুয়া পতাকা হাতে নিলেই বিজেপির প্রার্থী হওয়া যাবে না - বার্তা দিলেন শমীক ভট্টাচার্য

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ ঃ কলকাতা, হাওড়া সহ বেশ কয়েকটা পৌরসভায় নির্বাচন সামনে। শুরু হয়েছে প্রার্থী হওয়ার লড়াই। এই সময় গেরুয়া পতাকা হাতে নিয়ে অনেকেই মাঠে নেমে পড়েছেন প্রার্থী হওয়ার জন্য। আর তাদেরই সাবধানবাণী শোনালেন বিজেপির রাজ্য সম্পাদক শমীক ভট্টাচার্য। শনিবার বারাসতের রবীন্দ্রভবনে বিজেপি শিক্ষক সেলের আয়োজিত শিক্ষক দিবসের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে গিয়েছিলেন তিনি। সেখানকার বক্তব্যে তাঁর নিশানায় ছিলেন সম্প্রতি দলে আসা কয়েকজন 'স্বঘোষিত নেতা'। উল্লেখ্য, এর আগে পুরভোটের প্রার্থী সম্পর্কে দলের সাংসদ তথা প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারের মন্তব্য ছিল, 'জিততে পারলেই টিকিট মিলবে।' এদিন শমীকের বক্তব্য ঠিক তার বিপরীত। শমীকের কথায়, 'কিছু মানুষ হঠাৎ বিজেপির পতাকা নিয়েছে, গেরুয়া আবির লাগিয়েছে। আগে তার যে দল, তৃণমূল কংগ্রেস, সেই দলে ভাগ নিয়ে তাদের যে গন্ডগোল, তার জন্য পাথর, ইট-বালি ছুড়ছে, বাড়ি ভাঙছে। তারাই নিজেকে এমনভাবে প্রজেক্ট করছে যেন ভবিষ্যতের প্রার্থী।' এমন দাবির প্রেক্ষিতে তাঁর সাফ মন্তব্য, 'তাঁরা সবাই অপ্রাসঙ্গিক। মানুষ তো তাঁদের বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছে।' শুধু প্রার্থী হওয়ার দৌড় নয়, 'দখলদারি'র রাজনীতির বিরুদ্ধেও বার্তা দিয়েছেন শমীক। তাঁর বক্তব্য, 'মানুষ দখলদারির রাজনীতি বন্ধ করার জন্য আমাদের ভোট দিয়েছেন। মানুষ আমাদের ভোট দিয়েছেন জামার ভিতরের মানুষটাকে পরিবর্তন করার জন্য, জামা পরিবর্তন করার জন্য নয়।' বিজেপির পতাকা ব্যবহার করে পুজো কমিটি দখল বা পুজো বন্ধের চেষ্টা হলে তা আটকানোর নির্দেশ দেন শমীক। পুরনো নেতা-কর্মীদের ক্ষেত্রেও ছাড় নেই, তা জানিয়ে শমীকের বক্তব্য, 'তোলাবাজির সংস্কৃতি চলতে দেওয়া হবে না।' এরপরই তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব নিয়ে কটাক্ষ করে বিজেপি রাজ্য সভাপতির মন্তব্য, 'তৃণমূল তৃণমূলকে ডিম মারছে। যারা ডিম ছুড়ছে, তারা ভাগে কম পেয়েছে।' পুলিশের মেটাল ডিটেক্টর থাকলেও 'ডিম ডিটেক্টর' নেই, এই রসিকতাও করেন তিনি। তবে তাঁর বার্তা, 'এর বাইরে আমাদের বেরিয়ে আসতে হবে।' এনসিপি নিয়ে প্রশ্ন এড়িয়ে শমীক বলেন, 'তারা এনডিএ-র শরিক। এনডিএ-তে তাদের স্বাগত জানানো হয়েছে। তবে তাদের ভবিষ্যৎ তারাই বলতে পারবে।'

থাইল্যান্ডে আন্তর্জাতিক যোগাসন প্রতিযোগিতায় পূর্বস্থলীর পিয়ালীর সাফল্য, জিতল রৌপ্য পদক

দুরন্তবার্তা, প্রসেনজিৎ দেবনাথ, পূর্বস্থলী, ৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ ঃ পূর্ব বর্ধমানের পূর্বস্থলী ২ ব্লকের কালেখাঁতলা-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত সরডাঙ্গা গ্রামের কন্যা পিয়ালী দাস আন্তর্জাতিক মঞ্চে উজ্জ্বল করল বাংলার মুখ। থাইল্যান্ডের রাজধানী ব্যাংককে অনুষ্ঠিত যোগাসন স্পোর্টস চ্যাম্পিয়নশিপ-২০২৬ প্রতিযোগিতায় ৯ থেকে ১০ বছর বয়স বিভাগে অংশ নিয়ে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে পিয়ালী। এই আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া এবং শ্রীলঙ্কার প্রতিযোগীদের সঙ্গে কঠিন লড়াইয়ের মধ্যে নিজের অসাধারণ দক্ষতা প্রদর্শন করে রৌপ্য পদক জয় করে পিয়ালী। তার এই সাফল্যে খুশির হাওয়া বইছে গোটা সরডাঙ্গা গ্রাম ও পূর্বস্থলী এলাকাজুড়ে। পিয়ালী ধীতপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণির ছাত্রী। ছোটবেলা থেকেই যোগাসনের প্রতি তার গভীর আগ্রহ ছিল। নিয়মিত অনুশীলন ও কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে সে আন্তর্জাতিক স্তরের এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের সুযোগ পায়। সীমিত আর্থিক সামর্থ্যের মধ্যেও পরিবারের সহযোগিতা ও নিজের একাগ্রতার জোরে আজ সে এই সাফল্যের শিখরে পৌঁছেছে।পিয়ালীর বাবা পেশায় একজন দিনমজুর। আর্থিক প্রতিবন্ধকতা থাকা সত্ত্বেও মেয়ের স্বপ্ন পূরণে তিনি সবসময় পাশে থেকেছেন। মেয়ের এই কৃতিত্বে পরিবারের সদস্যদের পাশাপাশি বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকারা অত্যন্ত গর্বিত ও আনন্দিত। পিয়ালীর এই আন্তর্জাতিক সাফল্যের খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকাবাসী, বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এবং বিভিন্ন মহল থেকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দনের বন্যা নেমেছে। অনেকেই মনে করছেন, উপযুক্ত প্রশিক্ষণ ও সরকারি সহযোগিতা পেলে ভবিষ্যতে পিয়ালী আরও বড় সাফল্য এনে দিতে পারবে দেশ ও রাজ্যকে। পূর্বস্থলীর প্রত্যন্ত গ্রামের এক সাধারণ পরিবারের মেয়ের এই অসাধারণ অর্জন নিঃসন্দেহে আগামী প্রজন্মের কাছে অনুপ্রেরণার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
৩১ বর্ষ, দৈনিক ২৭৭ সংখ্যা, সোমবার , ২০ ভাদ্র, ১৪৩৩

বিদ্রোহী সুরকার

সুন্দরবন এলকার কৃষকরা তাঁকে নিরাপদ আশ্রয়ে রেখেছিলেন কারণ তাঁর নামে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি হয়েছে। আন্ডারগ্রাউন্ডে থেকেও গানে, কবিতায় নাটকে দিন বদলের স্বপ্ন দেখতেন, আক্ষরিক অর্থেই সলিল চৌধুরী মানে পথে এবার নামো সাথী। ১৯৫২ সালের এক সন্ধ্যায় বম্বের দাদার স্টেশনে নেমেছিলেন এক বাঙালি তরুণ। একমাথা ঝাঁকড়া চুল, আপাত নিরীহ তরুণের চোখ মুখের অভিব্যক্তিতে আত্মবিশ্বাস চুঁইয়ে পড়েছে। সে কবিতা লেখে, বাঁশি- পিয়ানো বাজায়,গান লিখে সুর দেয়, রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে গভীর যোগ। আবার তিনি গীতিকার, সংগীত পরিচালক, সুরকার, লেখক, কবি-একটি নাম। অনেক পরিচয় ।সলিল চৌধুরীর কেরিয়ারের খুব বড় ব্রেক 'দো বিঘা জমিন'। সলিলের কাহিনির উপর নির্ভর করে বিমল রায় এই ছবি বানিয়েছিলেন। অসাধারণ সংগীত এই ছবির, ভারতীয় ফিল্মের ইতিহাসে প্রথম ফিল্মফেয়ার প্রাপ্ত ছবি! বাংলা গানে সলিল-ম্যাজিক দেখা গিয়েছে। হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ও লতা মঙ্গেশকরকে দিয়ে তিনি নানা ধরনের গান গাইয়েছেন। সুরের পরীক্ষা-নিরীক্ষা, তাল-লয়-ছন্দের বৈচিত্র্য, মিউজিক অ্যারেঞ্জমেন্ট ইত্যাদিতে বাংলা ডিস্কসঙের পরিসীমা তিনি অনেক দূর বাড়িয়ে দিতে পেরেছিলেন। হেমন্ত- সলিল যুগলবন্দীর অবিস্মরণীয় সৃষ্টি কালজয়ী সেই গান ; 'কোন এক গাঁয়ের বধূর কথা তোমায় শোনাই শোনো রূপকথা নয় সে নয়, জীবনের মধুমাসের কুসুম ছিঁড়ে গাঁথা মালা শিশিরভেজা কাহিনী শোনাই শোনো'। সেদিন সলিল চৌধুরীর কোনও গানই হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের মনে দোলা দিচ্ছিল না। তিনি বোধহয় বুঝে গিয়েছিলেন আজ আর কিছু হবে না,অন্য একদিন আসবেন বলে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের বাড়ির সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমেও গিয়েছিলেন। কখন আবার ওপরে উঠে এসেছেন। হেমন্ত শুনছিলেন সলিল চৌধুরী গুনগুন করে গাইছিলেন; সব শুনে অসম্ভব খুশি হয়ে হেমন্ত সলিল চৌধুরীকে বলেছিলেন, সুর সত্যিই অপূর্ব,গানের কথাও সুন্দর,তবে এসব গান কাহিনীভিত্তিক, এমন গানে একটা রেকর্ড হলে ভাল,কিন্তু তাঁর গানে একটা পিঠ ভর্তি হবে, বাকি পিঠটা ভরাতে তিনি বরং আরও কিছু কথা জুড়ে গানটা আরও বাড়িয়ে দিন। আরও কিছু প্রস্তাবটা সলিল চৌধুরীর মনে ধরেছিল। গানের কথা বাড়িয়ে তিনি হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের কাছে গানটা তুলে দিয়েছিলেন, এবার প্রস্তাব গেল গ্রামাফোনের কর্তাদের কাছে। তারা গানটি লুফে নিলেন, রেকর্ডিং হল দ্রুত,রেকর্ডটি বাজারে আসার পর প্রবল জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। বাকিটা ইতিহাস। সলিল চৌধুরী ১৩টি ভাষায় কাজ করেছেন। এর মধ্যে হিন্দি ছবির সংখ্যাই ৭৫টি। বাংলাছবি ৪১টি। ২৭টি মালয়ালম ছবিতে তাঁর প্রতিভার স্বাক্ষর রয়েছে। এছাড়াও তিনি মারাঠি, তামিল, তেলুগু, কন্নড়, গুজরাটি, ওড়িয়া ও অসমীয়া ছবিতেও সুর দিয়েছেন।সলিল চৌধুরীর জীবনে যেমন একের মধ্যে অনেক সৃজনশীলতা তেমন সেই জীবনে অনেক বাঁক। তাঁর শিল্পীসত্তা আকর্ষণ করেছিল জ্যোতিকে। নিজেও শিল্পীমনের ধারক,তাঁর মাধ্যম রং- তুলি। ক্রমেই সুরের সাথে রংয়ের কাছাকাছি আসা। সলিলের ঘরণি হলেন জ্যোতি। সলিল সংসার পেতেছেন, জ্যোতি সেই সংসারকে দু- হাতে আগলেছেন।

স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ভারতীয় তথা বাঙালি উপাচার্য সরল গণিতের ভূমিকায় লিখেছিলেন বাংলা ভাষা সুন্দর;এর ভাব প্রকাশের শক্তির কোনও অভাব নেইঃতাহলে গণিতের তত্ত্ব অনুধাবন করতে অন্য ভাষার আশ্রয় নিতে হবে কেন? তাঁর নাম কি আপনি জানেন? প্রখ্যাত আইনজীবী,স্বনামধন্য বিচারপতি, কৃতী উপাচার্য গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবন আকর্ষিত করে গণিত অনুরাগীদের। ছাত্র জীবনে গুরুদাস কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের যেসব পরীক্ষায় অংশ নিয়েছেন প্রতিটিতে তিনি শীর্ষস্থান অর্জন করেছিলেন। স্কুল জীবনে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ প্যারীচরণ সরকারের সান্নিধ্য ও উপদেশ পেয়েছেন। গুরুদাস সম্বন্ধে বরাবর উচ্চ ধারণা পোষণ করতেন প্যারীচরণ সরকার। ভবিষ্যতে সেই ধারণা সঠিক বলে প্রমানিত হয়। স্নাতকোত্তর স্তরে গুরুদাস গণিতে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্বর্ণপদক লাভ করেন। ১৮৬৬সালে তিনি বি এল পরীক্ষার্থীদের মধ্যে প্রথম স্থান দখল করেন। ১৮৭৬সালে আইনের সাম্মানিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরের বছর উচ্চ প্রশংসিত দুটি থিসিসের জন্য 'ডক্টর অফ ল' ডিগ্রিতে ভূষিত করা হয় তাঁকে। ১৮৮৮সালে তিনি কলকাতা হাইকোর্টের কার্যনির্বাহী বিচারক হিসেবে নিযুক্ত হয়েছিলেন। কৃতিত্বের সঙ্গে ষোলো বছর নিজের মেধা ও প্রজ্ঞার সাহায্যে বিচারকের মহান দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। কর্মজীবন শুরু হয়েছিল গণিতের অধ্যাপক হিসেবে,শিক্ষার বিকাশে যে কোনও কাজে সহায়তা করতে নিজের অন্তরে তৃপ্তি পেতেন। যদিও আইন ছিল তাঁর রুজি-রোজগারের মাধ্যম কিন্তু শিক্ষা ছিল তাঁর হৃদ মাঝারে। শিক্ষার কাজে অতিবাহিত করার জন্য ১৯০৪সালে বিচারকের পদ থেকে অবসর নিয়েছিলেন। 'সরল গণিতের' নাম ভূমিকায় স্যার গুরুদাস লিখেছিলেন বাংলা ভাষা সুন্দর;এর ভাব প্রকাশের শক্তির কোনও অভাব নেই। তাহলে গণিতের তত্ত্ব অনুধাবন করতে অন্য ভাষার আশ্রয় নিতে হবে কেন? শিক্ষার সম্পূর্ণ জাতীয়করণ আন্দোলনে গুরুদাস ছিলেন এক শিষ্যস্থানীয় ব্যক্তিত্বঃ 'ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ এডুকেশনের' তিনি ছিলেন সহ সভাপতিদের একজন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সঙ্গে তাঁর নিবিড় সংযোগের কথা সবাই জানেন। বাংলা ভাষার মাধ্যমে পঠন-পাঠনের জন্য তিনি উপাচার্য থাকার সময় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা ও পরীক্ষার বিষয় হিসেবে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত করেন।

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর

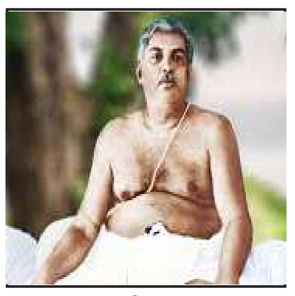

সন্তানদের জাগিরত হতে হবে। একযোগে কাজ করতে হবে। মনের মধ্যে অপরাধবোধকে দূর করতে হবে। মায়ের সাধনা করতে হবে। তন্ত্র সাধনার দ্বারা মাকে জয় করতে হবে। জয়ী হওয়ার বাসনা নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। মায়ের কাছ থেকে সেই জয়ের শক্তি গ্রহণ করতে হবে। মা সেই শক্তি সবাইকে দিয়ে থাকেন। মা কাউকে নিরাশ করেন না। তিনি সবাইকে সমানভাবে শক্তি দিয়েছেন। মায়ের কাছ থেকে শক্তিকে সঞ্চয় করে শরীরে ধারন করতে হবে। মা তার সঠিক উপায় বলে দেবেন। শক্তিকে সঠিকভাবে পরিচালিত করতে হবে।

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলতেন, আদর্শই দেশকে পারে বাঁচাতে। নাহলে গোটা দেশটা একেবারে ধ্বংসে পথ ধরে এগিয়ে চলতে থাকবে। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব চেয়েছিলেন, দেশের তরুণরা আত্মনির্ভরতার ওপরে ভরসা করে এগিয়ে যাক। এটা একটি দীর্ঘ কালীন পরিকল্পনা মানুষের মধ্যে গড়ে উঠুক। আত্মনির্ভরতা দিকে বিপদ থেকে উদ্ধার পেতে হবে। আত্মনির্ভরতা করতে মনে শক্তির সঞ্চয় বৃদ্ধি করতে হবে। শক্তি সম্পদ কীভাবে বাড়ানো যেতে পারে তার দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। নিজের শক্তি সম্পত্তি বৃদ্ধি করতে পারলেই দেশের শ্রীশক্তি সম্পদ বৃদ্ধি হবে। এটা ঠাকুর বারবার বলতেন। তিনি পড়াশুনাকে সম্পদ হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। ভালো পড়াশুনা করার প্রয়োজন রয়েছে। হাতের কাজ শেখা থেকে শুরু করে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের মধ্যেও সম্পদ সৃষ্টি করা সম্ভব বলে তিনি ব্যাখ্যাও দিয়েছেন। লেখাপড়া সম্পদ সৃষ্টি করার প্রথম ধাপ বলে তিনি মনে করতেন। শিক্ষা গ্রহণ করে নিজেকে শক্ত খুঁটি ওপরে দাঁড় করানোর কথা ব্যক্ত করেছেন। করে তুলে হবে।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ও আইনস্টাইন

কৌশিক দাস

আইনস্টাইন এবং রবীন্দ্রনাথ । অ্যালবার্ট আইনস্টাইন ১৯৩০ সালের ১৪ জুলাই নোবেলজয়ী সহকর্মী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাথে জার্মানিতে তাঁর বাড়িতে সাক্ষাৎ করেন। দুটি মন বিজ্ঞান, ধর্ম এবং দর্শনের ধারণাগুলি আবিষ্কার করেছিল।

রবীন্দ্রনাথ ও আইনস্টাইনের মধ্যকার কথোপকথন ছিল সেদিনের এরকমঃ

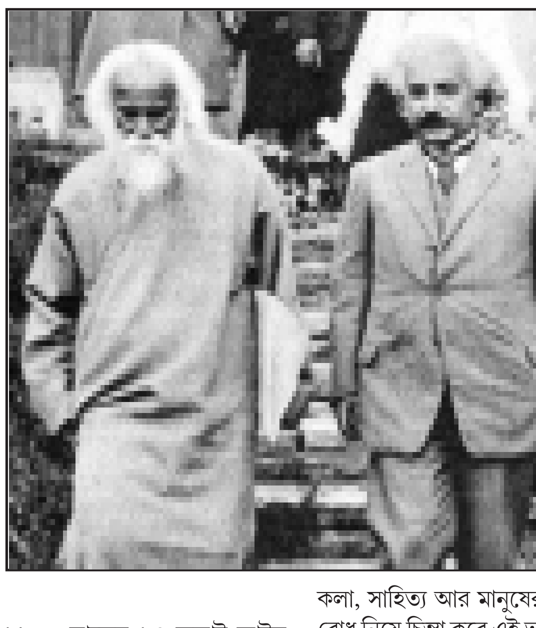

১৯৩০ সালের ১৪ জুলাই আইন স্টাইন তাঁর বার্লিনের বাড়িতে রবীন্দ্রনাথকে আমন্ত্রণ করেন। স্বাভাবিকভাবেই দুজন জ্ঞান নক্ষত্র যখন এক সাথে হয়, তখন গভীর আলোচনা হবেই। তাঁরাও আলো চনা করেছিলেন মানব ইতিহাসের গভীর ও জটিল কিছু বিষয় নিয়ে। আলোচনার বিষয় ছিলো সত্য, সুন্দর ও চেতনা নিয়ে। একজন জগত সেরা বিজ্ঞানী, আরেকজন অন্তর্জগত নিয়ে ভাবা একজন দার্শনিক। তাদের দুজনের কথোপকথন ছিলো ইতিহাসের পাতায় নাম লেখানোর মতো। নিচের কথোপথনটি (cience and the Indian Tradition- When Einstein Met Tagore বইটির অংশ বিশেষ। ব্রেইন পিকিন্স এর ওয়েবসাইটে প্রকাশিত সেই অংশ বিশেষের অনুবাদ নিচের লেখাটি।

রবীন্দ্রনাথঃ আপনি গণিত দিয়ে স্থাল-কাল ব্যাখ্যা করতে ব্যস্ত আছেন। আর আমি এ দেশে এসে চিরন্তন জগত ও বাস্তবতার জগত সম্বন্ধে লেকচার দিচ্ছি। আইন স্টাইনঃ আপনি কি মনে করেন স্বর্গ পৃথিবী থেকে আলাদা কোনো বস্তু? রবীন্দ্রনাথঃ না, আলাদা নয়। মানুষের আচরণেই মহাবিশ্বের রূপ ধরা পড়ে। এমন কিছু নেই যা মানুষ দিয়ে বোঝা যায় না। এ থেকে বোঝা যায় মানব সত্য মহাবিশ্বের সত্য এক। আমি এ ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করার জন্যে বিজ্ঞানের একটা দিক উদাহরণ হিসেবে নিয়েছি। বস্তু ইলেকট্রন-প্রোটন দিয়ে গঠিত। যদিও আপাতদৃষ্টিতে বস্তুকে কঠিন মনে হয়, এর ভেতরটা ফাঁকা। একইভাবে মানবতা এমন অনেক স্বতন্ত্র মানুষ দিয়ে তৈরি। কিন্তু তাদের মাঝে এক ধরণের ভেতরকার যোগসূত্র আছে, যা এই পৃথিবীকে একতাবদ্ধ করে। আমি কলা, সাহিত্য আর মানুষের ধর্মীয় বোধ নিয়ে চিন্তা করে এই ভাবনাটি পেয়েছি।

আইনস্টাইনঃ মহাবিশ্ব সম্বন্ধে দুই ধরনের ধারণা দেয়া যায়। এক ধরনের ধারণা যেখানে পৃথিবী মানুষের উপর নির্ভরশীল। আরেক ধরনের ধারণা যেখানে পৃথিবী মানুষ থেকে স্বাধীন।

রবীন্দ্রনাথঃ যখন মহাবিশ্ব মানুষের সাথে একাত্ম হয়ে যায়, তখন তা আমরা পরম সুন্দর ও সত্য হিসেবে অনুভব করি। আইনস্টাইনঃ এটা তো মানুষ নির্ভর মহাবিশ্বের ধারণা। রবীন্দ্রনাথঃ এটা ছাড়া আর কোনো ধারণা থাকতে পারে না। এই পৃথিবী মূলত মানুষের পৃথিবী। পৃথিবী সংক্রান্ত বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিও একজন বৈজ্ঞানিক মানুষের দৃষ্টি। সত্যের কিছু কার্যকারণ ও উপ ভোগের মাপকাঠি আছে। পরম মানুষ আমাদের অভিজ্ঞতার মাধ্যমে অভিজ্ঞতা লাভ করে। আইনস্টাইনঃ এটা মানব সত্তার অনুধাবন। রবীন্দ্রনাথঃ হ্যাঁ। একটি একক পরম সত্তা। আমাদের আবেগ ও কাজকর্মের মাধ্যমে একে অনুভব করতে করতে হবে। আমরা আমাদের সীমাবদ্ধতার মাধ্যমে বুঝতে পারি পরম সত্তার কোনো সীমাবদ্ধতা নেই। বিজ্ঞান ব্যক্তি সত্তা নিয়ে চিন্তিত নয়। বরং বিজ্ঞান বিশ্ব সত্তা নিয়ে ভাবে এবং সত্য কখনোই ব্যক্তিগত বিষয় নয়। ধর্ম এই সত্যকে বোঝে। এই সত্য তাদের সবাইকে এক সুতোয় গাঁথে। ব্যক্তি সত্তা বিশ্ব সত্তায় রূপ নেয়। ধর্ম সত্যে মূল্য যোগ করে। আমরা সত্যকে ভালো হিসেবে জানি কারণ আমরা সত্যের সাথে একাত্ম অনুভব করি। আইনস্টাইনঃ তাহলে সত্য কিংবা সুন্দর কি মানুষের উপর অনির্ভরশীল? রবীন্দ্রনাথঃ না। আইনস্টাইনঃ যদি মানুষ বলে কিছু না থাকে তাহলে এপোলো ভেলভেদেরকে আর সুন্দর বলা যাবে না। রবীন্দ্রনাথঃ না। আইনস্টাইনঃ আমি সুন্দরের ক্ষেত্রে এ ব্যাপারটা মানতে পারি। কিন্তু সত্যের ক্ষেত্রে এ ব্যাপারটি মানতে রাজি নই। রবীন্দ্রনাথঃ কেন নয়? সত্যের উপলব্ধি তো মানুষের মাধ্যমেই আসে। আইনস্টাইনঃ আমি আমার ধারণা সঠিক প্রমাণ করতে পারবো না। কিন্তু এটাই আমার ধর্ম। রবীন্দ্রনাথঃ সুন্দর হলো তা যা বিশ্ব সত্তার সাথে একাত্ম। আর বিশ্বমনকে পুরোপুরি বোঝা গেলে তখনই তা সত্য। আমরা প্রত্যেকে ভুল-ভ্রান্তি, অভিজ্ঞতা ও নিজস্ব সীমাবদ্ধতার মধ্য দিয়ে সত্যকে জানতে পারি। সত্যকে জানার আর অন্য কোনো উপায় কি থাকতে পারে? আইনস্টাইনঃ সত্যকে অবশ্যই মানব অভিজ্ঞতা থেকে স্বাধীন হতে হবে। আমি এটা বৈজ্ঞানিক ভাবে প্রমাণ করতে পারবো না। কিন্তু এটা আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, আমি বিশ্বাস করি পিথাগোরাসের তত্ত্ব এমনিতেই সত্য। এতে মানব অভিজ্ঞতার কোনো দরকার নেই। যদি মানুষ ছাড়া কোনো বাস্তবতা থেকে থাকে, তাহলে সেই বাস্তবতার সাপেক্ষে আরেকটা বাস্তবতা থাকবে। প্রথমটাকে অস্বীকার করা মানে দ্বিতীয়টাকেও অস্বীকার করা।

রবীন্দ্রনাথঃ যে সত্য বিশ্ব সত্তার সাথে একীভূত, কেবল তাকেই সত্য বলা যায়। নতুবা আমাদের নিজস্ব সত্য, যা বৈজ্ঞানিক সত্য বলা হয়, যা যুক্তি চিন্তার মাধ্যমে পাওয়া যায় তা সত্য হতে পারে না। ভারতীয় দর্শনে ব্রাহ্মণ বলে একটা কথা আছে যার মানে হলো পরম সত্য। আমাদের স্বতন্ত্র ব্যক্তি গত মন নিয়ে তা কখন পাওয়া যায় না। এ সত্যকে পেতে হলে অসীমের সাথে বিলীন হতে হবে। কিন্তু এ ধরণের সত্য বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত নয়। আমরা এখানে যে সত্য নিয়ে আলোচনা করছি তা হলো মানব মনের কাছে যা সত্য বলে প্রতিভাত হয় তা। একে মায়া বা ভ্রম বলা যেতে পারে।

আইনস্টাইনঃ তাহলে আপনার মতানুযায়ী যা হয়তো ভারতীয় ধারণা তা হলো এই মায়া কোনো ব্যক্তি কেন্দ্রিক নয়, বরং পুরো মানব সমাজের। রবীন্দ্রনাথঃ এই পুরো প্রজাতিই একটি মূলের অন্তর্ভুক্ত, তা হলো মানবতা। তাই পুরো মানব মন একসাথে সত্যকে অনুভব করে। আর সেখানে ভারতীয় মন ও ইউরোপীয় মন একসাথে মিলিত হয়। আইন স্টাইনঃ জার্মান ভাষায় প্রজাতি বলতে পুরো মানব জাতিকে বোঝায়। এমনকি বনমানুষ ও ব্যাঙকেও প্রজাতি বলে। রবীন্দ্রনাথঃ বিজ্ঞানে আমরা আমাদের ব্যক্তিগত সীমাবদ্ধতাকে পেরিয়ে সত্য এমন রূপে পৌঁছি যা আছে বিশ্ব মানবের মনে।

আইনস্টাইনঃ মূল সমস্যা হলো সত্য আমাদের চেতনা থেকে স্বাধীন নাকি নির্ভরশীল এটা নিয়ে। রবীন্দ্রনাথঃ আমরা যাকে সত্য বলছি তা সাবজেক্টিভ ও অবজেক্টিভ দৃষ্টিভঙ্গির যৌক্তিক সঙ্গম, যা শুধু মাত্র সুপার হিউম্যান দ্বারাই সম্ভব। আইনস্টাইনঃ আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনেও মানুষ থেকে স্বাধীন বাস্তবতা অনুভব করি। আমরা আমাদের অনুভবগুলো ঠিকভাবে কাজ করানোর জন্য এটা করি। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, যদি এই ঘরে কেউ না থাকে, তবুও টেবিলটা তার জায়গায় বিদ্যমান থাকবে।

রবীন্দ্রনাথঃ হ্যাঁ, এটা ব্যক্তি মনের বাইরে থাকে, কিন্তু বিশ্ব মনের বাইরে থাকে না। আমার যে চেতনা দিয়ে আমি টেবিলের অস্তিত্ব উপলব্ধি করি, সেই একই ধরনের চেতনা দিয়ে টেবিলের অস্তিত্ব বোঝা সম্ভব। আইনস্টাইনঃ রুমে কেউ না থাকলেও টেবিলের অস্তিত্ব থাকে। কিন্তু আপনার দৃষ্টিকোণ থেকে এটা গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ আমরা আমাদের অস্তিত্ব ছাড়া টেবিলের উপস্থিতি বলতে কী বোঝায় তাই আসলে বুঝি না। আমাদের অস্তিত্ব ছাড়া সত্যকে আমরা ব্যাখ্যা বা প্রমাণ করতে পারি না। এই বিশ্বাস আমাদের থেকে শুরু করে সবার ছিল। এই বিশ্বাস আমাদের জন্য প্রয়োজনীয়। যদিও আমরা জানি না আমাদের অভিজ্ঞতা ও মনের বাইরের বাস্তবতা বলতে আসলে কী বোঝায়! রবীন্দ্রনাথঃ বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে টেবিল যে একটি কঠিন বস্তু তা হলো একটি দৃশ্যমান অনুভূতি। তাই মানব মন বলে কিছু না থাকলে টেবিলের বাস্তবতা বলে কিছু থাকতো না। এটা স্বীকার করতে হবে যে, আমাদের বস্তু জগত অসংখ্য বিচ্ছিন্ন ঘূর্ণায়মান তড়িৎ শক্তির কেন্দ্রের দ্বারা তৈরি।

সত্যের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় দ্বন্দ্ব হলো বিশ্ব মন এবং আমরা ব্যক্তি মন আসলে এক। এই দুইয়ের মধ্যে মিল ঘটানোর চেষ্টা চলছে বিজ্ঞান, দর্শন ও আমাদের মূল্যবোধের ।

কথা সাহিত্যিক প্রেমেন মিত্র

সুজিত বোস

কোনও কাজে নিজেকে টানা জড়িয়ে রাখতে পারতেন না। অনেকটা শিবরাম চক্রবর্তীর মত স্বভাব। স্বয়ং শিবরাম প্রায়ই তাঁর সম্পর্কে বলতেন, প্রেমেনের মতো মিত্র হয় না। ছাত্রাবাসে ব্রিটেনের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হত সেই কাজে তাঁকে ডাকা হল। স্বদেশপ্রেমিক মেরুদণ্ড সোজা মানুষ প্রেমেন মিত্র অস্বীকার করলেন। অক্সফোর্ড মিশন কর্তৃপক্ষের কাছে এই অপরাধ ক্ষমার নয় বিতাড়িত করা হল তাঁকে। তাতে কি আসে যায় প্রেমেন্দ্র মিত্রের মত সব্যসাচী লেখকের।

ডাক্তারি পড়বেন বলে ঢাকা গিয়ে ভর্তি হতে চেয়েছিলেন ঢাকা'র মেডিকেল স্কুলে । কিন্তু সেখানে অগ্রাধিকার দেওয়া হত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের। প্রেমেন্দ্র মিত্রের নাম থাকল অপেক্ষামানদের তালিকায়। অপেক্ষা না করে ভর্তি হলেন ঢাকার জগন্নাথ কলেজের বিজ্ঞান বিভাগে। কলকাতা থেকে বাড়ি ভাড়ার টাকা আসত,অর্থাভাব ছিল না। সাহিত্য চর্চার উৎসাহ শামিত রেখে মন দিয়েছিলেন প্রাতিষ্ঠানিক লেখাপড়ায়। ঢাকা শহর প্রেমেন্দ্রের হৃদয় জিতলেও ১৯২৪সালে তিনি বারবার কল কাতায় ছুটে এসেছেন সাহিত্য ও পত্রিকার টানে। কলেজে যাওয়ার বদলে প্রায়ই চলে যেতেন চিড়িয়াখানায়। ইচ্ছা হল কলার পরিবর্তে বিজ্ঞান পড়লে হয়,ছেড়ে দিলেন স্কটিশ চার্চ,ভর্তি হলেন সাউথ সুবার্বন কলেজের বিজ্ঞান শাখায়। সেই ছেলের কল্পনার দ্বার খুলে দিয়েছিল একটা জীর্ণ পোস্ট কার্ড, ১৯২৩-এর নভেম্বর মাসে কলকাতার এক মেসে সাধারণ সেই পারিবারিক চিঠি পেয়েছিলেন বাংলা সাহিত্যের কালজয়ী লেখক প্রেমেন্দ্র মিত্র। সারারাত জেগে বসে মধ্যবিত্তের জীবন নিয়ে লিখে ফেললেন দুটি গল্প কিছু যাদের নেই,-যারা কেউ নয়, তাদের সেই শূন্য একরঙা ফ্যাকাশে জীবনের গল্প কি হতে পারে না? হোক বা না হোক তাদের কথা লিখব বলে কাগজ কলম নিয়ে বসলাম। দুটি গল্প বিখ্যাত পত্রিকা 'প্রবাসী'তে পাঠিয়ে ঢাকা শহরে চলে এলেন। সেখানে বসে খবর পেলেন 'প্রবাসী'র ১৯২৪-এর মার্চ ও এপ্রিল মাসে দুটি গল্প প্রকাশিত হয়েছে। গল্প দুটি হল 'শুধু কেরাণী' ও 'গোপনচারিণী'। তখন 'প্রবাসী'র মত এলিট পত্রিকায় একজন তরুণ লেখকের গল্প প্রকাশিত হওয়া অবিশ্বাস্য সৌভা গ্যের বিষয়। বলা বাহুল্য 'প্রবাসী'তে গল্প প্রকাশিত হওয়ায় প্রেমেন্দ্র মিত্রের পরিচিত বাড়ল। 'কল্লো লের' ১৩৩১-এর বঙ্গাব্দের বৈশাখ সংখ্যায় 'শুধু কেরাণী'গল্পের সপ্রশংস সমালোচনা প্রকশিত হল। ১৯২৫ সালটি অবশ্য প্রেমেন্দ্র মিত্রের কলকাতায় প্রত্যাবর্তনের কাল, ফিরে যাওয়ার পরিকল্পনা থাকলেও ঢাকায় আর ফিরলেন না। বাল্যবন্ধুর প্রস্তাবে উনিশ টাকা বেতনে এক মাইনর স্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষকের চাকরি নিলেন। সাহিত্য চর্চা-স্পন্দিত, উষ্ণ বন্ধুত্বময় পরিবেশের টানে ও নিজের সাহিত্য প্রতিভার অমোঘ দাবিতে কলকাতায় থেকেই গেলেন। শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়,মুরলীধর বসু,কাজী নজরুল ইসলাম, সর্বোপরি অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত তখন তাঁর নিত্যসঙ্গী। এইসময় তিনি খুব যে অর্থ উপার্জন করতে পেরেছেন এমন নয়,আর স্বভাবে ছিল একধরনের অস্থিরতা। মাঝে কিছুদিন ঝোঝা শহরে থেকেছেন। আবার কিছুদিন পরে কাশীতে গিয়ে উঠেছেন। সেখানে সাহিত্য, সংস্কৃতি চর্চার পরিবেশ চমৎকার। প্রেমেন্দ্র মিত্রের নাটক,ও চলচ্চিত্রে আকর্ষণ ছিল। তিনি সহজেই ওই বন্ধু গোষ্ঠীতে মিশে গেলেন। কাশীতেই পরিচয় বাংলা ভাষা সাহিত্যের গবেষক দীনেশচন্দ্র সেনের পুত্র বিনয় সেনের সঙ্গে। তিনি কলকাতায় কাজ জোগাড় করে দেবার প্রতিশ্রুতিও দিলেন। কলকাতায় ফিরে প্রেমেন্দ্র মিত্র উঠলেন 'কল্লোল'পত্রিকার কার্যালয়ে।

যদিও কবি প্রেমেন্দ্র মিত্রকে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে 'কালি-কলম'। বরং 'কল্লোলে' তাঁর কবিতা অত স্থান পায়নি। তিনি কাজ করেছেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'রামতনু লাহিড়ী রিসার্চ অ্যাসিসট্যান্ট পদে। বেতন ৭৫ টাকা। সেই সময়ের নিরিখে কম নয়। সেই কাজটি তিনি করতে পারেন নি একবছরের মধ্যে ছেড়েছেন। লেখক জীবনের পরিচিতি অবশ্য তিনি পেয়েছেন যখন তাঁর বয়স তিরিশ ছোঁয়নি। শিশু সাহিত্যে এসেছেন ১৯৩০এর প্রথম দিকে। ছোটদের 'মৌচাক' পত্রিকায় অনেক লিখেছেন। তাঁর 'মশা' গল্পের নায়ক ঘনাদাকে বাংলা সাহিত্যের কোন পাঠক ভুলতে পারবেন! যে একটা পয়সা খরচ করে না, মেসের ছেলেরা তাঁর প্রিয় খাবার আর অফুরন্ত সিগারেটের জোগান দিয়ে চলে, বিনিময়ে তিনি গল্প শোনান ।কেবল ঘনাদাকে নিয়ে লেখা গল্পের সংকলন আছে বাইশটি।

তিরিশের দশকের শেষ ভাগে বাংলা চলচ্চিত্র জনপ্রিয় হয়ে উঠতে শুরু করেছে। নবীন এই শিল্পের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে ফেললেন প্রেমেন্দ্র মিত্র। বোধহয় আর্থিক দিকটা ভেবেছিলেন!

যে মানুষ কোনও কাজে নিজেকে টানা জড়িয়ে রাখতে পারতেন না সেই মানুষ দীর্ঘ ১৭বছর চলচ্চিত্র নির্মাণের সঙ্গে কোনও না কোনও ভাবে যুক্ত ছিলেন। অবশ্য চলচ্চিত্র শিল্পের সাথে আত্মনিয়োগ

সংগ্রামী সুরকার সলিল চৌধুরীর জীবন

গৌতম চৌধুরী

বিচারপতি তোমার বিচার করবে যারা ওঁর বিরুদ্ধে একটা অভিযোগ আছে, যে উনি বহু দেশি বিদেশি সুর আত্মসাৎ করেছেন। হ্যাঁ, রবি ঠাকুর থেকে প্রীতম চক্রবর্তী সবাই

করেছেন- উনিও বেশ ভালো রকমই করেছেন। মোৎসার্ট থেকে চার্লি চ্যাপলিন থেকে মিকিস্ থিওডোরাকিস্, অখ্যাত এক পোলিশ গান থেকে 'হ্যাপি বার্থডে' , এমন কি ১৮৮০ সালে ইতালিতে ফুনিকুলার রেলওয়ে-র উদ্বোধনী গান, যেটা ওঁর হাতে পড়ে হয়ে গেছিলো গণনাট্য সঙ্গীত ('পথে এবার নামো সাথী')! উনি কাউকেই ছাড়েন নি। কিন্তু সেগুলিকে অভ্যন্তরীণ করে নিয়ে উনি যে নির্ভেজাল সলিলসঙ্গীত আমাদের উপহার দিয়েছেন, সেগুলো আমরা আজও উপভোগ করে চলেছি।

বিদেশি সুর-প্রভাবিত গানগুলির মধ্যে আমার অন্যতম প্রিয় এই গানটি। এটাকে অবশ্য প্রভাব না বলে বরং শ্রদ্ধাঞ্জলি বলবো।

১৮৬০-এর দশকে আমেরিকান সিভিল ওয়ার-এর সময় প্রচলিত একটি ব্যালাড, 'জন ব্রাউন'স বডি'র রূপান্তর করে, ১৯৫১ সালে, গণনাট্য সঙ্ঘের জন্য উনি লিখ লেন 'ধন্য আমি জন্মেছি মা তোমার ধূলিতে', যে গানটি 'জন্মভূমি' নামে পরিচিত। গাওয়া লেন সঙ্ঘের তৎকালীন সদস্যা সুচিত্রা মিত্র-কে দিয়ে। আর সেই বিখ্যাত, উদ্দীপনা-জাগানো রিফ্রেন, 'গ্লোরি গ্লোরি হালেলুইয়া' কে কোরাস বানিয়ে লিখলেন এই বলিষ্ঠ আহ্বান , 'নিদ্রা নয় আর নিদ্রা নয়'। পরে এই গানটি উনি মান্না এবং অন্যান্যদের দিয়েও পুনরায় রেকর্ড করিয়েছিলেন, কিন্তু সুচিত্রার দৃপ্তকণ্ঠে গাওয়া এই মূল ভার্শনটাই আমার মতে সবচেয়ে সুন্দর এবং প্রাসঙ্গিক।

সলিলবাবু সারা জীবনে নিজের কণ্ঠে একটিই পূর্ণাঙ্গ গানের স্টুডিও রেকর্ড করেছিলেন , 'এই রোকো, পৃথিবীর গাড়িটা থামাও' (মুখড়ার প্রথম দুটি লাইনের কথার, সুরের নয়, অনুপ্রেরণা ছিল ১৯৬১ সালে রচিত, প্রথমে লন্ডনের ওয়েস্ট এন্ড আর পরে নিউ ইয়র্কের ব্রডওয়েতে অভিনীত একটি মিউজিকালের শিরোনাম থেকে , 'স্টপ দা ওয়ার্ল্ড, আই ওয়ান্ট টু গেট অফ!')। অদ্ভুত রকমের সুরের প্রগ্রেশন এবং মারপ্যাঁচ, দু-তিন বার স্কেল শিফট! ১৯৭৮ সালে যখন উনি গানটি রেকর্ড করছিলেন, আমার মনে হয় না কেউ ভেবেছিল যে এই ব্যতিক্রমী, পরীক্ষামূলক, এবং অত্যন্ত খটোমটো গানটা উনি কোনোদিন হিন্দি সিনেমায় পুনঃ স্থাপন করার দুঃসাহস দেখাবেন, বা দেশে এমন কেউ আছে যে এই গানটি আবার ওইভাবে গাইতে পারবে। কিন্তু উনি ঠিক সেটাই করলেন, আর রিদম প্যাটার্ন আর ভাবটাকে একটু বদলে গানটাকে একটা ঝলমলে, ছন্দময় ক্যাবারের রূপ দিয়ে দিলেন, আর, বলাই বাহুল্য, হিন্দি গানটি গেয়েছিলেন আশা। ম্যালকম এক্স বলেছিলেন, দা প্রাইস অফ ফ্রীডম ইস ডেথ। আমরা এমন একটা সময়ে এসে দাঁড়িয়েছি, যখন আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ, সবচেয়ে ধর্মনিরপেক্ষ ও রাজ নীতি-নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠান , আমা দের সেনাবাহিনীকেও পঙ্কিল রাজনীতিতে টেনে নামানো হচ্ছে, প্রচারের জন্য সৈনিকদের নিথর দেহকেও ব্যবহার করা হচ্ছে, ক্রীড়াঙ্গনেও তার থেকে মুক্তি নেই , সে সময়ে, ৬৫ বছর আগে মাখদুম মহিউদ্দিনের ছুঁড়ে দেওয়া এই প্রশ্নটি, 'যানেওয়ালে সিপাহী সে পুছো উও কাহাঁ যা রহা হ্যায়?' আজ আরো বেশি করে তির্যক হয়ে বুকে বাজছে। মান্নার কণ্ঠের আকুল আর্তি, তার সাথে শ্বাসরুদ্ধকর কোরাস ও হারমনি, পর্দায়ে অনিশ্চিত যাত্রায় পা বাড়ানো সৈনিক আর তাদের পিছনে ফেলে রেখে যাওয়া তরুণী স্ত্রী ও সংসার, অসহায়তাখ সত্তরের দশকের মাঝামাঝি দূরদর্শনের 'চিত্রমালা'য় আমি প্রথম এই গানটা দেখেছিলাম;আজও যতবার দেখি আর শুনি, মনটা ভারাক্রান্ত হয়ে যায়। 'যানেওয়ালে সিপাহী সে পুছো' কিশোর যেন সলিলের কাছে একটু উপেক্ষিতই । সলিলকে নিয়ে আমার একটা বড় ক্ষোভ চিরকাল থেকে যাবে, তিনি তাঁর পুরো কর্মজীবন ধরেই কিশোর কুমারকে প্রায় সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে গেছেন। পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে সলিল মূলত 'অভিনেতা কিশোর'-এর জন্যই সুর করেছিলেন, আর তাতেও আমরা পেলাম অর্ধেক 'হাফ টিকেট', 'নৌকরি', 'পরিবার', 'আওয়াজ'-এর মতো সিনেমায় দুর্দান্ত কিছু গান। আমার মাঝে মাঝেই মনে হয় অন্তত দেব আনন্দের গলায়, ৬০-এর দশকে দেব-কিশোরের সেই স্বর্ণযুগে যখন উনি 'মায়া' ছবিতে দেবের জন্য সুর করার সুযোগ পেলেন, একটা গানেও যদি তিনি রফি ও দ্বিজেনের সঙ্গে (বা ওদের একজনের বদলে!) কিশোরকে ব্যবহার করতেন!

সত্তরের দশকে, যখন কিশোর বক্স অফিসে একচ্ছত্র ভাবে রাজত্ব করছিলেন, তখনও সলিল খুবই কদাচিৎ তাঁকে ডাকতেন (যদিও ওঁর নিজেরই স্বীকারোক্তি অনুযায়ী, অন্তত ১৯৭১ সালে 'কোই হোতা' (মেরে আপনে)-র রেকর্ডিংয়ের সময় অবশেষে উনি কিশোরের প্রতিভাকে সঠিক চিনতে পেরে ছিলেন) কিন্তু কালেভদ্রে যখনই এঁরা দুজন একসাথে হয়েছে, আমরা পেয়েছি ৪০-ক্যারাটের এক একটা দুর্লভ হিরে। যেমন এই অতুলনীয় গানটি , সলিল সঙ্গীতের দুরূহ শিখরগুলি কী অনায়াসেই না অতিক্রম করেছিলেন কিশোর!

এবার যে গানটার কথা বলবো সেটার বাংলাটা সবারই জানা কিন্তু এর হিন্দি রূপান্তর একেবারেই অন্য মেজাজের, এবং এক কথায় , অলৌকিক। সলিলের বহু অপ্রকা শিত, নামহীন ছবিগুলোর একটির জন্য করা। কিছুটা পঞ্চম-এর স্টাইলে মাদল আর রিদম প্যাটার্ন দিয়ে শুরু, প্রায় প্রতি মুহূর্তে পাল্টে যাওয়া সুর, লয় আর তাল। আশার বিস্ময়কর স্বরক্ষেপণ, এবং তার সাথে পুরুষকণ্ঠে হার্মোনাইসড কোরাস, শুনতে স্বর্গসুখ!

১৯৭৭ সালে বাসু ভট্টাচার্য বাদল সরকারের 'বল্লভপুরের রূপকথা' অবলম্বনে একটা সিনেমা বানাতে শুরু করেছিলেন, আনন্দ মহল। এই সিনেমার জন্য সলিল নিজেকে উজাড় করে দিয়েছিলেনখ এবং বলিউডকে প্রথম পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন কিংবদন্তি গায়ক ইয়েসুদাসের সঙ্গে।

পশ্চিমবঙ্গ তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের উদ্যোগে 'উত্তম জন্মশতবর্ষে' মুখ্যমন্ত্রী

রবীন্দ্রকুমার শীল

পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী মনে করেন বাংলা চলচ্চিত্রে আন্তর্জাতিক মান বৃদ্ধি করতে পরিচালক সত্যজিৎ রায়ের যেমন বিশেষ ভূমিকা ছিল ঠিক তেমনি অভিনয় জগতে উত্তম কুমার বাংলাকে অন্তর্জাতিক খ্যাতি এনে দিতে সমর্থ হয়েছিলেন। এক সময়ে উত্তমকুমার ছাড়া বাংলা সিনেমা কোনও পথ খুঁজে বের করতে পারছিল না। আসলে উত্তমকুমার শুধু শিল্পী নন, তিনি ছিলেন একজন আদর্শবান ব্যক্তি। আদর্শবান ছিলেন বলেই তিনি চলচ্চিত্র জগতে এত সুনাম অর্জন করতে সমর্থ হন। উত্তমকুমারের বই দেখে বহু লোক বড় হয়েছেন। আজকে তাদের বয়স বৃদ্ধি লাভ করেছে। তবুও তারা কিন্তু উত্তম নেশাকে ত্যাগ করতে পারেননি। এখনও উত্তমকুমারের ছবি কোনও হলে দেখানো আয়োজন করা হলে সেই সব বর্ষীয়ান উত্তমভক্তরা এসে উপস্থিত হন। বর্তমান প্রজন্মকে বোঝাতে হবে বাংলা চলচ্চিত্র জগতে জন্য উত্তমকুমার কত ত্যাগ স্বীকার করেছেন। বাংলা সিনেমার কীভাবে উন্নতি লাভ করবে তা নিয়ে তিনি চিন্তাভাবনা করতেন। শিল্পী সংসদে অফিসে বসেও তিনি এই বিষয়ে তৎকালীন বহু শিল্পীদের সঙ্গে একান্তে আলোচনা করে গিয়েছিলেন। বাংলা চলচ্চিত্র তাঁর অবদানের কথা ভুলে যায়নি বলেই আজকে তাঁর জন্মশতবর্ষ নিষ্ঠার সঙ্গে পালিত হচ্ছে।

রাষ্ট্রমন্ত্রী তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের

ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী পূর্ণিমা চক্রবর্তী মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অদিকারীর সঙ্গে এক মত পোষন করেন। তিনিও বলেছেন যে আগামি দিনে উত্তমকুমার নিয়ে একটি আর্কাইভ করা হবে। সেখানে উত্তমকুমারের সমস্ত ছবি সংরক্ষিত করা হবে। শুধু ছবি নয় তাঁর বক্তিগত জীবনের ব্যবহৃত জিনিসপত্রের স্থায়ী প্রদর্শনীর আয়োজন করা হবে। যেসব সংবাদপত্র উত্তমকুমারকে নিয়ে প্রবন্ধ থেকে শুরু করে তাঁর ছবির সমালোচনা এবং নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল সেগুলি সংগ্রহ করে একটি গ্রন্থাগার তৈরি করা হবে। উত্তমকুমারকে নিয়ে যত বই প্রকাশিত হয়েছে সেই গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত করা হবে।

উত্তমকুমারের নিজ কণ্ঠে গান এবং তৎকালীন জনপ্রিয় শিল্পীদের গান যা উত্তমকুমার লিপ দিয়েছিলেন সেই সব গানও সেই সংরক্ষণশালায় সংরক্ষিত থাকবে। সবার জন্য উন্মুক্ত থাকবে উত্তমকুমার সংরক্ষণশালা।

ছবিঃ বুদ্ধদেব মিশ্র।

মিরিকে ধস, নদীতেই তৈরি হলো কৃত্রিম লেক

ঘটনাস্থলে বিশেষজ্ঞ টিম

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৬ সেপ্টেম্বরঃ পাহাড় থেকে ধস নেমে মিরিকের রংভঙ নদীতে তৈরি হয়েছে এক বিশালাকার কৃত্রিম লেক। বিষয়টি নিয়ে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন জেলা প্রশাসন। কারণ নতুন করে ধস নেমে যদি কোনও ভাবে লেকের পা। ভেঙে যায়, তবে মিরিকের নীচের অঞ্চলে হড়পা বানের মতো পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে। যার ফলে প্লাবিত হতে পারে নকশালবাড়ি থেকে কার্শিয়াং বনাঞ্চলের বিস্তীর্ণ অঞ্চল। পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখছে স্থানীয় প্রশাসন। পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে শনিবার দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্ত, জেলাশাসক হরিকৃষ্ণ পানিগ্রহ-সহ প্রশাসনের আধিকারিকরা এলাকা পরিদর্শন যান। ইতিমধ্যেই লেক লাগোয়া এলাকা থেকে ৩৩টি পরিবারকে নিরাপদ আশ্রয়ে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে প্রশাসনের তরফে ওই এলাকায় অর্জুন বাহিনী-সহ রাজ্য ও কেন্দ্রের বিপর্যয় মোকাবিলা দলকে পাঠানো হয়েছে। এ ছাড়াও, নদী বিশেষজ্ঞ ও ইঞ্জিনিয়ারদের বিশেষ দলও ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে। তাঁরা খতিয়ে দেখছেন লেকের ভিতর আটকে থাকা বিপুল জলরাশি বার করে দেওয়া যায় কি না। রংভঙ নদীর জল গিয়ে মিশছে উত্তরবঙ্গের বিখ্যাত বালাসন নদীতে। কিন্তু রংভঙ নদীর উপর তৈরি হওয়া লেক ক্রমশ চাপ বাড়াচ্ছে প্রশাসনের। দিন কয়েক আগে বঙ্গের উপরে সক্রিয় ছিল একটি নিম্নচাপ। সেই নিম্নচাপের জেরে প্রবল বৃষ্টিপাত হয় মিরিকে। লাগাতার ভারী বৃষ্টির কারণে রংভঙ নদীর গতিপথে ধস নেমে ওই লেকের সৃষ্টি হয়েছে। দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্ত জানিয়েছেন, এই লেক ভেঙে বিপর্যয় ঘটবে কি না, তা নিশ্চিত করে বলা কঠিন। তবে প্রশাসন কোনও ঝুঁকি নিতে চাইছে না। সেই কারণে নদী সংলগ্ন বিপদজনক এলাকা থেকে সাধারণ মানুষকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। সতর্ক রয়েছে বিপর্যয়মোকাবিলা দল। একই সঙ্গে পরিস্থিতির উপরে নজর রাখছেন প্রশাসনিক আধিকারিকরা।

শিক্ষকদের 'কমনম্যান' না হওয়ার বার্তা জিতেন্দ্রর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আসানসোল, ৬ সেপ্টেম্বরঃ 'বিজেপি শিক্ষক সেলের সদস্য হয়ে গিয়েছি বলেই ক্লাস না করালেও চলবে এমন ভুল ধারণা মন থেকে বের করে দিন।' শিক্ষক দিবসে আসানসোলে শিক্ষকদের এভাবেই এক ব্যতিক্রমী ও কড়া বার্তা দিলেন বিজেপি নেতা জিতেন্দ্র তেওয়ারি। রবিবার শিক্ষক দিবস উপলক্ষে আসানসোলের 'রবীন্দ্রভবনে' বিজেপি শিক্ষক সেলের (শিক্ষাসেল) তরফে শিল্পাঞ্চলের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের নিয়ে এক বিশেষ সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সেই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল। বিগত রাজ্য সরকারের শিক্ষা নীতির তীব্র সমালোচনা করেন। তিনি অভিযোগ করেন, দীর্ঘদিন ধরে ভুল প্রশাসনিক নীতি ও দুর্নীতির কারণে যোগ্য শিক্ষকরা বঞ্চনার শিকার হয়েছিলেন। ফলে শিক্ষার স্বাভাবিক পরিবেশ ব্যাহত হচ্ছে। বর্তমান শুভেন্দু সরকার শিক্ষাঙ্গনে স্বচ্ছতা ফিরিয়ে আনা এবং শিক্ষকদের সামাজিক মর্যাদা সুনিশ্চিত করার ওপর জোর দিচ্ছেন বলে আশ্বাস দেন। এরপর বক্তব্য রাখতে গিয়ে জিতেন্দ্র তেওয়ারি শিক্ষকদের আত্মনিয়ন্ত্রণের বিষয়টি বিশদে তুলে ধরেন। তিনি বলেন, ''বাইরের সার্ভিলেন্স বা সরকারি নজরদারি দিয়ে শিক্ষকতা চলে না। সমাজ নিজেই শিক্ষকদের ওপর এক অলিখিত শৃঙ্খলা চাপিয়ে দিয়েছে।'' বারে গিয়ে মদ্যপানের একটি উদাহরণ টেনে তিনি স্পষ্ট জানান, সাধারণ মানুষের যে ছাড় রয়েছে, সমাজ তা শিক্ষকদের ক্ষেত্রে মানা যায় না। তাই শিক্ষক সমাজকে নিজেদের ইচ্ছাশক্তি দমন করে পেশাগত মর্যাদা বজায় রাখতে হবে। বলেন, ''আপনারা সাধারণ মানুষ বা কমনম্যান হয়ে যাবেন না, আপনারা স্পেশাল থাকুন।'' অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বারাবনির বিধায়ক অরিজিৎ রায় এবং আসানসোল উত্তর বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু মুখোপাধ্যায়। পুরো অনুষ্ঠান জুড়ে মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পালের গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক বার্তা এবং জিতেন্দ্র তেওয়ারির এই অনন্য অনুশাসনমূলক বক্তব্য শিক্ষক সমাজে বিশেষ বার্তা তৈরি করে এদিন।

বন্ধুর সঙ্গে বেড়াতে গিয়ে ধর্ষণের শিকার, গ্রেফতার ২

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাঁকুড়া, ৬ সেপ্টেম্বরঃ বাঁকুড়ায় এক মহিলাকে ধর্ষণের অভিযোগ। তারপর বেধড়ক মারধর। এরপর জোর করে টাকা আদায়ের অভিযোগে গ্রেফতার দুজন। ধৃতদের তোলা হল বাঁকুড়া জেলা আদালতে। জানা গিয়েছে, বিকালে বন্ধুর সঙ্গে বাঁকুড়া শহর লাগোয়া হরিয়ালগাড়া এলাকায় বেড়াতে গিয়েছিলেন ওই মহিলা। অভিযোগ, সেই সময় একদল দুষ্কৃতীর হাতে নিগৃহীত হয়েছিলেন এক মহিলা। ঘটনাটি ঘটেছিল কয়েক দিন আগে। সেই ঘটনায় মহিলা বাঁকুড়া সদর থানায় কয়েকজনের বিরুদ্ধে শ্লীলতাহানি, ধর্ষণ, মারধর ও জোর করে টাকা আদায়ের অভিযোগ দায়ের করেন। ঘটনার তদন্তে নামে বাঁকুড়া সদর থানার পুলিশ। এই ঘটনায় যুক্ত থাকার অভিযোগে গ্রেফতার করে দুই যুবককে। ধৃতদের আজ বাঁকুড়া জেলা আদালতে পেশ করে পুলিশ। ধৃতদের বিরুদ্ধে মারধরের ও জোর করে টাকা আদায়ের পাশাপাশি ধর্ষণ ও শ্লীলতাহানির মতো গুরুতর অভিযোগের নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করেছে পুলিশ। এদিন ধৃতদের আইনজীবী আদালতে জামিনের আবেদন জানালে আদালত সেই আবেদন নামঞ্জুর করে। ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে এই ঘটনায় অপর অভিযুক্তদের খোঁজ চালানো হবে বলে জানিয়েছে পুলিশ। অভিযুক্তদের আইনজীবী অভিষেক বিশ্বাস বলেন, ''মারপিট থেকে শুরু করে তোলাবাজি ও ধর্ষণের অভিযোগ রয়েছে। এই সমস্ত অভিযোগ রয়েছে। তবে বিষয়টি কোর্টের বিচারাধীন। ধৃতদের বিরুদ্ধে মারধর থেকেতোলাবাজি সব ধারা দেওয়া হয়েছে।''

ঘরের ভিতর পড়ে বৃদ্ধের দেহ, ঝোপ থেকে উদ্ধার হল বৃদ্ধা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কোচবিহার, ৬ সেপ্টেম্বরঃ বাড়ির ভিতরেই খুন হয়ে গেলেন বৃদ্ধ। পরে একটি ঝোপ থেকে উদ্ধার করা হল তাঁর নিখোঁজ দেহ। হাড়হিম করা ঘটনাটি ঘটেছে কোচবিহারের তুফানগঞ্জ বিধানসভার রামপুর-২ নম্বর অঞ্চলের দক্ষিণ রামপুর এলাকায়। পুলিশ সূত্রে খবর, মৃতের নাম সুনীল বিশ্বাস (৭০)। প্রাথমিকভাবে অনুমান, তাঁকে কুপিয়ে খুন করা হয়েছে। ঘটনার পর থেকে নিখোঁজ ছিলেন তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রী জনকি বিশ্বাস। জানা গিয়েছে, বাড়ি থেকে প্রায় ২০ মিটার দূরে একটি ঝোপের মধ্যে থেকে উদ্ধার হয়

জনকির দেহ। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় বক্সিরহাট থানার জোড়াই ফাঁড়ির পুলিশ। কীভাবে এই ঘটনা ঘটল, দম্পতির মৃত্যুর নেপথ্যে কী কারণ এবং ঘটনার সঙ্গে অন্য কেউ জড়িত কি না, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। একই পরিবারের দু'জনের দেহ উদ্ধারের ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। স্থানীয় বিজেপি নেতা বলেন, ''একটা মর্মান্তিক ঘটনা শুনেছি। খুনের খবর সামনে এসেছে। পুরো বিষয়টি প্রশাসন এসেছে। তারা খতিয়ে দেখছে। দুঃখজনক ঘটনা ঘটেছে।'' সুনীল বিশ্বাসের ছেলে বলেন, ''আমি সকালে বাজার থেকে এসে দেখি দরজা খোলা। তারপর দেখলাম বাবাকে কেউ খুন করেছে। আমি চাই যাঁরা এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত তাঁদের ফাঁসি হোক।''

IIFL ফাইন্যান্স লিমিটেড | CIN: L67100MH1995PLC093797
নিবন্ধিত কার্যালয়: IIFL হাউস, সান ইনফোটেক পার্ক, রোড নং 16V, প্লট নং B-23, থানে ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়া, ওয়াগলে এস্টেট, থানে - 400604
টেলিফোন: 022-41035000 • ফ্যাক্স: 022-25806654 • টোল-ফ্রি: 1860-267-3000
ই-মেল: gold-helpline@iifl.com • ওয়েবসাইট: www.iifl.com

সার্বজনীন বিজ্ঞপ্তি – বন্ধক রাখা স্বর্ণ জামানতের নিলাম

এতদ্বারা সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা/ঋণগ্রহীতাগণ অথবা তাঁদের আইনগত উত্তরাধিকারীদের এবং সাধারণ জনগণকে অবহিত করা যাচ্ছে যে, ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংকে নিবন্ধিত একটি নন-ব্যাংকিং আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেড ("IIFL") এখানে উল্লিখিত ঋণ হিসাবসমূহের বিপরীতে বন্ধক রাখা স্বর্ণ জামানতের একটি সর্বজনীন নিলামের আয়োজন করবে। ঋণগ্রহীতা/ঋণগ্রহীতাগণ উপলব্ধ যোগাযোগমাধ্যমের মাধ্যমে নিলাম-সংক্রান্ত নোটিশ ও অনুস্মারক প্রেরণ করা সত্ত্বেও তাঁদের ঋণ পরিশোধ বা নিয়মিত করেননি। এই নিলাম ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংক কর্তৃক সময়ে সময়ে জারি করা প্রযোজ্য নির্দেশাবলি ("RBI নির্দেশনাবলী"), ঋণচুক্তির শর্তাবলি এবং IIFL-এর পরিচালনা পর্ষদ-অনুমোদিত স্বর্ণঋণ নীতিমালার আলোকে পরিচালিত হবে।

নিলামের তারিখ, সময় ও স্থান: সর্বজনীন নিলাম **15.09.2026** তারিখে **সকাল 10:00টা** থেকে IIFL-এর নিম্নলিখিত শাখায় অনুষ্ঠিত হবে – **পশ্চিম মেদিনীপুর-ডেবরা জিএল, আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেড, 1ম তলা, ডেবরা, পো - পিএস - ডেবরা, পশ্চিম মেদিনীপুর-721126**

এই নিলাম একই জেলার অন্তর্গত ঋণদানকারী শাখাসমূহের ঋণ হিসাবের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

স্বর্ণঋণ হিসাবের বিবরণ: ঋণ হিসাব নম্বরসমূহ- GL23069742, GL35097093, GL38146325, GL38338238, GL38354514, GL39033431, GL39074162, GL39186884, GL39192313, GL39257066, GL39260630, GL39280559, GL39626974, GL40042375, GL40326771, GL40564556, GL40582367, GL40748154, GL40884608, GL40899381, GL40920850, GL40935534, GL40940179, GL40944766, GL41008286, GL41010872, GL41022883, GL41030791, GL41038779, GL41078308, GL41085818, GL41104471, GL41140310, GL41166481, GL41167450, GL41179591, GL41196289, GL41215829, GL41243971, GL41248997, GL41254083, GL41264589, GL41265859, GL41266310, GL41270801, GL41296557, GL41359202, GL41370864, GL41374970, GL41378831, GL41380276, GL41381827, GL41422385, GL41433118, GL41490786, GL41503837, GL41508610, GL41509753, GL41541057, GL41544236, GL41549709, GL41580830, GL41590906, GL41597251, GL41598217, GL41599856, GL41601132, GL41601329, GL41640579, GL41645835, GL41656583, GL41727889, GL41730088, GL41933671, GL42001478, GL42120959, GL42185047, GL42219065, GL42267089, GL42404153, GL42405419, GL42589559, GL42700708, GL42784688, GL42814475, GL42820335, GL42844393, GL42921555, GL42922052, GL42927959, GL42983594, GL43011132, GL43036036, GL43093923, GL43106972, GL43175055, GL43268792, GL43273404, GL43287610, GL43287633, GL43301910, GL43342724, GL43515107, GL43636178, GL43658047, GL43673097, GL43684298, GL43725819, GL43811508, GL43812927, GL43936359, GL43943292, GL43988809, GL43989508, GL43996766, GL44043834, GL44067826, GL44072442, GL44087314, GL44090371, GL44098525, GL44103539, GL44111724, GL44112071, GL44112151, GL44112997, GL44113261, GL44140232, GL44164488, GL44164680, GL44167539, GL44177463, GL44178249, GL44178286, GL44186037, GL44222769, GL44306146, GL44318522, GL44329936, GL44341918, GL44346343, GL44361434, GL44362775, GL44366078, GL44366539, GL44367051, GL44367696, GL44367875, GL44379233, GL44385899, GL44389981, GL44417558, GL44417701, GL44430806, GL44448655, GL44454541, GL44465892, GL44467116, GL44471875, GL44472698, GL44486781, GL44519402, GL44521813, GL44521875, GL44595578, GL44643488, GL44690471, GL44690645, GL44694303, GL44732735, GL44781123, GL44814371, GL44845862, GL44863002, GL44877125, GL44877230, GL44886273, GL44892677, GL44903286, GL44916117, GL44929518, GL44947567, GL44948306, GL45006703, GL45141491, GL45149720, GL45182649, GL45207093, GL45208373, GL45225063, GL45253461, GL45258360, GL45327398, GL45486177, GL45494177, GL45665717, GL45832837, GL45895031, GL45967269, GL45982837, GL45990811, GL46027134, GL46101329, GL46178659, GL46196605, GL46279260, GL46411985, GL46523776, GL46601339, GL46652961, GL46822213, GL47004689, GL47007759, GL47054619, GL47081106, GL47188026, GL47295703, GL47408322, GL47422388, GL47564996, GL47585959, GL47612647, GL47884036, GL47932322, GL48098128, GL48165448, GL48184547, GL48214625, GL48316664, GL48352427, GL48355389, GL48386491, GL48397582, GL48440277, GL48553437, GL48649597, GL48744147, GL48777185, GL48785785, GL48941506, GL49191832, GL49620303, GL49691554, GL50638780, GL50642484.

খেলাপি ঋণগ্রহীতার/ঋণগ্রহীতাদের নাম, বন্ধক রাখা স্বর্ণ জামানতের বিবরণ এবং সংশ্লিষ্ট ঋণদানকারী শাখার ঠিকানা সংশ্লিষ্ট ঋণদানকারী শাখা এবং উপরোক্ত নিলাম কেন্দ্রে প্রদর্শিত রয়েছে। এছাড়াও, IIFL-এর কাস্টমার কেয়ার 1860-267-3000 নম্বরে অথবা www.iifl.com ওয়েবসাইট থেকে এ-সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করা যেতে পারে।

নিলামের পূর্বে ঋণ পরিশোধের অধিকার: ঋণগ্রহীতা/ঋণগ্রহীতাগণ অথবা তাঁদের আইনগত উত্তরাধিকারীরা নিলামের তারিখ পর্যন্ত যেকোনো সময় ঋণচুক্তি এবং মূল তথ্যাবলীর বিবরণী (KFS)-এ উল্লিখিত হালনাগাদ সুদ ও প্রযোজ্য চার্জসহ সম্পূর্ণ বকেয়া অর্থ পরিশোধ করে ঋণ হিসাব বন্ধ বা নিয়মিত করতে পারবেন। সে ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ঋণ হিসাব নিলাম থেকে প্রত্যাহার করা হবে।

এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখে বা তার পরে যেসব ঋণ হিসাব বন্ধ বা নিয়মিত করা হবে, সেসব হিসাব থেকে প্রকাশনা-সংক্রান্ত আনুপাতিক ব্যয় আদায় করা হবে।

মৃত ঋণগ্রহীতার ক্ষেত্রে: ঋণগ্রহীতা মৃত্যুবরণ করে থাকলে, এই বিজ্ঞপ্তি এবং নিলামের শর্তাবলি তাঁর আইনগত উত্তরাধিকারীদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে।

সংরক্ষিত মূল্য: নিলামটি স্বর্ণ জামানতের বর্তমান মূল্যের ন্যূনতম 90% (যেসব ঋণ হিসাবের ক্ষেত্রে নিলাম দুইবার ব্যর্থ হয়েছে, সেসব ক্ষেত্রে 85%) সংরক্ষিত মূল্যের ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত হবে। এই মূল্য RBI Directions অনুযায়ী নির্ধারণ করা হবে।

বিক্রয়ের ভিত্তি: নিলাম "যেমন আছে যেখানে আছে", "যেমন আছে যা আছে" এবং "যা কিছু আছে" ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত হবে। আগ্রহী দরদাতাদের বিড করার আগে প্রদর্শিত স্বর্ণ জামানতের বিবরণ পরীক্ষা করে নিজ দায়িত্বে সন্তুষ্ট হওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

স্থগিতকরণ/প্রত্যাহার: ঋণ পরিশোধ বা ঋণ হিসাব নিয়মিতকরণ, কোনো আদালত বা কর্তৃপক্ষের আদেশ, অথবা পরিচালনাগত প্রয়োজনসহ যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ কারণবশত IIFL নিলাম স্থগিত করতে বা নিলাম থেকে কোনো ঋণ হিসাব প্রত্যাহার করতে পারে।

নিলামের তারিখ বা স্থান পরিবর্তন হলে, তা নিলাম কেন্দ্র এবং সংশ্লিষ্ট ঋণদানকারী শাখায় প্রদর্শন করা হবে।

যদি এই বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত তারিখে নিলাম অনুষ্ঠিত বা সম্পন্ন করা সম্ভব না হয়, তবে IIFL তার নিজস্ব বিবেচনায় যথাযথ নোটিশ প্রদানপূর্বক একই জেলা বা পার্শ্ববর্তী জেলায় পরবর্তী কোনো তারিখে নিলাম পরিচালনা বা অব্যাহত রাখতে পারে, অথবা অনলাইন নিলাম আয়োজন করতে পারে।

স্বার্থের সংঘাতের অনুপস্থিতি: RBI নির্দেশনাবলীর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে IIFL এবং তার সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহ নিলামে অংশগ্রহণ করবে না।

নিলামলব্ধ অর্থ: নিলামে প্রাপ্ত মূল্য এবং সমন্বয়কৃত বকেয়ার পূর্ণ বিবরণ ঋণগ্রহীতা/ঋণগ্রহীতাগণ অথবা তাঁদের আইনগত উত্তরাধিকারীদের প্রদান করা হবে। অতিরিক্ত অর্থ অবশিষ্ট থাকলে, নিলামলব্ধ সম্পূর্ণ অর্থ প্রাপ্তির 7 কার্যদিবসের মধ্যে (ঋণগ্রহীতার ব্যাংক-হিসাবের তথ্য উপলব্ধ থাকা সাপেক্ষে) তা ফেরত প্রদান করা হবে। তাই ঋণগ্রহীতাদের সংশ্লিষ্ট ঋণদানকারী শাখায় তাঁদের সর্বশেষ ব্যাংক-হিসাবের তথ্য হালনাগাদ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। কোনো ঘাটতি থাকলে, তা ঋণচুক্তির শর্তাবলি অনুযায়ী আদায়যোগ্য হবে।

বিস্তারিত তথ্য এবং শর্তাবলির জন্য অনুগ্রহ করে আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেড-এর সংশ্লিষ্ট ঋণদানকারী শাখায় (ঋণ হিসাবের তালিকার সঙ্গে প্রদর্শিত ঠিকানায়) যোগাযোগ করুন অথবা IIFL কাস্টমার কেয়ার 1860-267-3000 নম্বরে যোগাযোগ করুন।

স্বাক্ষরিত/-
অনুমোদিত স্বাক্ষরকারী
IIFL ফাইন্যান্স লিমিটেড

তারিখ: 07.09.2026
স্থান: পশ্চিম মেদিনীপুর

IIFL ফাইন্যান্স লিমিটেড | CIN: L67100MH1995PLC093797
নিবন্ধিত কার্যালয়: IIFL হাউস, সান ইনফোটেক পার্ক, রোড নং 16V, প্লট নং B-23, থানে ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়া, ওয়াগলে এস্টেট, থানে - 400604
টেলিফোন: 022-41035000 • ফ্যাক্স: 022-25806654 • টোল-ফ্রি: 1860-267-3000
ই-মেল: gold-helpline@iifl.com • ওয়েবসাইট: www.iifl.com

সার্বজনীন বিজ্ঞপ্তি – বন্ধক রাখা স্বর্ণ জামানতের নিলাম

এতদ্বারা সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা/ঋণগ্রহীতাগণ অথবা তাঁদের আইনগত উত্তরাধিকারীদের এবং সাধারণ জনগণকে অবহিত করা যাচ্ছে যে, ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংকে নিবন্ধিত একটি নন-ব্যাংকিং আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেড ("IIFL") এখানে উল্লিখিত ঋণ হিসাবসমূহের বিপরীতে বন্ধক রাখা স্বর্ণ জামানতের একটি সর্বজনীন নিলামের আয়োজন করবে। ঋণগ্রহীতা/ঋণগ্রহীতাগণ উপলব্ধ যোগাযোগমাধ্যমের মাধ্যমে নিলাম-সংক্রান্ত নোটিশ ও অনুস্মারক প্রেরণ করা সত্ত্বেও তাঁদের ঋণ পরিশোধ বা নিয়মিত করেননি। এই নিলাম ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংক কর্তৃক সময়ে সময়ে জারি করা প্রযোজ্য নির্দেশাবলি ("RBI নির্দেশনাবলী"), ঋণচুক্তির শর্তাবলি এবং IIFL-এর পরিচালনা পর্ষদ-অনুমোদিত স্বর্ণঋণ নীতিমালার আলোকে পরিচালিত হবে।

নিলামের তারিখ, সময় ও স্থান: সর্বজনীন নিলাম **15.09.2026** তারিখে **সকাল 10:00টা** থেকে IIFL-এর নিম্নলিখিত শাখায় অনুষ্ঠিত হবে – **বীরভূম-বোলপুর জিএল, আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেড, 1ম তলা, বোলপুর শ্রীনিকেতন রোড, পো এবং পিএস - বোলপুর, জেলা - বীরভূম, সিপিআইএম পার্টি অফিসের পাশে, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - 731204**

এই নিলাম একই জেলার অন্তর্গত ঋণদানকারী শাখাসমূহের ঋণ হিসাবের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

স্বর্ণঋণ হিসাবের বিবরণ: ঋণ হিসাব নম্বরসমূহ- GL22547904, GL29410943, GL34324639, GL35263802, GL35351623, GL35604508, GL36531981, GL37140402, GL37770181, GL38051384, GL38295282, GL38378664, GL38702098, GL38976438, GL39004085, GL39007728, GL39053725, GL39077967, GL39250445, GL39252907, GL39262318, GL39265889, GL39277572, GL39282157, GL39323104, GL39353875, GL39362720, GL39389187, GL39405995, GL39420272, GL39429526, GL39435200, GL39453734, GL39482643, GL39486013, GL39504445, GL39515524, GL39530958, GL39542824, GL39577272, GL39582929, GL39606354, GL39610080, GL39613587, GL39614584, GL39620168, GL39673456, GL40039774, GL40265905, GL40326147, GL40469270, GL40496745, GL40505987, GL40512149, GL40529604, GL40588900, GL40607576, GL40642205, GL40737980, GL40753279, GL40793196, GL40841821, GL40854012, GL40859116, GL40875204, GL40878632, GL40882605, GL40899289, GL40924302, GL40927655, GL40957252, GL40958854, GL40967163, GL40967884, GL40975999, GL40976492, GL40978647, GL40982192, GL40993319, GL40993454, GL40993480, GL40999283, GL41005863, GL41008361, GL41012975, GL41017836, GL41075376, GL41087702, GL41097180, GL41110526, GL41119605, GL41142822, GL41146664, GL41158107, GL41163616, GL41177681, GL41231640, GL41240160, GL41244213, GL41245518, GL41245971, GL41247883, GL41252121, GL41266218, GL41274543, GL41278388, GL41297491, GL41299862, GL41301954, GL41307138, GL41310147, GL41313596, GL41330158, GL41343011, GL41345431, GL41355308, GL41355378, GL41363496, GL41400387, GL41403759, GL41404732, GL41429499, GL41434556, GL41454358, GL41457406, GL41465008, GL41481306, GL41486766, GL41489905, GL41491107, GL41492495, GL41498922, GL41508408, GL41509798, GL41511295, GL41523356, GL41535043, GL41553350, GL41556484, GL41557509, GL41571446, GL41572001, GL41576841, GL41582630, GL41583321, GL41583702, GL41597396, GL41598879, GL41602434, GL41602669, GL41607047, GL41610460, GL41630844, GL41636059, GL41638526, GL41638552, GL41647272, GL41651611, GL41658453, GL41658739, GL41699826, GL41736254, GL41838059, GL42082874, GL42281130, GL42557984, GL42561504, GL42924918, GL42942088, GL42945187, GL42956392, GL42964410, GL42982149, GL42983553, GL43272511, GL43315756, GL43342625, GL43372741, GL43393201, GL43394125, GL43403391, GL43447102, GL43453339, GL43454430, GL43456657, GL43485854, GL43491478, GL43493678, GL43505507, GL43505599, GL43506263, GL43552681, GL43652115, GL43679962, GL43795068, GL43808722, GL43871160, GL43871804, GL43930153, GL43942814, GL43945600, GL43992492, GL43994888, GL44020037, GL44042688, GL44054579, GL44054827, GL44067656, GL44075019, GL44076789, GL44079912, GL44089928, GL44101178, GL44111735, GL44111815, GL44112269, GL44112347, GL44112526, GL44113184, GL44122742, GL44123185, GL44126792, GL44127144, GL44168066, GL44168631, GL44172983, GL44178031, GL44178379, GL44178470, GL44234251, GL44244353, GL44250073, GL44250321, GL44284044, GL44307753, GL44325990, GL44347292, GL44352014, GL44366461, GL44367379, GL44367403, GL44367942, GL44381260, GL44385816, GL44385922, GL44392602, GL44405471, GL44416853, GL44417009, GL44417632, GL44429607, GL44438558, GL44445762, GL44455138, GL44460018, GL44471587, GL44471871, GL44472005, GL44472345, GL44472513, GL44486156, GL44501575, GL44507398, GL44510754, GL44517312, GL44517708, GL44521385, GL44521412, GL44521621, GL44521643, GL44543235, GL44551942, GL44557685, GL44618668, GL44627701, GL44631000, GL44662503, GL44675867, GL44691849, GL44722017, GL44742883, GL44747037, GL44749171, GL44819604, GL44827305, GL44843354, GL44867240, GL44892650, GL44908191, GL44936971, GL44956034, GL44960766, GL44985218, GL44991438, GL45018217, GL45025281, GL45059899, GL45096027, GL45101788, GL45106841, GL45118836, GL45126258, GL45126274, GL45146037, GL45148097, GL45148423, GL45155931, GL45167720, GL45186721, GL45190169, GL45196642, GL45215650, GL45220523, GL45251847, GL45255629, GL45255781, GL45267298, GL45380272, GL45485758, GL45536438, GL45598585, GL45853656, GL45855645, GL45903747, GL45919065, GL46120766, GL46122979, GL46354588, GL46357723, GL46387099, GL46396674, GL46590154, GL46687100, GL46815354, GL46984653, GL46987289, GL46987372, GL47223363, GL47415377, GL47536517, GL48020969, GL48107601, GL48126914, GL48135341, GL48154032, GL48315146, GL48426194, GL48461493, GL48648581, GL48748343, GL48756459, GL48781275, GL48792275, GL48805422, GL48831801, GL48907328, GL48963871, GL49042919, GL50138491, GL50596383, GL50663178, GL50669511, GL50967393.

খেলাপি ঋণগ্রহীতার/ঋণগ্রহীতাদের নাম, বন্ধক রাখা স্বর্ণ জামানতের বিবরণ এবং সংশ্লিষ্ট ঋণদানকারী শাখার ঠিকানা সংশ্লিষ্ট ঋণদানকারী শাখা এবং উপরোক্ত নিলাম কেন্দ্রে প্রদর্শিত রয়েছে। এছাড়াও, IIFL-এর কাস্টমার কেয়ার 1860-267-3000 নম্বরে অথবা www.iifl.com ওয়েবসাইট থেকে এ-সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করা যেতে পারে।

নিলামের পূর্বে ঋণ পরিশোধের অধিকার: ঋণগ্রহীতা/ঋণগ্রহীতাগণ অথবা তাঁদের আইনগত উত্তরাধিকারীরা নিলামের তারিখ পর্যন্ত যেকোনো সময় ঋণচুক্তি এবং মূল তথ্যাবলীর বিবরণী (KFS)-এ উল্লিখিত হালনাগাদ সুদ ও প্রযোজ্য চার্জসহ সম্পূর্ণ বকেয়া অর্থ পরিশোধ করে ঋণ হিসাব বন্ধ বা নিয়মিত করতে পারবেন। সে ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ঋণ হিসাব নিলাম থেকে প্রত্যাহার করা হবে।

এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখে বা তার পরে যেসব ঋণ হিসাব বন্ধ বা নিয়মিত করা হবে, সেসব হিসাব থেকে প্রকাশনা-সংক্রান্ত আনুপাতিক ব্যয় আদায় করা হবে।

মৃত ঋণগ্রহীতার ক্ষেত্রে: ঋণগ্রহীতা মৃত্যুবরণ করে থাকলে, এই বিজ্ঞপ্তি এবং নিলামের শর্তাবলি তাঁর আইনগত উত্তরাধিকারীদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে।

সংরক্ষিত মূল্য: নিলামটি স্বর্ণ জামানতের বর্তমান মূল্যের ন্যূনতম 90% (যেসব ঋণ হিসাবের ক্ষেত্রে নিলাম দুইবার ব্যর্থ হয়েছে, সেসব ক্ষেত্রে 85%) সংরক্ষিত মূল্যের ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত হবে। এই মূল্য RBI Directions অনুযায়ী নির্ধারণ করা হবে।

বিক্রয়ের ভিত্তি: নিলাম "যেমন আছে যেখানে আছে", "যেমন আছে যা আছে" এবং "যা কিছু আছে" ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত হবে। আগ্রহী দরদাতাদের বিড করার আগে প্রদর্শিত স্বর্ণ জামানতের বিবরণ পরীক্ষা করে নিজ দায়িত্বে সন্তুষ্ট হওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

স্থগিতকরণ/প্রত্যাহার: ঋণ পরিশোধ বা ঋণ হিসাব নিয়মিতকরণ, কোনো আদালত বা কর্তৃপক্ষের আদেশ, অথবা পরিচালনাগত প্রয়োজনসহ যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ কারণবশত IIFL নিলাম স্থগিত করতে বা নিলাম থেকে কোনো ঋণ হিসাব প্রত্যাহার করতে পারে।

নিলামের তারিখ বা স্থান পরিবর্তন হলে, তা নিলাম কেন্দ্র এবং সংশ্লিষ্ট ঋণদানকারী শাখায় প্রদর্শন করা হবে।

যদি এই বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত তারিখে নিলাম অনুষ্ঠিত বা সম্পন্ন করা সম্ভব না হয়, তবে IIFL তার নিজস্ব বিবেচনায় যথাযথ নোটিশ প্রদানপূর্বক একই জেলা বা পার্শ্ববর্তী জেলায় পরবর্তী কোনো তারিখে নিলাম পরিচালনা বা অব্যাহত রাখতে পারে, অথবা অনলাইন নিলাম আয়োজন করতে পারে।

স্বার্থের সংঘাতের অনুপস্থিতি: RBI নির্দেশনাবলীর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে IIFL এবং তার সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহ নিলামে অংশগ্রহণ করবে না।

নিলামলব্ধ অর্থ: নিলামে প্রাপ্ত মূল্য এবং সমন্বয়কৃত বকেয়ার পূর্ণ বিবরণ ঋণগ্রহীতা/ঋণগ্রহীতাগণ অথবা তাঁদের আইনগত উত্তরাধিকারীদের প্রদান করা হবে। অতিরিক্ত অর্থ অবশিষ্ট থাকলে, নিলামলব্ধ সম্পূর্ণ অর্থ প্রাপ্তির 7 কার্যদিবসের মধ্যে (ঋণগ্রহীতার ব্যাংক-হিসাবের তথ্য উপলব্ধ থাকা সাপেক্ষে) তা ফেরত প্রদান করা হবে। তাই ঋণগ্রহীতাদের সংশ্লিষ্ট ঋণদানকারী শাখায় তাঁদের সর্বশেষ ব্যাংক-হিসাবের তথ্য হালনাগাদ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। কোনো ঘাটতি থাকলে, তা ঋণচুক্তির শর্তাবলি অনুযায়ী আদায়যোগ্য হবে।

বিস্তারিত তথ্য এবং শর্তাবলির জন্য অনুগ্রহ করে আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেড-এর সংশ্লিষ্ট ঋণদানকারী শাখায় (ঋণ হিসাবের তালিকার সঙ্গে প্রদর্শিত ঠিকানায়) যোগাযোগ করুন অথবা IIFL কাস্টমার কেয়ার 1860-267-3000 নম্বরে যোগাযোগ করুন।

স্বাক্ষরিত/-
অনুমোদিত স্বাক্ষরকারী
IIFL ফাইন্যান্স লিমিটেড

তারিখ: 07.09.2026
স্থান: বীরভূম

স্মার্টফোনের পর্দা ছেড়ে সংস্কৃতির উঠোনে ফিরুক শৈশব, রবিবার ঝাড়গ্রামে পড়ুয়াদের নিয়ে শিক্ষক দিবসের অনুষ্ঠান

স্বপ্নীল মজুমদার, ঝাড়গ্রা, ৬ সেপ্টেম্বরঃ মুঠোফোনের পর্দায় আঙুলের ছোঁয়ায় বদলে যাচ্ছে একের পর এক ছবি। রিল, মিম আর গেমের দুনিয়ায় হারিয়ে যাচ্ছে শৈশবের অনেকটা সময়। মাঠে দৌড়ে বেড়ানো, খেলতে খেলতে ঘাম ঝরানো কিংবা গান-বাজনার আসরে মেতে ওঠার বদলে ছোটদের বড় অংশের অবসর কাটছে এখন মোবাইলের পর্দাতেই। সেই শৈশবকে ফের মাটির কাছাকাছি, নিজেদের সংস্কৃতির পরিমণ্ডলে ফিরিয়ে আনার ভাবনাতেই শিক্ষক দিবসে অন্য রকম উদ্যোগ ঝাড়গ্রামে। শিক্ষক দিবস উপলক্ষে রবিবার ঝাড়গ্রামের একটি বেসরকারি লজে বিভিন্ন শ্রেণির প্রায় একশো ছাত্রছাত্রীকে নিয়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন গৃহশিক্ষিকা রুম্পা মাইতি। তাঁর উদ্যোগে এক দিনের জন্য পড়াশোনার গণ্ডি ছেড়ে সাংস্কৃতিক চর্চার আবহে মেতে ওঠে পড়ুয়ারা। গাছে জল ঢেলে প্রবীণ শিক্ষক-শিক্ষিকাদের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। পরে প্রবীণ শিক্ষক-শিক্ষিকাদের উত্তরীয় পরিয়ে সংবর্ধনা জানানো হয়। তাঁদের সম্মান জানানোর পাশাপাশি পড়ুয়াদের সামনে তুলে ধরা হয় সংস্কৃতির সঙ্গে প্রজন্মের যোগসূত্রের কথাও। অনুষ্ঠান জুড়ে ছিল নৃত্য, সংগীত ও তবলার পরিবেশনা। পড়ুয়ারা নিজেরাই স্বরচিত নাটক মঞ্চস্থ করে। গান, নাচ, বাদ্যযন্ত্র এবং অভিনয়ের মধ্য দিয়ে নিজেদের প্রতিভা তুলে ধরার সুযোগ পায় তারা। অনুষ্ঠানের আবহে বার বার ফিরে আসে নিজেদের শিকড়ের সঙ্গে যুক্ত থাকার প্রসঙ্গ। সংগীত, নৃত্য, বাদ্য-সহ নানা ক্ষেত্রে সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ভান্ডারের সঙ্গে ছোটদের পরিচয় করিয়ে দেওয়ার লক্ষ্যেই এই উদ্যোগ বলে জানান আয়োজক। রুম্পা মাইতি বলেন, ''অনুষ্ঠানের মূল লক্ষ্য, ছাত্রছাত্রীরা যেন নিজের সংস্কৃতির বৃত্তে থাকে। লেখাপড়ার পাশাপাশি সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল বজায় থাকাও দরকার।''

PURV FLEXIPACK LIMITED
Registered Office: Annapurna Apartment 23, Sarat Bose Road, 1st Floor, Suite - 1C, Kolkata - 700020, W.B, India
Phone: +91 33 40703238, Email Id: cs@purvflexipack.in, CIN: L25202WB2005PLC103086

NOTICE OF 21ST ANNUAL GENERAL MEETING

NOTICE is hereby given that the 21st Annual General Meeting (AGM) of Purv Flexipack Limited will be held on **Wednesday, the 30th September, 2026 at 11.30 A.M.** at the Registered Office of the Company at Annapurna Apartment, 23, Sarat Bose Road, 1st Floor, Suite - 1C, Kolkata - 700020, West Bengal IN to transact the business set out in the Notice dated **03rd September, 2026.**
Notice is also hereby given that the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from **Thursday, the 24th Day of September, 2026 to Wednesday, the 30th September, 2026** (both days inclusive) for the purpose of Annual General Meeting.
In compliance with the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 and Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules 2014, as amended. Secretarial Standard-2 and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015, the Company is pleased to provide its members the facility to cast their votes by electronic means as provided by Mufg Intime India Pvt Ltd (Formerly known as Link Intime India Pvt Ltd) on all the resolutions as set forth in the Notice of AGM.
Electronic copy of Notice of the 21st AGM including instructions for e-voting, Attendance Slip, Proxy Form and Annual report of the Company for the Financial Year 2025-26 have been sent to all the members whose email ids are registered either with the Registrar and Transfer Agents or with their respective depositories.
Members may note the following:
The Notice has been dispatched/emailed to all the members and the process has been completed by **Saturday, 05th September, 2026.**
The e-voting instructions form is integral part of the Notice of 21st AGM which is also displayed at Company's website at http://www.purvflexipack.in and also on the website of M/s Mufg Intime India Pvt Ltd website at **https://in.mpms.mufg.com/** and National Stock Exchange of India Limited **www.nseindia.com**.
The remote e-voting period commences on **Saturday, September 26, 2026 at 09.00 A.M** and shall end on **Tuesday, September 29, 2026 at 5.00 P.M.** The remote e-voting shall not be allowed beyond the said date and time.
Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may attend the meeting but shall not be entitled to cast their vote once again at the AGM.
The facility of voting through electronic voting/ballot paper, shall also be made available at the AGM for members who have not already cast their vote prior to the meeting by remote e-voting. The documents pertaining to the items of business to be transacted in the AGM are open for inspection at the Registered Office of the Company between 11.00 A.M. to 3.00 P.M. on all working days up to the date of AGM and also at the venue of the AGM.
The voting rights of members shall be in proportion to their share of the paid-up equity share capital of the Company as on the cut-off date of **Wednesday, September 23, 2026**. A person whose name is recorded in the Register of Members / Beneficial Owners as on the cut-off date i.e., **Wednesday, September 23, 2026** only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting at the AGM.
Any person who becomes member of the Company after dispatch of the Notice of the meeting and holding shares as on the cut-off date i.e., **Wednesday, September 23, 2026** should follow the same procedure for e-voting as mentioned in the notice of AGM which is displayed on the website of the Company. Members who are already registered with Mufg Intime India Pvt Ltd can use their existing user ID and password can cast their vote through remote e-voting.
In case you have queries or issues regarding e-voting, members may refer the FAQ's and e-voting manual available at **www.purvflexipack.in** under help section or write an email at **cs@purvflexipack.in** or may also contact Mrs. Vandana Thakkar, Company Secretary and Compliance Officer at the registered office of the Company.
The Company has appointed **Mr. Kuldeep Bothra (Proprietor of K. Bothra & Associates), Practicing Company Secretary (PCS), (Membership No. ACS 37452)**, as the scrutinizer to scrutinize the voting and remote e-voting process in a fair and transparent manner.

By Order of the Board of Directors
For Purv Flexipack Limited
Sd/-
Vandana Thakkar
Company Secretary and Compliance Officer

Place: Kolkata
Date: 07.09.2026

গণবিজ্ঞপ্তি
(অসচ্ছলতা ও দেউলিয়া বিষয়ক সংহিতা, ২০১৬-এর ১০২ ধারার অধীনে)
শ্রী সৌরভ পোদ্দারের (বালাজী এক্সপোর্টস লিমিটেডের ব্যক্তিগত জামিনদার)
পাওনাদারদের অবগতির জন্য

প্রাসঙ্গিক বিবরণ		
১.	ব্যক্তিগত জামিনদাতার নাম	শ্রী সৌরভ পোদ্দার
২.	ব্যক্তিগত জামিনদাতার ঠিকানা	২১, বেলভেদের রোড, আলিপুর, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০০০১
৩.	যে কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার ক্ষেত্রে গ্যারান্টি প্রদান করা হয়েছে তার নাম	বালাজি এক্সপোর্টস লিমিটেড
৪.	আবেদনটি মঞ্জুর করার আদেশের বিবরণ	০২.০৯.২০২৬ তারিখের আদেশ CP (IB)/1/GB/2025-এ মাননীয় জাতীয় কোম্পানি আইন ট্রাইব্যুনাল, গুয়াহাটি বেঞ্চ দ্বারা পাস হয়েছে
৫.	রেজোলিউশন প্রফেশনাল হিসেবে দায়িত্ব পালনকারী ইনসলভেন্সি প্রফেশনালের নাম ও নিবন্ধন নম্বর	নামঃ সন্দীপ খৈতান, আইবিবিআই রেজিস্ট্রেশন নং.- IBBUIPA-001/1P-P00532/2017-2018/10957
৬.	বোর্ডের কাছে নিবন্ধিত রেজোলিউশন প্রফেশনাল-এর ঠিকানা ও ই-মেইল	ঠিকানাঃ ২য় তল, সিঙ্ঘি অ্যান্ড কোং. সম্মতি প্লাজা, জি.এস. রোড, এবিসি এরিয়া, গুয়াহাটি, কামরূপ, আসাম -৭৮১০০৫, ইমেলঃ khaltansandeep@gmallcom
৭.	রেজোলিউশন প্রফেশনাল-এর সাথে যোগাযোগের জন্য ব্যবহৃতব্য ঠিকানা ও ই-মেইল	ঠিকানাঃ ২য় তল, সিঙ্ঘি অ্যান্ড কোং. সম্মতি প্লাজা, জি.এস. রোড, এবিসি এরিয়া, গুয়াহাটি, কামরূপ, আসাম -৭৮১০০৫, ইমেলঃ pgsp061025@gmallcom
৮.	দাবি পেশ করার শেষ তারিখ	২৫.০৯.২০২৬
৯.	দাবি পেশ করার জন্য প্রাসঙ্গিক ফর্মসমূহ	https://llbblgov.infenlhomeldovmloads

এতদ্বারা মাননীয় ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইব্যুনাল, গুয়াহাটি বেঞ্চ-এর পক্ষ থেকে জানানো যাচ্ছে যে, উক্ত বেঞ্চ CP (IB)/1/GB/2025 মামলায় ০২.০৯.২০২৬ তারিখের আদেশের মাধ্যমে ইনসলভেন্সি অ্যান্ড দেউলিয়া কোড, ২০১৬-এর ৯৫ ধারার অধীনে ইন্ডিয়ান ব্যাংক (পূর্বতন এলাহাবাদ ব্যাংক)-এর দাখিলকৃত আবেদনটি গ্রহণ করেছে এবং উক্ত কোডের ১০০ ধারার অধীনে শ্রী সৌরভ পোদ্দার (বালাজী এক্সপোর্টস লিমিটেড-এর ব্যক্তিগত জামিনদার)-এর বিরুদ্ধে দেউলিয়া সমাধান প্রক্রিয়া শুরুর নির্দেশ দিয়েছে।
এতদ্বারা শ্রী সৌরভ পোদ্দারের পাওনাদারদের আহ্বান জানানো হচ্ছে যে, তাঁরা যেন ৭ নম্বর ক্রমিকের বিপরীতে উল্লিখিত ঠিকানায় ফর্ম বি-তে প্রমাণসহ তাঁদের দাবিসমূহ ২৫.০৯.২০২৬ তারিখ বা তার আগে রেজোলিউশন প্রফেশনাল-এর কাছে জমা দেন।
পাওনাদারগণ ইলেকট্রনিক মাধ্যম, সরাসরি (হাতে-হাতে), রেজিস্টার্ড ডাক, স্পিড পোস্ট বা কুরিয়ারের মাধ্যমে প্রমাণসহ তাঁদের দাবিসমূহ জমা দিতে পারবেন।
প্রমাণসহ মিথ্যা বা বিভ্রান্তিকর দাবি দাখিল করলে ইনসলভেন্সি অ্যান্ড দেউলিয়া কোড, ২০১৬ এবং অন্যান্য প্রযোজ্য আইনের বিধান অনুযায়ী জরিমানা বা কারাদণ্ড হতে পারে।

স্বা/-
সন্দীপ খৈতান
রেজোলিউশন প্রফেশনাল
IP Reg. No.: IBBIRA-00111P-P00532/2017-2018110957

তারিখঃ ০৭.০৯.২০২৬
স্থানঃ গুয়াহাটি

COOL CAPS INDUSTRIES LIMITED
Registered Office: Annapurna Apartment 23, Sarat Bose Road, 1st Floor Suite - 1C, Kolkata- 700020, W.B, India
Phone: +91 33 40703238, Email Id: cs@coolcapsindustries.in, CIN: L27101WB2015PLC208523

NOTICE OF 11TH ANNUAL GENERAL MEETING

NOTICE is hereby given that the 11th Annual General Meeting (AGM) of Cool Caps Industries Limited will be held on **Wednesday, the 30th September, 2026 at 11.00 A.M.** at the Registered Office of the Company at Annapurna Apartment, 23, Sarat Bose Road, 1st Floor, Suite - 1C, Kolkata - 700020, West Bengal IN to transact the business set out in the Notice dated **03rd September, 2026.**
Notice is also hereby given that the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from **Thursday, the 24th Day of September, 2026 to Wednesday, the 30th September, 2026** (both days inclusive) for the purpose of Annual General Meeting.
In compliance with the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 and Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules 2014, as amended. Secretarial Standard-2 and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015, the Company is pleased to provide its members the facility to cast their votes by electronic means as provided by Mufg Intime India Pvt Ltd (Formerly known as Link Intime India Pvt Ltd) on all the resolutions as set forth in the Notice of AGM.
Electronic copy of Notice of the 11th AGM including instructions for e-voting, Attendance Slip, Proxy Form and Annual report of the Company for the Financial Year 2025-26 have been sent to all the members whose email ids are registered either with the Registrar and Transfer Agents or with their respective depositories.
Members may note the following:
The Notice has been dispatched/emailed to all the members and the process has been completed by **Saturday, 05th September, 2026.**
The e-voting instructions form is integral part of the Notice of 11th AGM which is also displayed at Company's website at **www.coolcapsindustries.in** and also on the website of M/s Mufg Intime India Pvt Ltd website at **https://in.mpms.mufg.com/** and National Stock Exchange of India Limited **www.nseindia.com**.
The remote e-voting period commences on **Saturday, September 26, 2026 at 09.00 A.M** and shall end on **Tuesday, September 29, 2026 at 5.00 P.M.** The remote e-voting shall not be allowed beyond the said date and time.
Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may attend the meeting but shall not be entitled to cast their vote once again at the AGM.
The facility of voting through electronic voting/ballot paper, shall also be made available at the AGM for members who have not already cast their vote prior to the meeting by remote e-voting. The documents pertaining to the items of business to be transacted in the AGM are open for inspection at the Registered Office of the Company between 11.00 A.M. to 3.00 P.M. on all working days up to the date of AGM and also at the venue of the AGM.
The voting rights of members shall be in proportion to their share of the paid-up equity share capital of the Company as on the cut-off date of **Wednesday, September 23, 2026**. A person whose name is recorded in the Register of Members /Beneficial Owners as on the cut-off date i.e., **Wednesday, September 23, 2026** only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting at the AGM.
Any person who becomes member of the Company after dispatch of the Notice of the meeting and holding shares as on the cut-off date i.e., **Wednesday, September 23, 2026** should follow the same procedure for e-voting as mentioned in the notice of AGM which is displayed on the website of the Company. Members who are already registered with Mufg Intime India Pvt Ltd can use their existing user ID and password can cast their vote through remote e-voting.
In case you have queries or issues regarding e-voting, members may refer the FAQ's and e-voting manual available at **www.coolcapsindustries.in** under help section or write an email at **cs@coolcapsindustries.in** or may also contact Mr. Arijit Ghosh, Company Secretary and Compliance Officer at the registered office of the Company.
The Company has appointed **Mr. Kuldeep Bothra (Proprietor of K. Bothra & Associates), Practicing Company Secretary (PCS), (Membership No. ACS 37452)**, as the scrutinizer to scrutinize the voting and remote e-voting process in a fair and transparent manner.

By Order of the Board of Directors
For Cool Caps Industries Limited
Sd/-
Arijit Ghosh
Company Secretary and Compliance Officer

Place: Kolkata
Date: 07.09.2026

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Executive Engineer (Roads), KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the followintg works:

(1) NIT No. : KMC/ROADS/2026-2027/226 (1st Call)

Name of the Work: **Washing and colouring of KERB and railing at different Stretches Sarat Bose Road and Rash Behari Avenue under Br- VIII**; Estimated Amount (including GST and CESS): **Rs. 4,98,862.43**; Earnest Money: **Rs. 10,000.00**. Period of Completion: **60 days;**

(2) NIT No. : KMC/ROADS/2026-2027/227 (1st Call)

Name of the Work: **Washing and colouring of KERB and railing at different Stretches of S. P. M. Road and Ekdalia Road under Br- VIII**; Estimated Amount (including GST and CESS): **Rs. 4,94,751.73**; Earnest Money: **Rs. 9,900.00**. Period of Completion: **60 days;** Last date and time of submission of bid(s) : **19.09.2026 - 12 noon [For Sl. No. 1 & 2];** The bid forms and other details are available on and from **08.09.2026 - 12 noon** from the website **https://wbtenders.gov.in[For Sl. No. 1 & 2].**

The **Dy. C.E. (M)/ EWS, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the followintg work:

NIT No. : KMC/EWS/ELEC/JS/01/2026-27/R

Name of the Work: **Upkeeping of all official's Office Room on regular basis at Administrative Building Premises under EWS**; Estimated Amount: **Rs. 2,78,456.00**; Earnest Money: **Rs. 6,000.00**. Period of Completion: **180 days;** Last date and time of submission of bid (online) : **16.09.2026 - 12 noon;** The bid forms and other details are available on and from **05.09.2026 - 3 p.m.** from the website **https:// wbtenders.gov.in**

The **Dy. C.E. (M)/S&D, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the followintg work:

NIT No. : KMC/DG (S_D)/BDPS/AP-1/26-27 (1st Call)

Name of the Work: **Urgent repairing on Plummer Blocks, Bolts, Structural of I-Section Beams and others allied works at NMPS under BDPS**; Estimated Amount: **Rs. 1,79,187.00**; Earnest Money: **Rs. 3,600.00**. Period of Completion: **10 days;** Last date and time of submission of bid :**15.09.2026 at 5 p.m.;** The bid forms and other details are available on and from **05.09.2026 - 5 p.m.** from the website **https://wbtenders.gov.in**

The **Executive Engineer (Civil), Br-XV, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the followintg works:

(1) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XV/137/010/2026-2027/R

Name of the Work : **Repairing of miscelleneous civil works at R-22 Masjid Talab Haji Raisuddin K.M.C.P. School in Ward No. 137, Br-XV**; Estimated Amount (including GST and CESS): **Rs. 1,49,181.69**; Earnest Money: **Rs. 3,000.00**. Period of Completion: **120 days;**

(2) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XV/137/011/2026-2027/D

Name of the Work : **Repairing of paver block passage near H/No.- R-129/A, R-122, R-140, S-208, S-203 etc. and at different places in Ward No. 137, under Br.-XV**; Estimated Amount (including GST and CESS): **Rs. 2,88,807.73**; Earnest Money: **Rs. 5,800.00**. Period of Completion: **120 days;** Last date and time of submission of bid : **16.09.2026 - 11 a.m. [For Sl. No. 1 & 2];** Date and time of openmoing of tender **: 18.09.2026 - 11 a.m. [For Sl. No. 1 & 2];** The bid forms and other details are available on and from **07.09.2026 - 5 p.m.** from the website **https://etender.wb.nic.in[For Sl. No. 1 & 2].**

450/26-27

পৃথিবীর বাইরে মানুষের নতুন ঠিকানা খুঁজছেন শুভাংশু শুক্লা

বিশেষ প্রতিবেদক ঃ মহাকাশ গবেষণায় একের পর এক নতুন মাইলফলক তৈরি করছে ভারত। চাঁদ থেকে মঙ্গল-পৃথিবীর বাইরের জগ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহে ইতিমধ্যেই একাধিক সফল অভিযান চালিয়েছে ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা ইসরো। এবার গবেষণার লক্ষ্য আরও বড়। পৃথিবীর বাইরে কোথায় মানুষের বসতি তৈরি করা সম্ভব, সেই সম্ভাবনাই খতিয়ে দেখতে নতুন পরীক্ষানিরীক্ষায় নেমেছেন ভারতের ' তথা মহাকাশচারী শুভাংশু শুক্লা।এই গুরুত্বপূর্ণ গবেষণার নাম দেওয়া হয়েছে 'ভীম নামটির মধ্যেই রয়েছে 'আত্মনির্ভর ভারত'-এর ভাবনা। ' পূর্ণরূপ ভারতীয় হ্যাবিটেবল এক্সপ্যান্ডেবল এক্সট্রাটেরিস্ট্রিয়াল হ্যাবিটেট। মূলত ভারতীয় প্রযুক্তি ও গবেষণার মাধ্যমে পৃথিবীর বাইরে মানুষের বসবাসের উপযোগী পরিবেশ তৈরি করা যায় কি না, সেই প্রশ্নের উত্তর খোঁজাই এই প্রকল্পের অন্যতম উদ্দেশ্য। শুভাংশু শুক্লা সম্প্রতি তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে এই গবেষণার কথা জানিয়েছেন। তাঁর বক্তব্য, পৃথিবীর বাইরে স্থায়ীভাবে মানুষের বসতি গড়ে তোলা অত্যন্ত কঠিন কাজ। মহাকাশের চরম পরিবেশ, তীব্র বিকিরণ, তাপমাত্রার ব্যাপক তারতম্য এবং জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় উপাদানের অভাব-সব মিলিয়ে সেখানে মানুষের দীর্ঘমেয়াদি বসবাস বড় চ্যালেঞ্জ। তবে সেই চ্যালেঞ্জকে এড়িয়ে

যাওয়ার সুযোগ নেই বলেই মনে করেন শুভাংশু। তাঁর মতে, ভবিষ্যতের মহাকাশ গবেষণার পাশাপাশি পৃথিবীর বাইরে মানুষের জন্য বিকল্প আবাসস্থল খুঁজে বের করাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ চাঁদ, মঙ্গল বা অন্য কোনও মহাজাগতিক গন্তব্যে মানুষের উপস্থিতি বাড়লে সেখানে নিরাপদ ও টেকসই বাসস্থান গড়ে তোলার প্রয়োজনও বাড়বে। শুভাংশুর মতে, এই কাজ শুরু করার জন্য এখনই উপযুক্ত সময়। আজ থেকে গবেষণা শুরু না করলে আগামী কয়েক দশকেও কাঙ্ক্ষিত অগ্রগতি সম্ভব নাও হতে পারে। পৃথিবীর বাইরে বসতি গড়ার ক্ষেত্রে প্রথমেই বিশাল বাড়ি বা স্থায়ী কাঠামো তৈরি করার প্রয়োজন নেই। বরং তার আগে খুঁজে বের করতে হবে-কোন পরিবেশ মানুষের বসবাসের জন্য তুলনামূলকভাবে নিরাপদ এবং সেখানে কী ধরনের কৃত্রিম পরিবেশ তৈরি করা সম্ভব। আর সেই লক্ষ্যেই প্রয়োজন ধারাবাহিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং অত্যাধুনিক প্রযুক্তি। কোন উপাদান ব্যবহার করে মহাকাশের বিকিরণ থেকে মানুষকে সুরক্ষিত রাখা যাবে, কীভাবে প্রয়োজনীয় বায়ু ও তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে, সীমিত সম্পদের মধ্যে কীভাবে দীর্ঘদিন জীবনধারণের ব্যবস্থা করা যায়-এ ধরনের একাধিক প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে হবে। শুভাংশুর এই উদ্যোগের গুরুত্ব আরও বেড়ে যায় তাঁর সাম্প্রতিক মহাকাশ-অভিজ্ঞতার কারণে। আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে থাকার অভিজ্ঞতা তাঁকে মহাকাশে মানুষের দৈনন্দিন জীবন ও গবেষণার বাস্তব সমস্যাগুলি কাছ থেকে দেখার সুযোগ দিয়েছে। ফলে পৃথিবীর বাইরে দীর্ঘমেয়াদি মানব উপস্থিতির প্রয়োজনীয়তা তাঁর কাছে আরও স্পষ্ট। ভারতের মহাকাশ কর্মসূচিও বর্তমানে দ্রুত বিস্তৃত হচ্ছে। নজরদারি ও যোগাযোগ উপগ্রহ থেকে শুরু করে চন্দ্র ও মঙ্গল অভিযান-বিভিন্ন ক্ষেত্রে দেশের সক্ষমতা বাড়ছে। ভবিষ্যতে মানুষকে আরও দূরের মহাকাশে পাঠানোর পরিকল্পনার সঙ্গে তাল মিলিয়ে প্রয়োজন হবে দীর্ঘমেয়াদি মানব বসতির প্রযুক্তি। সেই দিক থেকে 'শুধু একটি পরীক্ষামূলক প্রকল্প নয় ভবিষ্যতের ভারতীয় মহাকাশ গবেষণার একটি গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি হয়ে উঠতে পারে। পৃথিবীর বাইরে মানুষের দ্বিতীয় ঠিকানা আদৌ সম্ভব কি না, তা হয়তো এখনই বলা সম্ভব নয়। কিন্তু সেই সম্ভাবনার দরজা খুলে দিতেই শুভাংশু শুক্লার এই উদ্যোগ নিঃসন্দেহে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

উত্তর সিকিমে ভয়াবহ ভূমিধস, পাহাড়ের ধাক্কায় অবরুদ্ধ তিস্তা!

মঙ্গন, ৬ সেপ্টেম্বর ঃ উত্তর সিকিমে ফের বড়সড় ভূমিধস। পাহাড় কেটে রাস্তা নির্মাণের কাজ চলাকালীন শনিবার গভীর রাতে মঙ্গন জেলার তিস্তা ও চ্যাকুং নদীর সঙ্গমস্থলের কাছে পাহাড়ের একটি বিশাল অংশ হঠাৎ ধসে পড়ে। প্রবল শব্দে পাহাড়ের মাটি ও পাথর নেমে এসে নদীর স্বাভাবিক প্রবাহ আংশিকভাবে আটকে দেয়। ঘটনায় তিস্তার জল ঘোলা হয়ে গিয়েছে। পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝে নদীর নিম্নপ্রবাহ বা ডাউনস্ট্রিম এলাকায় জারি করা হয়েছে 'রেড অ্যালার্ট'। মঙ্গন জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার মাঝরাতে তিস্তা ও চ্যাকুং নদীর সঙ্গমস্থলের কাছে থেং টানেলের বিপরীতে নাগা জঙ্গল এলাকায় এই ভূমিধসের ঘটনা ঘটে। সেখানে 'নাগা-তোসা রোড'-এর নতুন রাস্তা তৈরির জন্য পাহাড়ের ঢাল কাটা হচ্ছিল। সেই কাটা অংশেরই বড় একটি অংশ আচমকা ধসে নদীর দিকে নেমে আসে। ফলে তিস্তা ও চ্যাকুং-দুই নদীর প্রবাহই সাময়িকভাবে ব্যাহত হয়। তবে প্রশাসনের তরফে এখনও পর্যন্ত বড় কোনও বিপর্যয়ের খবর দেওয়া হয়নি। আধিকারিকরা জানিয়েছেন, দুই নদীতেই জল জমার পরিস্থিতি তৈরি হলেও তিস্তার জলপ্রবাহ সম্পূর্ণ বন্ধ হয়নি। নদীর জল আংশিকভাবে প্রবাহিত হচ্ছে এবং পরিস্থিতি আপাতত নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। এখনও পর্যন্ত কোনও হতাহতের খবরও পাওয়া যায়নি। তবে বিপদ পুরোপুরি কেটে যায়নি। ভূমিধসের কারণে নদীর পথে যে প্রাকৃতিক বাধা তৈরি হয়েছে, সেটিই প্রশাসনের কাছে সবচেয়ে বড় উদ্বেগের কারণ। সেই বাধা হঠাৎ

ভেঙে গেলে জমে থাকা জল একসঙ্গে নিচের দিকে নেমে গিয়ে ভয়াবহ পরিস্থিতি তৈরি করতে পারে। সেই সম্ভাবনা মাথায় রেখেই তিস্তার নিম্নপ্রবাহে সতর্কতা বাড়ানো হয়েছে। প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, সঙ্কলং ওপি এবং ফিডাং ওপি এলাকায় নদীর জলস্তর আপাতত স্বাভাবিক রয়েছে। তবে জল ঘোলা হয়ে যাওয়ায় পরিস্থিতির দিকে কড়া নজর রাখা হচ্ছে। নদীর জলস্তর নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে। একই সঙ্গে পুলিশ কন্ট্রোল রুমকেও সতর্ক রাখা হয়েছে। মঙ্গন জেলা প্রশাসনের আধিকারিকরা ভূমিধস কবলিত এলাকা এবং তিস্তার নদীতীরবর্তী অঞ্চল পরিদর্শন ও নজরদারি জোরদার করেছেন। সম্ভাব্য বিপদের কথা মাথায় রেখে নদীর নিম্নপ্রবাহের বাসিন্দাদের সতর্ক করেছে প্রশাসন। বিশেষ করে নদীর কাছাকাছি বসবাসকারী মানুষকে নিরাপদ জায়গায় সরে যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। রবিবার সকাল থেকেই বিভিন্ন এলাকায় মাইকিং করে বাসিন্দাদের সতর্ক করা হচ্ছে। প্রশাসনের আশঙ্কা, ভূমিধসের ফলে তৈরি হওয়া প্রাকৃতিক বাঁধ যদি হঠাৎ ভেঙে যায়, তা হলে বিপুল পরিমাণ জল দ্রুত নিচের দিকে নেমে যেতে পারে। সেক্ষেত্রে প্রথম ধাক্কা পৌঁছতে পারে সিকিমের তিস্তাতীরবর্তী এলাকায়। এরপর পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হলে কালিম্পং, দার্জিলিং এবং জলপাইগুড়ির কিছু এলাকাতেও হড়পা বানের মতো আকস্মিক জলস্রোতের প্রভাব পড়তে পারে। এই আশঙ্কায় সাধারণ মানুষকে নদীর ধারে না যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। শ্রমিক, মৎস্যজীবী এবং গাড়িচালকদের বিশেষভাবে সতর্ক করা হয়েছে। পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত নদীতে মাছ ধরা থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে। পাশাপাশি তিস্তার উপর থাকা ঝুলন্ত সেতু এবং পথচারী সেতু ব্যবহার না করারও পরামর্শ দিয়েছে প্রশাসন। উত্তর সিকিমের পাহাড়ি এলাকায় বর্ষা ও ভূমিধসের ঝুঁকি নতুন নয়। তবে নদীর প্রবাহের পথে পাহাড়ের বিশাল অংশ ধসে পড়ায় এবার পরিস্থিতি আরও উদ্বেগজনক। প্রশাসনের নজর এখন একদিকে ভূমিধসের জায়গায়, অন্যদিকে তিস্তার জলস্তরের উপর। আপাতত কোনও প্রাণহানি না হলেও নদীর গতিপথে তৈরি হওয়া বাধা কতটা স্থায়ী এবং সেটি ভেঙে গেলে কী পরিস্থিতি তৈরি হবে-সেদিকেই তাকিয়ে সিকিম থেকে উত্তরবঙ্গের প্রশাসন।

শিয়ালদহ ইয়ার্ডে নিরাপদ ও নির্বিঘ্ন ট্রেন চলাচলের লক্ষ্যে বড় ধরনের ট্র্যাক উন্নয়ন কাজ সফলভাবে সম্পন্ন

কলকাতা, ৬ সেপ্টেম্বরঃ পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার শ্রীমতী গীতিকা পাণ্ডের দিকনির্দেশনা ও নেতৃত্বে পূর্ব রেল গত ৫ আগস্ট, ২০২৬ তারিখে শিয়ালদহ ইয়ার্ডে একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিকাঠামোগত উন্নয়নমূলক কাজ সফলভাবে সম্পন্ন করেছে। নির্ধারিত ট্রাফিক ব্লক এর মাধ্যমে এই গুরুত্বপূর্ণ ট্র্যাক নবীকরণ ও আধুনিকীকরণের কাজটি সম্পাদিত হয়। ট্রাফিক ব্লকটি মধ্য রাত ১২ টা থেকে সকাল ৭টা পর্যন্ত মঞ্জুর করা হলেও, সিগন্যাল ইঃটারলকিং-৪ এবং যথাযথ পত্রালাপের মাধ্যমে তা নির্ধারিত সময়ের আগেই সকাল ৬টা ৪০ মিনিটেই সফলভাবে বাতিল করা হয়। শিয়ালদহ স্টেশন সীমার অন্তর্গত ডাউন মেন লাইন - এর কিলোমিটার ০১৭L থেকে ০২০M-এর মধ্যে সিনিয়র সেকশন ইঞ্জিনিয়ারপার্মানেন্ট ওয়েশিয়ালদহ -এর তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ কাজটি সম্পন্ন হয়। এর মূল লক্ষ্য ছিল রেলযাত্রীদের জন্য আরও নিরাপদ ও নির্বিঘ্ন ট্রেন চলাচল নিশ্চিত করা। শিয়ালদহ ডিভিশনের ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার শ্রী রাজীব সাক্সেনার সার্বিক তত্ত্বাবধানে নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যেই ট্র্যাক আধুনিকীকরণের কাজটি নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করা হয়। এই গুরুত্বপূর্ণ কাজের আওতায় একাধিক উল্লেখযোগ্য উন্নয়নমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এর মধ্যে ছিল ৫২ কিলোগ্রাম রেল থেকে ৬০

কিলোগ্রাম রেলে পয়েন্ট নম্বর ২০৮A২০৯B (ডাবল স্লিপ সুইচ) এবং ২০৬B (১ ইন ৮.৫ টার্নআউট)-এর সম্পূর্ণ ফিটিংস-সহ রূপান্তর ৬টি স ৬.৫ মিটার প্রিফ্যাব্রিকেটেড ৬০ কিলোগ্রাম গ্লুড ইনসুলেটেড রেল জয়েন্ট স্থাপন মোট ১১২.০০ মিটার ৬০ কিলোগ্রাম রেল স্থাপন এবং সিগন্যাল ও টেলিকমিউনিকেশন বিভাগের মাধ্যমে ৩টি পয়েন্ট মোটরকে ইন্ডিয়ান রেলওয়ে স্ট্যান্ডার্ড থেকে উন্নত ইন্ডিয়ান রেলওয়ে স্ট্যান্ডার্ড এ গ্রাউন্ড ফিটিংস-সহ পরিবর্তন। এই বৃহৎ পরিকাঠামোগত উন্নয়নমূলক কাজে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক কর্মী ও সরঞ্জাম নিয়োজিত করা হয়। এর মধ্যে ছিলেন ৮০ জন শ্রমিক, ৬টি ফিটার ব্যাচ, ১টি গ্যাস কাটিং সেট, ৬ জন ডিপার্টমেন্টাল ফিটার এবং ৪২ জন ডিপার্টমেন্টাল ট্র্যাকম্যান। কাজের অগ্রগতি পরিদর্শন ও পরিচালনার জন্য ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন অ্যাডিশনাল ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার শিয়ালদহ, সিনিয়র ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার১ শিয়ালদহ এবং অ্যাসিস্ট্যান্ট সিগন্যাল ও টেলিকমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ার শিয়ালদহ -সহ অন্যান্য সিনিয়র আধিকারিকরা। এই গুরুত্বপূর্ণ পরিকাঠামোগত সাফল্য সম্পর্কে পূর্ব রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক শ্রী শিবরাম মাঝি বলেন, শিয়ালদহ ইয়ার্ডে ৫২ কিলোগ্রাম থেকে ৬০ কিলোগ্রাম রেল সেকশনে ট্র্যাক ফিটিংস ও লেআউটের রূপান্তর এবং পয়েন্ট মোটর প্রতিস্থাপন আমাদের অন্যতম ব্যস্ত টার্মিনাল ইয়ার্ডে ট্রেনের নিরাপত্তা বৃদ্ধি ও পরিচালনগত দক্ষতা উন্নত করার ক্ষেত্রে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। সমস্ত যাত্রীর জন্য নিরাপদ, নির্ভরযোগ্য ও নির্বিঘ্ন রেলযাত্রা নিশ্চিত করতে পরিকাঠামোর আধুনিকীকরণে পূর্ব রেল নিরন্তর প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

'রাজ ছবির সেই সুন্দরী অশরীরী মালিনী বলিউড ছেড়ে পাহাড়ে চাষবাস

মুম্বাই সংবাদদাতা, মুম্বাই, ৬ সেপ্টেম্বর ঃ একসময় বড় পর্দায় তাঁর উপস্থিতি দর্শকদের মনে দাগ কেটেছিল। মডেলিং দিয়ে কেরিয়ার শুরু, জনপ্রিয় মিউজিক ভিডিওতে কাজ, তারপর টেলিভিশন এবং শেষ পর্যন্ত বলিউডে পা। ২০০২ সালে মুক্তি পাওয়া 'রাজ ছবিতে মালিনীর চরিত্রে অভিনয় করে রাতারাতি পরিচিতি পেয়েছিলেন অভিনেত্রী মালিনী শর্মা। ছবিতে তাঁর রহস্যময় উপস্থিতি এবং ' অশরীরী'র চরিত্র আজও হিন্দি সিনেমার দর্শকদের মনে গেঁথে রয়েছে। কিন্তু জনপ্রিয়তার শিখরে পৌঁছেও হঠাৎ করেই যেন গ্ল্যামার দুনিয়া থেকে নিজেকে সরিয়ে নেন তিনি। তারপর কেটে গিয়েছে প্রায় ২৩ বছর। এতদিন মালিনী শর্মাকে প্রায় দেখাই যায়নি ক্যামেরার সামনে। কোথায় গেলেন তিনি? কী করছেন এখন? সম্প্রতি সোশ্যাল মিডিয়ায় নিজের বর্তমান জীবনের ঝলক ভাগ করে নেওয়ার পর সেই প্রশ্নের উত্তরই দিয়েছেন অভিনেত্রী। বলিউডের ঝলমলে জীবন থেকে অনেক দূরে এখন মালিনীর ঠিকানা মহারাষ্ট্রের সহ্যাদ্রি পাহাড়। শহরের ব্যস্ততা এবং একঘেয়ে জীবন থেকে বেরিয়ে প্রকৃতির কোলে নিজের মতো করে জীবন কাটানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তিনি।

শিলিগুড়িতে পরিকাঠামো উন্নয়ন ও যাত্রী-সুবিধা সংক্রান্ত কাজ পরিদর্শনে উত্তর পূর্ব সিমান্ত রেলের জি এম

মালিগাঁও, ৬ সেপ্টেম্বরঃ উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার শ্রী চেতন কুমার শ্রীবাস্তব ৫ সেপ্টেম্বর ২০২৬ তারিখে শিলিগু।রি ডিজেল লোকো শেড এবং শিলিগুড়ি স্টেশন পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে তিনি চলমান গুরুত্বপূর্ণ পরিকাঠামো উন্নয়ন কাজ, যাত্রী-সুবিধা সংক্রান্ত প্রকল্প এবং পরিচালনগত দক্ষতা বৃদ্ধি ও যাত্রীদের সামগ্রিক ভ্রমণ অভিজ্ঞতা উন্নত করার লক্ষ্যে গ্রহণ করা অন্যান্য পদক্ষেপগুলির পর্যালোচনা করেন। পরিদর্শনকালে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের মুখ্য কার্যালয় ও কাটিহার ডিভিশনের বরিষ্ঠ আধিকারিকরা জেনারেল ম্যানেজারের সঙ্গে ছিলেন। শিলিগুড়ির ডিজেল লোকো শেডে, জেনারেল ম্যানেজার বিদ্যমান পরিকাঠামো, লোকোমোটিভ রক্ষণাবেক্ষণ সুবিধা এবং বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন। তিনি রক্ষণাবেক্ষণ কাজের ক্ষেত্রে সুরক্ষা, নির্ভরযোগ্যতা ও দক্ষতার উচ্চমান বজায় রাখার পাশাপাশি বিদ্যমান সুযোগ-সুবিধার কার্যকর ব্যবহারের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। শিলিগুড়ি রেলওয়ে স্টেশনে শ্রী চেতন কুমার শ্রীবাস্তব বিভিন্ন উন্নয়নমূলক ও যাত্রী-সুবিধা সংক্রান্ত কাজের অগ্রগতি পর্যালোচনা করেন এবং চলমান ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের সঙ্গে আলোচনা করেন। শিলিগুড়িতে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজ চলছে, যার মধ্যে 'অমৃত ভারত স্টেশন স্কিম'-এর অধীনে স্টেশনটির পুনর্বিকাশ রয়েছে। এই পুনর্বিকাশ কাজের মধ্যে একটি নতুন ফুট ওভার ব্রিজ নির্মাণ, ২ ও ৩ নম্বর প্ল্যাটফর্মে পিপি শেড-এর ব্যবস্থা করা এবং একটি নতুন স্টেশন ভবন নির্মাণ রয়েছে।জেনারেল ম্যানেজার শিলিগু।-আলুয়াবাড়ী রোড এবং শিলিগুড়ি-নিউ জলপাইগুড়ী সেকশনে ডাবলিং কাজের অগ্রগতিও পর্যালোচনা করেন। তিনি আধুনিক ও যাত্রী-বান্ধব রেল পরিকাঠামো গড়ে তোলার ওপর গুরুত্বারোপ করে গুণমান, সুরক্ষা ও যাত্রীদের স্বাচ্ছন্দ্যের উচ্চমান নিশ্চিত করার পাশাপাশি নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে চলমান সমস্ত কাজ সম্পন্ন করার ওপর জোর দেন।পরিদর্শন কার্যসূচির অংশ হিসেবে, জেনারেল ম্যানেজার কামাখ্যা থেকে নিউ বঙাইগাঁও পর্যন্ত 'উইন্ডো-ট্রেলিং' পরিদর্শনও করেন। পরিদর্শনকালে তিনি ট্র্যাক, রেলওয়ে কাঠামো এবং সদ্য চালু হওয়া কাজগুলির অবস্থা খতিয়ে দেখেন, পাশাপাশি ওই সেকশনে চলমান উন্নয়নমূলক কাজেরও পর্যালোচনা করেন।

বেঙ্গালুরুতে প্রথমবারের মতো শুরু হল ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ম্যানেজমেন্ট বেঙ্গালুরু

বেঙ্গালুরু, ৬ সেপ্টেম্বর ঃ ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ম্যানেজমেন্ট বেঙ্গালুরু (IIM Bangalore) তাদের B,Sc (Hons) in Data Sciences এবং Economics-এর প্রথম ব্যাচকে স্বাগত জানাল। ৩১ আগস্ট আয়োজিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ম্যানেজমেন্ট বেঙ্গালুরু - দোরাবজি টাটা স্কুল অফ আন্ডারগ্র্যাজুয়েট স্টাডিজ-এর আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হল। এর মাধ্যমে বিশ্বের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় ম্যানেজমেন্ট স্কুল হিসেবে IIM বেঙ্গালুরু প্রথমবারের মতো আন্ডারগ্র্যাজুয়েট শিক্ষাক্ষেত্রে প্রবেশ করল। অনুষ্ঠানে প্রতিষ্ঠানের নেতৃত্ব, শিক্ষক-শিক্ষিকা, প্রাক্তন ডিরেক্টর, টাটা ট্রাস্টসের সদস্য এবং অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিদের পাশাপাশি ২০ টি রাজ্য থেকে প্রথম ব্যাচের ৮০ জন শিক্ষার্থী উপস্থিত ছিলেন। বক্তারা বারবার এই দিনটিকে ভারতীয় শিক্ষাক্ষেত্রের একটি ' মুহূর্ত' হিসেবে উল্লেখ করেন। অনুষ্ঠানের সূচনায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন প্রফেসর মুক্তা কুলকার্নি, Officiating Dean, UG Programmes এবং Dean, Programmes, IIM Bangaloreú তিনি শিক্ষার্থী, শিক্ষক-শিক্ষিকা, প্রাক্তন ডিরেক্টর, টাটা ট্রাস্টসের সদস্য এবং অনুষ্ঠানে উপস্থিত বিশিষ্ট অতিথিদের স্বাগত জানান। এরপর প্রার্থনা এবং মঞ্চে উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের দ্বারা প্রদীপ প্রজ্বালনের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিক অনুষ্ঠানের সূচনা হয়।

লখনউ জংশন-ছত্রপতি শিবাজি মহারাজ টার্মিনাস একক যাত্রার বিশেষ ট্রেন

গোরখপুর, ০৬ সেপ্টেম্বরঃ যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড়ের কথা মাথায় রেখে রেল প্রশাসন সোমবার, ০৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে ০২৫৩৩ লখনউ জংশন-ছত্রপতি শিবাজি মহারাজ টার্মিনাস একক যাত্রার বিশেষ ট্রেনটি নিম্নোক্তভাবে পরিচালনা করবে।০২৫৩৩ লখনউ জংশন-ছত্রপতি শিবাজি মহারাজ টার্মিনাস একক যাত্রার বিশেষ ট্রেনটি সোমবার, ০৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে ১৭.১০ ঘটিকায লখনউ জংশন থেকে যাত্রা শুরু করবে এবং ১৮.২৭ ঘটিকায় উন্নাও, ১৯.১৫ ঘটিকায় কানপুর সেন্ট্রাল, ২০.৪৪ ঘটিকায় ওরাই এবং বীরঙ্গনা লক্ষ্মীবাই ঝাঁসি জংশনে পৌঁছাবে। রাত ২২৫৩ মিনিটে যাত্রা শুরু করে, পরের দিন এটি ললিতপুর থেকে রাত ১২.০৭ মিনিটে, ভোপাল থেকে ভোর ০৩.১৫ মিনিটে, রানি কমলাপতি থেকে ভোর ০৩.২৯ মিনিটে, ইটারসি থেকে ভোর ০৫.০৫ মিনিটে, খান্ডওয়া থেকে সকাল ০৮.০০ মিনিটে, ভুসাওয়াল থেকে সকাল ০৯.৫৫ মিনিটে, মানমাদ থেকে দুপুর ১২.২০ মিনিটে, নাসিক রোড থেকে দুপুর ০১.২৮ মিনিটে, ইগাতপুরি থেকে দুপুর ০২.৩২ মিনিটে, কল্যাণ জংশন থেকে বিকেল ০৪.০৫ মিনিটে এবং দাদার থেকে বিকেল ০৫.০৫ মিনিটে ছেড়ে সন্ধ্যা ০৬.৩০ মিনিটে ছত্রপতি শিবাজি মহারাজ টার্মিনাসে পৌঁছাবে।এই ট্রেনে মোট ২১টি কোচ স্থাপন করা হবে, যার মধ্যে রয়েছে ০১টি জেনারেটর কাম লাগেজ ভ্যান, ০৪টি জেনারেল সেকেন্ড ক্লাস কোচ, ০৪টি স্লিপার ক্লাস কোচ, ০৫টি এসি থার্ড ইকোনমি ক্লাস কোচ, ০৩টি এসি থার্ড ক্লাস কোচ, ০২টি এসি সেকেন্ড ক্লাস কোচ, ০১টি এসি ফার্স্ট ক্লাস কোচ এবং ০১টি এলএসএলআরডি কোচ।

'জেলের খাবারেই ক্যানসারের বীজ', বিস্ফোরক দাবি সঞ্জয় রাউতের

মুম্বাই সংবাদদাতা, মুম্বাই, ৬ সেপ্টেম্বর ঃ জেলে থাকাকালীন তাঁর খাবার ও জলে বিষাক্ত কিছু মেশানো হয়েছিল কি না, তা নিয়ে বিস্ফোরক অভিযোগ তুললেন শিবসেনা (উদ্ধব বালাসাহেব ঠাকরে) সাংসদ সঞ্জয় রাউত। তাঁর দাবি, ২০২২ সালে কারাবন্দি থাকার সময়ই তাঁর শরীরে পাকস্থলীর ক্যানসারের ' ঢুকেছিল। যদিও তাঁর এই অভিযোগের কোনও স্বাধীন প্রমাণ এখনও সামনে আসেনি। নিজের অসুস্থতার জন্য সরাসরি কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের দিকে অভিযোগের আঙুল তুলেছেন তিনি। শনিবার একটি সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে রাউত দাবি করেন, ২০২৫ সালে তাঁর পাকস্থলীতে ক্যানসার ধরা পড়ে। তবে তাঁর বিশ্বাস, রোগটির সূত্রপাত আরও কয়েক বছর আগে, যখন তিনি জেলে বন্দি ছিলেন। তাঁর অভিযোগ, কারাগারে সরকার-বিরোধী নেতাদের খাবার ও জলে বিষাক্ত কোনও পদার্থ মেশানো হয়ে থাকতে পারে। রাউতের বক্তব্য অনুযায়ী, জেলে থাকাকালীন খাবারে কোনও বিষাক্ত উপাদান ছিল কি না, তা পরীক্ষা করার জন্য ' টেস্ট' করানোর পরামর্শ দিয়েছিলেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী। রাউতের দাবি, বিরোধী নেতাদের জেলে থাকাকালীন তাঁদের নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্যের বিষয়টি নিয়ে রাহুল গান্ধীও উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন। এই প্রসঙ্গেই বর্তমান সরকারকে তীব্র আক্রমণ করেন শিবসেনা (ইউবিটি) সাংসদ। তাঁর অভিযোগ, বিরোধীদের দমন করতে সরকার যে কোনও পর্যায়ে যেতে পারে। তবে খাবারে বিষ মেশানোর অভিযোগের পক্ষে তিনি প্রকাশ্যে কোনও নির্দিষ্ট প্রমাণ বা পরীক্ষার রিপোর্ট তুলে ধরেননি। রাউত আরও দাবি করেন, জেলে যাওয়া একাধিক বিরোধী রাজনৈতিক নেতা পরবর্তীকালে গুরুতর স্বাস্থ্য সমস্যায় ভুগেছেন। তাঁর বক্তব্য, এই বিষয়টি খতিয়ে দেখা প্রয়োজন এবং কারাগারে বঃিদদের খাবার ও জলের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্নের উত্তর পাওয়া দরকার। উল্লেখ্য, ২০২২ সালের ১ আগস্ট পাত্র চাওল জমি কেলেঙ্কারি মামলায় এনফোর্সমেঃট ডিরেক্টরেটের হাতে গ্রেফতার হয়েছিলেন সঞ্জয় রাউত। এরপর তাঁকে মুম্বইয়ের আর্থার রোড জেলে রাখা হয়। প্রায় ১০১ দিন জেলবঃিদ থাকার পর ২০২২ সালের ৯ নভেম্বর জামিনে মুক্তি পান তিনি। কারাবাসের সেই সময়ের অভিজ্ঞতা নিয়ে পরবর্তীকালে মারাঠি ভাষায় ' স্বর্গ' নামে একটি বইও লেখেন রাউত।

দুরন্ত বার্তা

NAME CHANGE

I, Sikha Rani Ghosh, W/o Babul Chandra Ghosh, residing at Vivekananda Road, Banipur, P.O. Banipur, P.S. Habra, Dist North 24 Pgs. Pin 743233, do hereby declare that I have changed my name from Sikha Rani Ghosh to Shikha Rani Ghosh and henceforth I shall be known as Shikha Rani Ghosh in all purpose vide affidavit No.3822 sworn before the Notary Public Court at Barasat on 3/9/2026.Shikha Rani Ghosh and Sikha Rani Ghosh both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I Mabassar Hossain, S/O Md Hayatullah, residing at Vill- Babupur &, PO- Gangaprasad, PS-Raghunathganj, Dist- Murshidabad, WB, Pin 742213,do hereby de-clared that my father actual name is Md Hayatullah, which is written in my Aadhaar card being no 2056 5927 9707.That in my Driving Licence being no WB93 20240003917, my father name written as Hayatullah, by mistake.That my father Md Hayatullah and Hayatullah, is one and same identical person.vide an affidavit sworn IN THE COURT OF LD EXECUTIVE/JUDICIAL MAGISTRATE 1ST CLASS AT JANGIPUR/BERHAMPUR, MURSHIDABAD.Dated : 17.08.2026

NAME CHANGE

I, Arpita Pramanik, (old name) W/O Kamal Das, resident of Panja Atta Goli, ward no 07, PO+PS : Rampurhat, Birbhum, wb do hereby declared that I have changed my name from Arpita Pramanik (old name)to Arpita Pramanik Das (correct name) and henceforth I shall be known as Arpita Pramanik Das in all purpose, vide affidavit No 26172 sworn before the Ld Executive Magistrate court at Rampurhat on 25.08.2026 Arpita Pramanik Das and Arpita Pramanik both are same and one identical person.

নাম পরিবর্তন

আমি Modina Begam, D/O Sekh Golam Hosain, W/O Mir Hannan Ali, রামপুরহাট বাজারপাড়া, ওয়ার্ড নম্বর ১০, দেশবন্ধু রোড, পো-থানাঃ রামপুরহাট, বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা। আমার বাবার সঠিক নাম Sekh Golam Hosain. কিন্তু আমার মাধ্যমিকের শংসাপত্র ও রেশন কার্ডে বাবার নাম লেখা রয়েছে Golam Hossain. আবার বাবার ভোটার এবং আধার কার্ডে বাবার নাম Sk Golam Hossain, S/O Sk Golam Hamja লেখা রয়েছে। ০২.০৯.২০২৬ তারিখ রামপুরহাট জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, প্রথম কোর্টের ৬০৩৫ নম্বর এফিডেভিট বলে ঘোষণা করছি Sekh Golam Hosain and Golam Hossain and Sk Golam Hossain এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন

আমি Monoj Mondal, S/O Bipad Taran Mondal, গ্রামঃ কাগাস, পোঃ বেলিয়া, থানা সাঁইথিয়া, বীরভূম ৭৩১২০১, পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা। আমার সঠিক নাম Monoj Mondal. আমার বাবার সঠিক নাম Bipadtaran Mondal, S/O Banshidhar Mondal. আমার WBBSE সার্টিফিকেটে আমার নাম রয়েছে Monoj Kumar Mandal, S/O Bipad Taran Mandal. ২৯.০৮.২০২৬ তারিখ সিউড়ি জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, দ্বিতীয় কোর্টের ২৪১১ নম্বর এফিডেভিট বলে ঘোষণা করছি আমার বাবা Bipad Taran Mondal and Bipad Taran Mandal এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি। আমি Monoj Mondal and Monoj Kumar Mandal এক এবং অভিন্ন হিসাবে সর্বত্র পরিচিত হলাম।

NAME CHANGE

I,Chamad Sardar (Old Name),S/O Nachharuddin Sardar , Residing at Sardar Para,Srinagar, Jibantala, Pin-743363,South 24 Parganas, West Bengal, India. do hereby declare that I have changed my name from Chamad Sardar (Old Name) to Chhamad Sardar (new name) and henceforth I'll be known as Chhamad Sardar (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata, vide affidavit Dated 31/08/2026. Chhamad Sardar (New Name) and Chamad Sardar (Old Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Sudipta Biswas (Old Name),W/O Swapan Pal, Residing at C3/8A Netaji Nagar Colony, Durgapur, Paschim Barddhaman,Pin-713213 West Bengal, India. do hereby declare that I have changed my name from Sudipta Biswas (Old Name) to Sudipta Pal (new name) and henceforth I'll be known as Sudipta Pal (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata, vide affidavit Dated 31/08/2026. Sudipta Pal (New Name) and Sudipta Biswas (Old Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I,Gurupada Shau and Gurupada Show (Old Name),S/O Mahabir Shaw , Residing at 3Rd Pole Maheshtala (M),Brace Bridge,South 24 Parganas,Pin-700088, West Bengal, India. do hereby declare that I have changed my name from Gurupada Shau and Gurupada Show (Old Name) to Gurupada Shaw (new name) and henceforth I'll be known as Gurupada Shaw (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata, vide affidavit Dated 31/08/2026. Gurupada Shaw (New Name) and Gurupada Shau and Gurupada Show (Old Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, SHYAMAL KUMAR MONDAL, son of GOKUL BIHARI MONDAL, resident of Village – Haridaspur, P.O. – Bakreswar, P.S. – Dubrajpur, District – Birbhum, PIN – 731123, do hereby declare that my name, as recorded in connection with my ancestral property, was mentioned as “SHYAMAL KANTA MONDAL” and has been duly corrected to “SHYAMAL KUMAR MONDAL” by the **Hon'ble 1st Class Judicial Magistrate, Dubrajpur, Birbhum**.

NAME CHANGE

It is hereby further declared and affirmed that “SHYAMAL KANTA MONDAL” and “SHYAMAL KUMAR MONDAL” are one and the same person, and both names refer to me only. The name “SHYAMAL KUMAR MONDAL” shall henceforth be considered as my correct name for all purposes relating to the said property and connected records and all other officials.

NAME CHANGE

I,FERDOUSI BEGAM, W/OSAYED SARAFAT ALI, resident of Vill-Ramgopalpur, P.O.-Ramgopalpur, P.S.-Galsi, Dist-Purba Bardhaman, West Bengal, PIN-713403, do hereby declare that I have changed my name and shall henceforth be known as FERDOUSI SAYED in all purposes, vide affidavit No- 628 dated 03.09.2026 sworn before the Notary Public at Purba Bardhaman. That FERDOUSI BEGAM and FERDOUSI SAYED both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Madhumita Ghosh, W/O- Gurupada Naru resident of Ajapur, P.O.-Ajhapur, Dist-Purba Bardhaman, West Bengal, 713401, do hereby declare that I have changed my name and shall henceforth be known as MADHUMITA NARU in all purposes, vide affidavit No- 119 dated 03.09.2026 sworn before the Notary Public at Purba Bardhaman. That Madhumita Ghosh and Madhumita Naru both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, MD ALAUDDIN MONDAL, Date of birth-01-01-1963, Son of Abdul Bari Mondal, by faith- Islam, by occupation-Cultivation, by Nationality- Indian, residing at Vill. Odhanpur, P.O. Sohai Kumarpur, P.S. Deganga, District: North 24 Parganas, PIN-743423, West Bengal,do hereby de-clared That my original/correct name is MD ALAUDDIN MONDAL which is rightly written and recorded in my Aadhaar Card(vide no. 7563 1128 9203), Voter Id. Card(vide no. IIY2347342) and PAN Card(vide no. ILIPM9906C).That my name has been inadvertently written and recorded in my Daughter's(HABIBA KHATUN) Madhyamik Pass Certificate as MD ALAUDDIN instead of MD ALAUDDIN MONDAL being Index No. B2076, Roll No. 25722-0195,WBBSE.That my name has also been rightly recorded in my daughter's(Habiba Khatun) Aadhaar Card(vide no. 6358 7976 3565) as MD ALAUDDIN MONDAL.That MD ALAUDDIN MONDAL and MD ALAUDDIN is the same and one identical person in the eye of law. vide an affidavit sworn before THE EXECUTIVE MAGISTRATE AT BONGAON. NORTH 24 PARGANAS dated 10/08/2026 vide an affidavit sworn IN THE COURT OF LD. JUDICIAL MAGISTRATE, 1ST CLASS AT BARASAT ,North 24 Pargana .dated 01/08/2026

NAME CHANGE

I, Tanaya Ghosh, W/o Bapi Ghosh, residing at Vivekananda Road, Banipur, P.O. Banipur, P.S. Habra, Dist North 24 Pgs. Pin 743233, do hereby declare that I have changed my name from Tanaya Ghosh to Tanaya Ghosh Dutta and henceforth I shall be known as Tanaya Ghosh Dutta in all purpose vide affidavit No.3823 sworn before the Notary Public Court at Barasat on 3/9/2026. Tanaya Ghosh Dutta and Tanaya Ghosh both are same and one identical person.

৪৪ মাসের বকেয়া ভাতা, পুজোর আগে বোনাস চেয়ে দিলীপ ঘোষের কাছে ৪২০০ কর আদায়কারী পরিবারের আর্জি

নিজস্ব প্রতিনিধি, ঝাড়গ্রাম, ৬ সেপ্টেম্বর: দীর্ঘ ৪৪ মাসের বকেয়া ভাতা। সামনে দুর্গাপুজো। পুজোর আগে বকেয়া প্রাপ্য ও বোনাস হাতে পেলে কিছুটা স্বস্তি ফিরবে- এই আশায় পঞ্চায়েত কর আদায়কারীদের প্রায় ৪২০০ পরিবার। সমাজমাধ্যমে পঞ্চায়েত মন্ত্রী দিলীপ ঘোষের কাছে খোলা আবেদন জানিয়েছেন তাঁরা। ৪২০০ জন কর আদায়কারীর জন্য একটি সুস্পষ্ট ও ন্যায্য আর্থিক প্যাকেজ ঘোষণা না হওয়া পর্যন্ত অন্তত ৪৪ মাসের বকেয়া ভাতা এবং আসন্ন দুর্গাপুজোর বোনাস পুজোর আগেই মিটিয়ে দেওয়ার আর্জি জানানো হয়েছে। রাজ্যের ৩৩৯৫টি গ্রাম পঞ্চায়েতে এক বা একাধিক কর আদায়কারী রয়েছেন। গ্রামে গ্রামে, বাড়ি বাড়ি গিয়ে সরকারি রাজস্ব সংগ্রহ করাই তাঁদের কাজ। আগে অফলাইনে সম্পত্তি কর আদায় করতেন তাঁরা। ২০২৪ সালের ডিসেম্বর থেকে অনলাইনে কর জমা দেওয়ার ব্যবস্থা চালু হয়েছে। এখন কিউআর কোড বা ইউপিআইয়ের মাধ্যমে বাসিন্দারা নিজেরাই কর জমা দিতে পারছেন। পাশাপাশি কর আদায়কারীরাও কর সংগ্রহ করে পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দফতরের পোর্টালে জমা করছেন। কর আদায়কারীদের একাংশের দাবি, সংগৃহীত করের টাকা অনলাইনে জমা দিতে তাঁদের নিজেদের অ্যাকাউন্ট থেকে আগাম টাকা রাখতে হচ্ছে। পরে গ্রাম পঞ্চায়েতে হিসাব মেলানোর পর 'কনসিলিং' হিসেবে মেলে প্রাপ্য কমিশন। ফলে কমিশন পেতে দেরি হচ্ছে। বাসিন্দারা নিজেরাই অনলাইনে কর জমা দিতে পারায় কর আদায়কারীদের কর সংগ্রহের পরিসরও কমছে বলে তাঁদের দাবি। তাঁদের আয়ের প্রধান উৎস কমিশন। আগে মাসে ৬০০ টাকা ভাতা এবং ট্রেড লাইসেন্সের টাকা আদায়ের উপর কমিশন মিলত। এখন ৬০০ টাকা মাসিক ভাতাও বন্ধ বলে অভিযোগ। অনলাইনে ট্রেড লাইসেন্স চালু হওয়ায় সেই কমিশনের সুযোগও কমেছে। পশ্চিমবঙ্গ গ্রাম পঞ্চায়েত কর আদায়কারী সমিতির ঝাড়গ্রাম জেলা শাখার সম্পাদক প্রদীপ্ত দাস বলেন, ''বহু বছর ধরে কাজ করলেও কর আদায়কারীদের স্থায়ীকরণ হয়নি। সরকারি নিয়মে নির্দিষ্ট সময় কাজের পর পঞ্চায়েতে কর্মী নিয়োগ পরীক্ষায় সরকারের সুযোগ থাকলেও ঝাড়গ্রামে প্রায় দেড় দশক পরীক্ষা হয়নি। ফলে অনেকেই বয়সসীমা পেরিয়েছেন।'' তাঁর দাবি, বিজেপি শাসিত অসমে কর আদায়কারীরা স্থায়ী কর্মীর মর্যাদা পেয়েছেন। তাই এ রাজ্যেও স্থায়ীকরণ ও সমকাজে সমবেতনের প্রত্যাশা তৈরি হয়েছে। সমাজমাধ্যমে মন্ত্রীর কাছে দেওয়া আবেদনে বলা হয়েছে, ''আমরা কাজ করি, রাজস্ব সংগ্রহ করি-তাই সম্মানজনক প্রাপ্যের দাবি জানাই।'' আবেদনে আরও বলা হয়েছে, স্থায়ী আর্থিক প্যাকেজের ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত অন্তত ৪৪ মাসের বকেয়া ভাতা এবং আসন্ন দুর্গাপুজোর বোনাস পুজোর আগেই দেওয়ার ব্যবস্থা করা হোক। রাজ্য অর্থ দফতরের কাছে প্রয়োজনীয় সুপারিশ করার জন্যও মন্ত্রীর কাছে আবেদন জানানো হয়েছে। তাঁদের বক্তব্য, পুজোর আগে বকেয়া ও বোনাস পেলে ৪২০০টি কর আদায়কারী পরিবারে কিছুটা স্বস্তি ফিরবে।

নোটিশ

আমোক্তারনামা

১. শ্রী শ্যামল সেন ২. অমল সেন ৩. বিমল কুমার সেন ৪. পরিমল সেন ৫. সুরজিৎ সেন পিতা নন্দলাল সেন ৬. ধনঞ্জয় সেন ৭. মানিক চন্দ্র সেন ৮. রবীন্দ্রনাথ সেন পিতা নীলকন্ঠ সেন সাকিন-উপর নডিহা, পোষ্ট-দুলমি নাডিহা, থানা-পুরুলিয়া সদর, জেলা পুরুলিয়া আমি বিগত ইং-২৪.০৫.২০০৭ তারিখে পুরুলিয়া এ.ডি.এস.আর. অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত IV-174 নং আমোক্তারনামা দলিল মূলে ১. শ্রী ছিন্তপদ মাহাত, পিতা-নিতাই মাহাত সাকিম-বেলগুমা, পোষ্ট + জেলা-পুরুলিয়া আমাকে বিক্রের ক্ষমতা প্রদান করেন। উক্ত আমোক্তারনামা অনুযায়ী যার তপশীল জেলা-পুরুলিয়া থানা-পুরুলিয়া (মফ) মৌজা-চাকলা জে.এল.নং-৪২ এল.আর. খতিয়ান নং-৪১৫ হাল দাগ নম্বর ৩৩৪১ আমোক্তারনামা কৃত সম্পত্তির পরিমান ৫ ডেঃ। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা হইতেছে যে কাহারও যদি কোন আপত্তি বা অধিকার থাকে তার জন্য সঠিক পদক্ষেপ গ্রহন করিয়া অদ্য হইতে ১৫ দিনের মধ্যে বিএল অ্যান্ড এলআরও অফিসে উপযুক্ত প্রমান সহ যোগাযোগ করুন।

সঞ্জীব কুমার পাত্র
(অ্যাডভোকেট)
ডিস্ট্রিক্ট জাজেস কোর্ট পুরুলিয়া

একসময় ছিল বাঁকুড়ার 'চম্বল', পুনিশোল গ্রামে 'আলো ছড়ালেন কালিমুল্লা'

নিজস্ব প্রতিনিধি, ওন্দা, ৬ সেপ্টেম্বর: বাঁকুড়ার সবচেয়ে বড় গ্রাম ওন্দা ব্লকের পুনিশোল। সংখ্যালঘু প্রধান এই গ্রাম সবমিলিয়ে প্রায় ৬০-৭০ হাজার মানুষের। অশিক্ষা আর অভাবে আপাদমস্তক ডুবে থাকা এই গ্রামকে বলা হত বাঁকুড়ার চম্বল। গ্রামের পরিচয় দিতে সাহস পেতেন না গ্রামবাসীরা। সেই গ্রাম এখন ফিরছে আলোয়। যার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত

হিসাবে এবার নিট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে মেডিক্যাল পড়ার সুযোগ পেলেন গ্রামের পড়ুয়া কালিমুল্লা মণ্ডল। পুনিশোল গ্রাম একসময় ডুবে ছিল অশিক্ষার অন্ধকারে। অধিকাংশ পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থা ছিল অত্যন্ত খারাপ। অধিকাংশ মানুষের নিজস্ব কৃষিজমি বলতে কিছুই নেই। আজও গ্রামের অধিকাংশ মানুষের জীবন জীবিকা নির্বাহ হয় হকারি করে অথবা ভিন রাজ্যে পরিযায়ী শ্রমিক হিসাবে কাজ করে। একসময় গ্রামের কিছু মানুষ যুক্ত হয়ে পড়েন বিভিন্ন দুষ্কর্মে। চুরি, ডাকাতি, ছিনতাইকে নিজেদের পেশা হিসাবে বেছে নিয়েছিলেন তাঁরা। আর হাতেগোনা সেই কয়েকজনের জন্য গ্রামের নামের সঙ্গে জড়িয়ে নানা অপবাদ। গ্রামের নামটা বলতেও একসময় লজ্জাবোধ করতেন গ্রামবাসীরা। গত কয়েক দশক ধরে অন্ধকারে ডুবে থাকা সেই গ্রামই এখন ফিরছে আলোর পথে। গ্রামবাসীদের অর্থনৈতিক অবস্থার তেমন বদল না হলেও ধীরে ধীরে শিক্ষার আলোয় ফিরছেন গ্রামের কচিকাঁচারা। ৬০ থেকে ৭০ হাজার বাসিন্দার এই গ্রামে এবার প্রথম নিট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হল কোনও পড়ুয়া। সর্বভারতীয় র‍্যাঙ্কিংয়ে ৫ লক্ষ ৮৪ হাজার ও রাজ্যের স্টেট র‍্যাঙ্কিংয়ে ৮ হাজার র‍্যাঙ্ক করে বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজে ডাক্তারি পড়ার সুযোগ পেলেন গ্রামের কালিমুল্লা মণ্ডল। ছোট থেকেই শারীরিকভাবে ৬০ শতাংশ বিশেষভাবে সক্ষম কালিমুল্লা ২০২৩ সালে পুনিশোল বোর্ড হাইস্কুল থেকে ৬৪৬ নম্বর এবং ২০২৫ সালে বাঁকুড়া বঙ্গ বিদ্যালয় থেকে ৪৪০ নম্বর পেয়ে উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেন। উচ্চমাধ্যমিক পড়ার সময় থেকে নিট পরীক্ষার প্রস্তুতি নিতে শুরু করেন কালিমুল্লা। প্রাক্তন সরকারি কর্মী বুয়ালি কলন্দর মণ্ডলের নবম সন্তান কালিমুল্লার এমন সাফল্যে এখন খুশির হাওয়া পুনিশোলজুড়ে। পুনিশোল গ্রামকে অন্ধকার থেকে আলোয় ফেরানোর ক্ষেত্রে আগামিদিনে কালিমুল্লাদের সাফল্যই হয়ে উঠবে আলোকবর্তিকা, দাবি কালিমুল্লার প্রাক্তন শিক্ষকদের। পুনিশোল বোর্ড হাইস্কুলের সহশিক্ষক বিবেকরঞ্জন মাজি বলেন ''আমাদের স্কুলের প্রাক্তন ছাত্র কালিমুল্লা ২০২৩ সালে আমাদের বিদ্যালয় থেকে মাধ্যমিক পাশ করেছিল। আমাদের স্কুলের এখনও পর্যন্ত সর্বোচ্চ নম্বর পেয়েছে সে। বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে তাকে অভিনন্দন জানাই। পুনিশোল গ্রামে একটা ইতিহাস রচনা হল। পুনিশোল বললেই একটা অন্ধকার জগতের কথা সবার মাথায় আসে। কালিমুল্লার সাফল্যে অন্ধকার থেকে আলোর পথে পুনিশোল আরও এক ধাপ এগিয়ে গেল। এমন যেসব ছেলে ভালো কিছু করার স্বপ্ন দেখছে, কালিমুল্লার সাফল্য তাদের কাছে অনুপ্রেরণা হয়ে উঠবে।'' ছেলের এই সাফল্যে খুশি কালিমুল্লার বাবা-মা। বুয়ালি কলন্দর মণ্ডল বলেন, ''আমি অত্যন্ত খুশি। পুনিশোলে অনেক মেধাবী ছেলেমেয়ে রয়েছে। কিন্তু, গাইডের অভাব। ঠিকমতো কোচিং পায় না। সেইজন্য পিছিয়ে রয়েছে।'' ছেলে গ্রামের মুখ আরও উজ্জ্বল করবে বলে আশাবাদী তিনি। আবু বক্কর খানা নামে এক প্রতিবেশী বলেন, পুনিশোলের পরিচয় দিতে অস্বস্তিতে পড়তে হত। এখন পরিস্থিতি অনেকটাই বদল হয়েছে।'' লাজুক। কম কথা বলেন। নিজের সাফল্য নিয়ে খুব উচ্ছ্বসিত হতে চান না কালিমুল্লা। বললেন, ''অনলাইনে ক্লাস করতাম। প্রতিবন্ধকতা আমার ক্ষেত্রে বাধা হয়নি। বরং আমাকে মোটিভেট করেছে।'' পুনিশোলে শিক্ষার অভাব নিয়ে তাঁর বক্তব্য, ''পুনিশোলের খারাপ দিকটাই মানুষ জেনেছে। আরও অনেক ভালো দিক রয়েছে। কিন্তু, মানুষ জানতে পারেনি। গ্রামে শিক্ষার অভাব রয়েছে।'' স্কুলের পড়ুয়াদের তাঁর বার্তা, ''লক্ষ্যে স্থির থাকতে হবে। লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হওয়া চলবে না। আর সভাবে পরিশ্রম করতে হবে।''

বিজ্ঞপ্তি

অত্র বিজ্ঞপ্তি দ্বারা ঘোষনা করা যাইতেছে যে ১) শ্রী জগবন্ধু দাস (পিতা স্বর্গীয় যতীন্দ্রনাথ দাস), ২) শ্রীমত্যা তটিনী দাস (স্বামী স্বর্গীয় মধুসূদন দাস), ৩) শ্রী পৃথীশ দাস, ৪) শ্রী অরূপ দাস (উভয়ের পিতা স্বর্গীয় মধুসূদন দাস), সর্ব গ্রাম- সুজাগঞ্জ শহর, ডাকঘর ও থানা ও জেলা-পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন কোড নং ৭২১১০১, ৫) শ্রীমতী কৃষ্ণা বর্ধন (স্বামী শ্রী রতন বর্ধন) গ্রাম ও ডাকঘর ও থানা- বসিরহাট, জেলা- দক্ষিন ২৪ পরগনা, পিন কোড নং ৭৪৩৪১১, ৬) শ্রীমতী কাবেরীবোস (স্বামী শ্রী গোবিন্দ প্রসাদ বোস), গ্রাম- দেশপ্রানপল্লী, ডাকঘর ও থানা ও জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন কোড নং ৭২১১০১, ৭) শ্রীমতী মধুমিতা তরফদার (স্বামী শ্রী কৌশিক তরফদার) ঠিকানা- দিশারী অ্যাপার্টমেন্ট (সুজাগঞ্জ শহর), ডাকঘর ও থানা ও জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর, পিনকোড নং ৭২১১০১, ৮) শ্রীমতী দেবানী দাস (স্বামী শ্রী আশীষ দাস), ৯) শ্রী অর্ঘদীপ দাস (পিতা শ্রী আশীষ দাস), উভয়ের গ্রাম- সুজাগঞ্জ শহর, ডাকঘর ও থানা ও জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন কোড নং ৭২১১০১, গত ইংরাজী ২৭.০২.২০২৬ তারিখে বাগনান এ্যাঃ ডিঃ এসঃ আরঃ মেদিনীপুর ৫০৭ নং আমমোক্তার নামা দলিল মূলে শ্রী দেবেশ দাস, পিতা স্বর্গীয় মধুসূদন দাস, গ্রাম- সুজাগঞ্জ শহর, ডাকঘর ও থানা ও জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন কোড নং ৭২১১০১, মহাশয়কে আমমোক্তার নিযুক্ত করেন, উক্ত আমমোক্তার নামা অনুযায়ী জেলা- হাওড়া থানা ও এ্যাঃ ডিঃ এসঃ আরঃ বাগনান এর অন্তর্গত বাঁটুল বৈদ্যনাথপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধিনে ৮৩ নং জে. এল. ভুক্ত বাঁটুল মৌজায় হাল ৩১৯, ৮৬১, ৪০৬, ৭৫০, ২৩৯, ৩০৪ ও ৩৩৬ নং খতিয়ান ভুক্ত, সাবেক ৩৮৪ হাল ৩৭৭ নং দাগে ডাঙ্গা ১০০০০ অংশে ২৯ শতক এর মধ্যে ০৯.৩৩ শতক, হাল ৩১৯ ও ৮৬১ নং খতিয়ান ভুক্ত সাবেক ৩৮৫ হাল ৩৭৯ নং দাগে বাস্তু ১০০০০ অংশে ৪৭ শতক এর মধ্যে ০৭.৫৪৫ শতক এবং হাল ৩১৯ ও ৮৬১ নং খতিয়ান ভুক্ত সাবেক ৩৮৯ হাল ৩৮৩ নং দাগে বাস্তু ১০০০০ অংশে ০৫ শতক এর মধ্যে ০১.৫০ শতক, সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তারের নিকট হইতে আমার মক্কেলগন থানা- বাগনান এর অন্তর্গত, গ্রাম ও ডাকঘর- বাঁটুল ১) শ্রী অরুন নন্দী, ২) শ্রী বরুন নন্দী, (উভয়ের পিতা স্বর্গীয় চিত্তরঞ্জন নন্দী), গত ইংরাজী ১৩.০৩.২০২৬ তারিখে বাগনান এ্যাঃ ডিঃ এসঃ আরঃ অফিসে ১২৫৪ নং রেজিষ্ট্রীকৃত বিক্রয় কোবালা মূলে, ৩) শ্রী অনুপ আচার, (পিতা স্বর্গীয় শ্রীপতি আচার), গত ইংরাজী ১৩.০৩.২০২৬ তারিখে বাগনান এ্যাঃ ডিঃ এসঃ আরঃ অফিসে ১২৫৫ নং রেজিষ্ট্রীকৃত বিক্রয় কোবালা মূলে, ৪) শ্রী সুব্রত দাস, (পিতা স্বর্গীয় সিদ্ধুলাল দাস) গত ইংরাজী ১৩.০৩.২০২৬ তারিখে বাগনান এ্যাঃ ডিঃ এসঃ আরঃ অফিসে ১২৫৬ নং রেজিষ্ট্রীকৃত বিক্রয় কোবালা মূলে, ৫) শ্রীমতী কনিকা দত্ত (স্বামী শ্রী বিশ্বজিৎ দত্ত), গত ইংরাজী ১৩.০৩.২০২৬ তারিখে বাগনান এ্যাঃ ডিঃ এসঃ আরঃ অফিসে ১২৫৭ নং রেজিষ্ট্রীকৃত বিক্রয় কোবালা মূলে এবং ৬) শ্রী মানস কুমার দাস, ৭) শ্রী অনুপম দাস (উভয়ের পিতা স্বর্গীয় ভোলানাথ দাস) গত ইংরাজী ১৮.০৩.২০২৬ তারিখে বাগনান এ্যাঃ ডিঃ এসঃ আরঃ অফিসে ১৩১৬ নং রেজিষ্ট্রীকৃত বিক্রয় কোবালা মূলে খরিদ করিয়া সমষ্টি ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক বাগনান-২, অফিসে নাম খারিজ বা মিউটেশানের জন্য আবেদন করিয়াছে। এতদবিষয়ে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কোন আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের এক মাসের মধ্যে সমষ্টি ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক বাগনান-২, অফিসে প্রমানাদি সহ আপত্তি জানাতে পারিবেন। অন্যথায় আইনানুগ কার্য্য হইবে।

Priyajit Nandi (Advocate)

বিজ্ঞপ্তি

অত্র বিজ্ঞপ্তি দ্বারা ঘোষনা করা যাইতেছে যে সেখ রফিক আলি, পিতা আহাদ বক্স, গ্রাম- অঙ্কুরহাটী ডাকঘর- শলপ, থানা- ডোমজুর, জেলা- হাওড়া, গত ইং ০৫.০৮.২০১০ তারিখে বাগনান এ্যাঃ ডিঃ এসঃ আরঃ অফিসে IV-73 নং আমমোক্তার নামা দলিল মূলে শ্রী বিশ্বজিৎ রায়, পিতা স্বর্গীয় সমর রায়, গ্রাম ও ডাকঘর- বাঁটুল, থানা- বাগনান, জেলা- হাওড়া, পিন কোড ৭১১৩১২, মহাশয়কে আমমোক্তার নিযুক্ত করেন, উক্ত আমমোক্তার নামা অনুযায়ী জেলা- হাওড়া, থানা ও এ্যাঃ ডিঃ এসঃ আরঃ বাগনান এর অন্তর্গত মুগকল্যান বেনাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধিনে ৮৯ নং জে. এল. ভুক্ত মুগকল্যান মৌজায় হাল ৩৮০৮ নং খতিয়ান ভুক্ত, সাবেক ও হাল ২৮৭২ নং দাগে শালি জমি ১০০০০ অংশে ২০ শতক মধ্যে ১০ শতক সাবেক ও হাল ২৮৭৫ নং দাগে শালি জমি ১০০০০ অংশে ২৯ শতক মধ্যে ০৭ শতক, সাবেক ও হাল ২৮৭৬ নং দাগে শালি জমি ১০০০০ অংশে ৩১ শতক মধ্যে ১৭ শতক, সাবেক ও হাল ২৮৮০ নং দাগে শালি জমি ১০০০০ অংশে ২৭ শতক মধ্যে ১৩ শতক, সাবেক ও হাল ২৮৮১ নং দাগে শালি জমি ১০০০০ অংশে ৩২ শতক মধ্যে ১৪ শতক অর্থাৎ ৫টি দাগে সর্ব মোট ৬১ শতক সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তারের নিকট হইতে আমার মক্কেল শ্রীমত্যা বাসন্তী সেনগুপ্ত, স্বামী স্বর্গীয় সুধাংশু সেনগুপ্ত গ্রাম ও ডাকঘর- বাঁটুল, থানা- বাগনান, জেলা- হাওড়া পিন কোড ৭১১৩১২, গত ইংরাজী ০৬.০৮.২০১০ তারিখে বাগনান এ্যাঃ ডিঃ এসঃ আরঃ অফিসে যথাক্রমে ২৮৪১ নং রেজিষ্ট্রীকৃত বিক্রয় কোবালা মূলে খরিদ করিয়া সমষ্টি ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক বাগনান-২, অফিসে নাম খারিজ বা মিউটেশানের জন্য আবেদন করিয়াছে। এতদবিষয়ে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কোন আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের এক মাসের মধ্যে সমষ্টি ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক বাগনান-২, অফিসে প্রমানাদি সহ আপত্তি জানাতে পারিবেন। অন্যথায় আইনানুগ কার্য্য হইবে।

Priyajit Nandi (Advocate)

স্পটলাইট ভানিজ্য লিমিটেড

সিআইএনঃ এল৬৫৯৯৩ডব্লুবি১৯৮১পিএলসি০৩৪২৫২
রেজিস্টার্ড অফিসঃ ৪, ফেয়ারলি প্লেস, এইচএমপি হাউজ, ২য় তল, রুম নং. ১১০, কলকাতা-৭০০০০১
ওয়েবসাইটঃ www.spotlightvanijya.com, **ইমেলঃ** sec@somanys.com
টেলিঃ ০৭৫৯৫৯১৮৭৮৭ এবং ৭৫৯৫৯১৯১৮০

৪৩তম বার্ষিক সাধারণ সভা, বুক ক্লোজার এবং ই-ভোটিং সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, কোম্পানির ৪৩তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৬, বুধবার সকাল ১১টায় কোম্পানির নিবন্ধিত কার্যালয়-৪, ফেয়ারলি প্লেস, এইচএমপি হাউজ, ২য় তল, কক্ষ নং ১১০, কলকাতা-৭০০০০১-এ অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত সভায় এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বিষয়াবলি নিয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে। কোম্পানি গত ৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৬, শনিবার অনুমোদিত পদ্ধতিতে সদস্যদের কাছে এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি প্রেরণ করেছে।

কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ১০৮ এর সাথে সময়ে সময়ে সংশোধিত কোম্পানি (ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন) বিধিমালা, ২০১৪-এর বিধি ২০ পঠিতব্য এবং সেবি (তালিকাভুক্তির বাধ্যবাধকতা ও তথ্য প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধানমালা, ২০১৫-এর প্রবিধান ৪৪-এর বিধান অনুযায়ী, সদস্যদের বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত সমস্ত প্রস্তাবের ওপর ইলেকট্রনিক ভোটিং ব্যবস্থা (ই-ভোটিং) ব্যবহার করে ভোট প্রদানের সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে। শুধুমাত্র সেইসব সদস্য-যাদের নাম কাট-অফ তারিখ অর্থাৎ বুধবার, ২৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৬-এ কোম্পানির সদস্য রেজিস্টারে অথবা ডিপোজিটরি কর্তৃক রক্ষিত সুবিধাভোগী মালিকদের রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ থাকবে-তাঁরাই রিমোট ই-ভোটিং বা এজিএম চলাকালীন ইভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট প্রদানের অধিকারী হবেন। কাট-অফ তারিখে যারা সদস্য নন, তাঁদের ক্ষেত্রে এজিএম-এর এই বিজ্ঞপ্তিটি শুধুমাত্র তথ্যের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত বলে গণ্য করা উচিত। রিমোট ই-ভোটিংয়ের সময়কাল রবিবার, ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ (সকাল ৯:০০টা, আইএসটি) থেকে শুরু হয়ে মঙ্গলবার, ২৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ (বিকাল ৫:০০টা, আইএসটি)-তে শেষ হবে। এই সময়সীমার মধ্যে সদস্যরা ইলেকট্রনিকভাবে তাঁদেরভোট প্রদান করতে পারবেন। এরপর এনএসডিএল কর্তৃক রিমোট ই-ভোটিং মডিউলটি নিষ্ক্রিয় করে দেওয়া হবে। যেসকল সদস্য এজিএম-এ উপস্থিত থাকবেন এবং রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে প্রস্তাবগুলোর ওপর ভোট প্রদান করেননি এবং অন্য কোনো কারণে তা করতে বাধাপ্রাপ্ত হননি, তাঁরা এজিএম চলাকালীন ই-ভোটিংয়ের জন্যযোগ্য বলে বিবেচিত হবেন।

যেসব সদস্য এজিএম পূর্বে দূরবর্তী ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট দিয়েছেন, তাঁরাও সভায় উপস্থিত থাকতে পারবেন তবে তাঁরা পুনরায় ভোট দেওয়ার অধিকারী হবেন না।

কোম্পানি কর্তৃক ইলেকট্রনিকভাবে নোটিশ পাঠানোর পর কোনো ব্যক্তি যদি কোম্পানির শেয়ার অর্জন করে সদস্য হন এবং কাট-অফ তারিখ পর্যন্ত শেয়ার ধারণ করেন, তবে তিনি evoting@nsdl.com-এ অনুরোধ পাঠিয়ে লগ-ইন আইডি ও পাসওয়ার্ড সংগ্রহ করতে পারেন। তবে, তিনি যদি রিমোট ই-ভোটিং-এর জন্য আগেই এনএসডিএল-এর কাছে নিবন্ধিত হয়ে থাকেন, তবে ভোট প্রদানের ক্ষেত্রে তিনি তাঁর বিদ্যমান ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড ব্যবহার করতে পারবেন।

রিমোট ই-ভোটিং সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্যের জন্য অনুগ্রহ করে এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিটি দেখুন। কোনো জিজ্ঞাসা/অভিযোগ থাকলে, সদস্যরা evoting@nsdl.com-এ ইমেল পাঠিয়ে অথবা ৯১ ০২২ ৪৮৮৬ ৭০০০ ও ০২২-২৪৯৯ ৭০০০ নম্বরে ফোন করে এনএসডিএল হেল্প ডেস্কের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন।

এজিএম সমাপ্ত হওয়ার দুই কর্মদিবসের মধ্যে ভোটের ফলাফল ঘোষণা করা হবে। ঘোষিত ফলাফল এবং স্ক্রুটিনাইজারের প্রতিবেদন অবিলম্বে কোম্পানির ওয়েবসাইট (www.spotlightvaniiva.com) ও এনএসডিএল-এর ই-ভোটিং ওয়েবসাইটে (www.evoting.nsdl.com) পাওয়া যাবে। এছাড়া, কোম্পানি এই ফলাফল ক্যালকাটা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড-এর কাছেও পাঠাবে, যেখানে কোম্পানির শেয়ার তালিকাভুক্ত রয়েছে।

এজিএম বিজ্ঞপ্তি এবং বার্ষিক প্রতিবেদন কোম্পানির ওয়েবসাইট (www.spotlightvaniiva.com) ও সিএসই-এর ওয়েবসাইটে (www.cse-india.com) পাওয়া যাচ্ছে।

স্পটলাইট ভানিজ্য লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা-
(রেশমি সোমানি)
পূর্ণ সময়ের ডিরেক্টর
ডিআইএনঃ ০০১২৪৬৫৫

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ০৫.০৯.২০২৬

IIFL FINANCE

IIFL ফাইন্যান্স লিমিটেড | CIN: L67100MH1995PLC093797
নিবন্ধিত কার্যালয়: IIFL হাউস, সান ইনফোটেক পার্ক, রোড নং 16V, প্লট নং B-23, থানে ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়া, ওয়াগলে এস্টেট, থানে - 400604
টেলিফোন: 022-41035000 • ফ্যাক্স: 022-25806654 • টোল-ফ্রি: 1860-267-3000
ই-মেল: gold-helpline@iifl.com • ওয়েবসাইট: www.iifl.com

সার্বজনীন বিজ্ঞপ্তি – বন্ধক রাখা স্বর্ণ জামানতের নিলাম

এতদ্বারা সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা/ঋণগ্রহীতাগণ অথবা তাঁদের আইনগত উত্তরাধিকারীদের এবং সাধারণ জনগণকে অবহিত করা যাচ্ছে যে, ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংকে নিবন্ধিত একটি নন-ব্যাংকিং আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেড ("IIFL") এখানে উল্লিখিত ঋণ হিসাবসমূহের বিপরীতে বন্ধক রাখা স্বর্ণ জামানতের একটি সর্বজনীন নিলামের আয়োজন করবে। ঋণগ্রহীতা/ঋণগ্রহীতাগণ উপলব্ধ যোগাযোগমাধ্যমের মাধ্যমে নিলাম-সংক্রান্ত নোটিশ ও অনুস্মারক প্রেরণ করা সত্ত্বেও তাঁদের ঋণ পরিশোধ বা নিয়মিত করেননি। এই নিলাম ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংক কর্তৃক সময়ে সময়ে জারি করা প্রযোজ্য নির্দেশাবলি ("RBI নির্দেশনাবলী"), ঋণচুক্তির শর্তাবলি এবং IIFL-এর পরিচালনা পর্ষদ-অনুমোদিত স্বর্ণঋণ নীতিমালার আলোকে পরিচালিত হবে।

নিলামের তারিখ, সময় ও স্থান: সর্বজনীন নিলাম **15.09.2026** তারিখে **সকাল 10:00টা** থেকে IIFL-এর নিম্নলিখিত শাখায় অনুষ্ঠিত হবে – **হাওড়া-সাঁকরাইল জিএল, আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেড, 1ম তলা, মিরডে হাউস, সেন্ট জনস অ্যাম্বুলেন্সের বিপরীতে, গ্রাম ও পোস্ট অফিস-আরগোরি, থানা-সাঁকরাইল, জেলা-হাওড়া-711302**

এই নিলাম একই জেলার অন্তর্গত ঋণদানকারী শাখাসমূহের ঋণ হিসাবের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

স্বর্ণঋণ হিসাবের বিবরণ: ঋণ হিসাব নম্বরসমূহ- GL34410442, GL34751817, GL34754101, GL35426990, GL35470381, GL36629650, GL36891174, GL37226170, GL37427560, GL37527407, GL38166776, GL38183038, GL38196470, GL38290369, GL38395337, GL38577795, GL38588245, GL38886806, GL39048634, GL39066578, GL39077630, GL39122419, GL39134011, GL39166233, GL39166925, GL39178951, GL39197318, GL39222497, GL39243805, GL39267295, GL39270209, GL39278075, GL39285820, GL39301583, GL39370045, GL39392997, GL39397762, GL39407856, GL39418423, GL39429046, GL39430368, GL39469342, GL39483322, GL39516478, GL39540607, GL39562667, GL39577191, GL39603597, GL39604218, GL39620993, GL39622175, GL39776942, GL39918364, GL40018214, GL40019855, GL40133193, GL40266297, GL40267174, GL40402764, GL40426507, GL40449174, GL40450025, GL40451568, GL40475410, GL40490368, GL40508244, GL40529101, GL40598225, GL40599546, GL40609877, GL40641153, GL40664368, GL40679101, GL40680242, GL40694026, GL40767209, GL40782954, GL40783152, GL40803468, GL40808147, GL40817532, GL40864118, GL40875760, GL40877890, GL40882142, GL40883177, GL40886400, GL40897727, GL40898259, GL40899366, GL40901092, GL40923812, GL40928176, GL40944227, GL40944231, GL40953820, GL40955621, GL40961662, GL40970051, GL41030178, GL41042770, GL41047303, GL41059516, GL41059555, GL41069415, GL41092068, GL41110364, GL41118180, GL41125303, GL41127536, GL41131938, GL41135073, GL41135193, GL41137025, GL41137063, GL41139757, GL41140424, GL41145456, GL41159190, GL41163455, GL41163768, GL41180734, GL41185766, GL41193712, GL41207112, GL41208901, GL41210602, GL41217346, GL41217390, GL41218122, GL41241351, GL41245424, GL41248852, GL41258546, GL41266336, GL41267225, GL41294655, GL41299842, GL41303713, GL41321388, GL41322212, GL41325561, GL41325584, GL41327414, GL41330192, GL41331994, GL41332002, GL41333858, GL41356642, GL41359491, GL41360475, GL41361076, GL41370452, GL41384224, GL41384242, GL41414922, GL41419614, GL41422892, GL41423472, GL41424401, GL41424905, GL41427128, GL41452652, GL41452773, GL41463921, GL41469522, GL41473755, GL41475467, GL41475629, GL41476711, GL41481175, GL41482276, GL41482314, GL41491017, GL41499904, GL41500384, GL41502994, GL41504851, GL41507346, GL41508277, GL41508971, GL41509781, GL41522577, GL41523301, GL41525810, GL41527191, GL41537223, GL41539253, GL41544785, GL41544817, GL41544819, GL41549506, GL41564643, GL41567994, GL41572329, GL41586650, GL41595602, GL41604640, GL41610272, GL41621038, GL41634347, GL41636845, GL41652654, GL41658552, GL41719534, GL41730481, GL41778780, GL41779357, GL41882870, GL41968642, GL42004521, GL42004536, GL42043619, GL42143981, GL42268183, GL42268943, GL42283997, GL42287912, GL42315183, GL42315517, GL42349706, GL42421202, GL42478601, GL42481381, GL42513056, GL42517109, GL42522645, GL42524766, GL42525223, GL42535618, GL42575362, GL42576054, GL42579062, GL42590020, GL42590771, GL42688356, GL42699748, GL42728949, GL42736005, GL42738151, GL42789819, GL42790504, GL42832808, GL42858819, GL42902068, GL42915887, GL42915917, GL42926776, GL42927211, GL42944678, GL42956839, GL42969779, GL42992999, GL43002981, GL43045696, GL43071520, GL43086070, GL43095105, GL43096756, GL43109965, GL43128630, GL43145652, GL43173409, GL43208898, GL43222434, GL43261547, GL43264188, GL43294447, GL43318825, GL43408708, GL43439889, GL43446658, GL43449603, GL43458793, GL43459590, GL43505480, GL43581232, GL43608395, GL43609429, GL43671705, GL43694473, GL43702251, GL43739492, GL43760402, GL43775044, GL43803720, GL43807763, GL43816341, GL43856014, GL43903476, GL43945331, GL43951072, GL43953379, GL43963055, GL43969181, GL43973632, GL43983190, GL43987288, GL43987403, GL43987628, GL44002501, GL44007905, GL44038092, GL44057629, GL44080696, GL44092562, GL44112259, GL44112658, GL44112828, GL44118219, GL44119987, GL44136840, GL44137967, GL44152034, GL44163458, GL44166335, GL44177350, GL44178149, GL44178518, GL44213514, GL44219305, GL44223237, GL44223495, GL44245160, GL44250470, GL44262598, GL44272036, GL44292980, GL44312653, GL44326242, GL44326384, GL44329111, GL44348591, GL44353649, GL44366429, GL44366698, GL44367420, GL44367468, GL44376868, GL44380498, GL44383115, GL44386845, GL44391844, GL44394039, GL44398487, GL44402393, GL44416981, GL44417113, GL44417476, GL44437958, GL44442311, GL44446972, GL44452136, GL44465433, GL44466308, GL44471658, GL44471881, GL44472043, GL44472450, GL44472775, GL44472779, GL44478268, GL44495877, GL44496010, GL44496674, GL44497034, GL44501242, GL44502362, GL44511218, GL44521351, GL44521352, GL44521467, GL44536044, GL44543666, GL44552591, GL44568744, GL44589313, GL44597957, GL44642260, GL44650600, GL44685537, GL44693425, GL44696217, GL44705189, GL44715464, GL44721305, GL44727695, GL44742963, GL44751300, GL44751980, GL44762385, GL44777592, GL44787797, GL44805799, GL44807049, GL44821477, GL44827140, GL44828032, GL44829071, GL44832722, GL44836548, GL44873510, GL44874374, GL44875103, GL44891033, GL44924530, GL44925871, GL44935484, GL44940398, GL44945691, GL44950779, GL44960798, GL44962178, GL44983528, GL45025716, GL45042438, GL45057043, GL45088096, GL45097095, GL45098506, GL45099303, GL45100927, GL45104150, GL45113304, GL45126230, GL45126301, GL45126319, GL45126376, GL45150468, GL45155941, GL45159456, GL45165349, GL45171083, GL45178897, GL45178956, GL45179353, GL45184455, GL45188377, GL45195961, GL45220932, GL45230040, GL45240685, GL45241312, GL45241561, GL45259859, GL45267409, GL45280222, GL45476451, GL45496732, GL45505573, GL45533007, GL45579763, GL45658674, GL45794621, GL45807877, GL45858423, GL45860276, GL45900983, GL45959884, GL45995580, GL45999275, GL46062781, GL46073957, GL46088351, GL46109418, GL46113693, GL46206109, GL46207838, GL46290171, GL46320594, GL46347627, GL46372153, GL46387832, GL46427517, GL46474076, GL46502774, GL46570316, GL46590711, GL46607877, GL46656899, GL46658956, GL46693190, GL46779697, GL46853399, GL46874307, GL46878031, GL46920209, GL46938713, GL46951392, GL46973710, GL47016767, GL47032555, GL47076760, GL47127454, GL47133036, GL47196753, GL47207985, GL47253417, GL47291300, GL47314052, GL47327805, GL47528305, GL47550150, GL47558711, GL47587390, GL47660120, GL47699378, GL47729797, GL47758075, GL47759140, GL47875094, GL47876500, GL47889902, GL47908765, GL47929019, GL47965911, GL47973781, GL47983427, GL48003480, GL48010303, GL48066430, GL48074482, GL48083617, GL48107198, GL48130310, GL48184311, GL48204127, GL48215910, GL48229977, GL48263068, GL48282866, GL48283059, GL48314263, GL48320937, GL48339767, GL48346729, GL48361645, GL48383365, GL48386574, GL48413032, GL48447402, GL48458831, GL48459935, GL48578654, GL48579880, GL48582752, GL48626575, GL48628431, GL48646427, GL48655667, GL48703225, GL48709372, GL48745612, GL48754231, GL48803156, GL48829356, GL49187673, GL49257319, GL49323310, GL49330997, GL49347050, GL49404661, GL49757764, GL49814329, GL50115195, GL50295041, GL50305636, GL50353113, GL50572089, GL50637811, GL50645194, GL50686150, GL50892297.

খেলাপি ঋণগ্রহীতার/ঋণগ্রহীতাদের নাম, বন্ধক রাখা স্বর্ণ জামানতের বিবরণ এবং সংশ্লিষ্ট ঋণদানকারী শাখার ঠিকানা সংশ্লিষ্ট ঋণদানকারী শাখা এবং উপরোক্ত নিলাম কেন্দ্রে প্রদর্শিত রয়েছে। এছাড়াও, IIFL-এর কাস্টমার কেয়ার 1860-267-3000 নম্বরে অথবা www.iifl.com ওয়েবসাইট থেকে এ-সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করা যেতে পারে।

নিলামের পূর্বে ঋণ পরিশোধের অধিকার: ঋণগ্রহীতা/ঋণগ্রহীতাগণ অথবা তাঁদের আইনগত উত্তরাধিকারীরা নিলামের তারিখ পর্যন্ত যেকোনো সময় ঋণচুক্তি এবং মূল তথ্যাবলীর বিবরণী (KFS)-এ উল্লিখিত হালনাগাদ সুদ ও প্রযোজ্য চার্জসহ সম্পূর্ণ বকেয়া অর্থ পরিশোধ করে ঋণ হিসাব বন্ধ বা নিয়মিত করতে পারবেন। সে ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ঋণ হিসাব নিলাম থেকে প্রত্যাহার করা হবে।

এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখে বা তার পরে যেসব ঋণ হিসাব বন্ধ বা নিয়মিত করা হবে, সেসব হিসাব থেকে প্রকাশনা-সংক্রান্ত আনুপাতিক ব্যয় আদায় করা হবে।

মৃত ঋণগ্রহীতার ক্ষেত্রে: ঋণগ্রহীতা মৃত্যুবরণ করে থাকলে, এই বিজ্ঞপ্তি এবং নিলামের শর্তাবলি তাঁর আইনগত উত্তরাধিকারীদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে।

সংরক্ষিত মূল্য: নিলামটি স্বর্ণ জামানতের বর্তমান মূল্যের ন্যূনতম 90% (যেসব ঋণ হিসাবের ক্ষেত্রে নিলাম দুইবার ব্যর্থ হয়েছে, সেসব ক্ষেত্রে 85%) সংরক্ষিত মূল্যের ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত হবে। এই মূল্য RBI Directions অনুযায়ী নির্ধারণ করা হবে।

বিক্রয়ের ভিত্তি: নিলাম "যেমন আছে যেখানে আছে", "যেমন আছে যা আছে" এবং "যা কিছু আছে" ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত হবে। আগ্রহী দরদাতাদের বিড করার আগে প্রদর্শিত স্বর্ণ জামানতের বিবরণ পরীক্ষা করে নিজ দায়িত্বে সন্তুষ্ট হওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

স্থগিতকরণ/প্রত্যাহার: ঋণ পরিশোধ বা ঋণ হিসাব নিয়মিতকরণ, কোনো আদালত বা কর্তৃপক্ষের আদেশ, অথবা পরিচালনাগত প্রয়োজনসহ যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ কারণবশত IIFL নিলাম স্থগিত করতে বা নিলাম থেকে কোনো ঋণ হিসাব প্রত্যাহার করতে পারে।

নিলামের তারিখ বা স্থান পরিবর্তন হলে, তা নিলাম কেন্দ্র এবং সংশ্লিষ্ট ঋণদানকারী শাখায় প্রদর্শন করা হবে।

যদি এই বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত তারিখে নিলাম অনুষ্ঠিত বা সম্পন্ন করা সম্ভব না হয়, তবে IIFL তার নিজস্ব বিবেচনায় যথাযথ নোটিশ প্রদানপূর্বক একই জেলা বা পার্শ্ববর্তী জেলায় পরবর্তী কোনো তারিখে নিলাম পরিচালনা বা অব্যাহত রাখতে পারে, অথবা অনলাইন নিলাম আয়োজন করতে পারে।

স্বার্থের সংঘাতের অনুপস্থিতি: RBI নির্দেশাবলীর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে IIFL এবং তার সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহ নিলামে অংশগ্রহণ করবে না।

নিলামলব্ধ অর্থ: নিলামে প্রাপ্ত মূল্য এবং সমন্বয়কৃত বকেয়ার পূর্ণ বিবরণ ঋণগ্রহীতা/ঋণগ্রহীতাগণ অথবা তাঁদের আইনগত উত্তরাধিকারীদের প্রদান করা হবে। অতিরিক্ত অর্থ অবশিষ্ট থাকলে, নিলামলব্ধ সম্পূর্ণ অর্থ প্রাপ্তির 7 কার্যদিবসের মধ্যে (ঋণগ্রহীতার ব্যাংক-হিসাবের তথ্য উপলব্ধ থাকা সাপেক্ষে) তা ফেরত প্রদান করা হবে। তাই ঋণগ্রহীতাদের সংশ্লিষ্ট ঋণদানকারী শাখায় তাঁদের সর্বশেষ ব্যাংক-হিসাবের তথ্য হালনাগাদ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। কোনো ঘাটতি থাকলে, তা ঋণচুক্তির শর্তাবলি অনুযায়ী আদায়যোগ্য হবে।

বিস্তারিত তথ্য এবং শর্তাবলির জন্য অনুগ্রহ করে আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেড-এর সংশ্লিষ্ট ঋণদানকারী শাখায় (ঋণ হিসাবের তালিকার সঙ্গে প্রদর্শিত ঠিকানায়) যোগাযোগ করুন অথবা IIFL কাস্টমার কেয়ার 1860-267-3000 নম্বরে যোগাযোগ করুন।

তারিখ: 07.09.2026
স্থান: হাওড়া

স্বাক্ষরিত/-
অনুমোদিত স্বাক্ষরকারী
IIFL ফাইন্যান্স লিমিটেড

IIFL FINANCE

IIFL ফাইন্যান্স লিমিটেড | CIN: L67100MH1995PLC093797
নিবন্ধিত কার্যালয়: IIFL হাউস, সান ইনফোটেক পার্ক, রোড নং 16V, প্লট নং B-23, থানে ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়া, ওয়াগলে এস্টেট, থানে - 400604
টেলিফোন: 022-41035000 • ফ্যাক্স: 022-25806654 • টোল-ফ্রি: 1860-267-3000
ই-মেল: gold-helpline@iifl.com • ওয়েবসাইট: www.iifl.com

সার্বজনীন বিজ্ঞপ্তি – বন্ধক রাখা স্বর্ণ জামানতের নিলাম

এতদ্বারা সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা/ঋণগ্রহীতাগণ অথবা তাঁদের আইনগত উত্তরাধিকারীদের এবং সাধারণ জনগণকে অবহিত করা যাচ্ছে যে, ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংকে নিবন্ধিত একটি নন-ব্যাংকিং আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেড ("IIFL") এখানে উল্লিখিত ঋণ হিসাবসমূহের বিপরীতে বন্ধক রাখা স্বর্ণ জামানতের একটি সর্বজনীন নিলামের আয়োজন করবে। ঋণগ্রহীতা/ঋণগ্রহীতাগণ উপলব্ধ যোগাযোগমাধ্যমের মাধ্যমে নিলাম-সংক্রান্ত নোটিশ ও অনুস্মারক প্রেরণ করা সত্ত্বেও তাঁদের ঋণ পরিশোধ বা নিয়মিত করেননি। এই নিলাম ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংক কর্তৃক সময়ে সময়ে জারি করা প্রযোজ্য নির্দেশাবলি ("RBI নির্দেশনাবলী"), ঋণচুক্তির শর্তাবলি এবং IIFL-এর পরিচালনা পর্ষদ-অনুমোদিত স্বর্ণঋণ নীতিমালার আলোকে পরিচালিত হবে।

নিলামের তারিখ, সময় ও স্থান: সর্বজনীন নিলাম **15.09.2026** তারিখে **সকাল 10:00টা** থেকে IIFL-এর নিম্নলিখিত শাখায় অনুষ্ঠিত হবে – **কলকাতা-জেএম অ্যাভিনিউ জিএল, আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেড, জে.এম অ্যাভিনিউ, নিচতলা, 8বি, বেডন স্ট্রিট, এসবিআই-এর বিপরীতে, কলকাতা-700006, পশ্চিমবঙ্গ**

এই নিলাম একই জেলার অন্তর্গত ঋণদানকারী শাখাসমূহের ঋণ হিসাবের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

স্বর্ণঋণ হিসাবের বিবরণ: ঋণ হিসাব নম্বরসমূহ- GL18692353, GL19477450, GL20468570, GL21857621, GL28044838, GL28144689, GL30734726, GL31354799, GL32508898, GL32524309, GL33035846, GL33852335, GL33899544, GL34274696, GL35365397, GL35403612, GL35438377, GL35473837, GL35626602, GL35735799, GL35763022, GL35807756, GL35928026, GL36033091, GL36474669, GL36489264, GL36498614, GL36521194, GL36798384, GL36799372, GL36892450, GL36962955, GL37049952, GL37105257, GL37216773, GL37286267, GL37501650, GL37519236, GL37530278, GL37559058, GL37568273, GL37769220, GL37835195, GL37852068, GL37865428, GL37866702, GL37882264, GL37916026, GL37995914, GL38035461, GL38092667, GL38126983, GL38142622, GL38145317, GL38160857, GL38218117, GL38292244, GL38414707, GL38425415, GL38490919, GL38516450, GL38525721, GL38559965, GL38700514, GL38719196, GL38720386, GL38739330, GL38833442, GL38879860, GL38884360, GL38914092, GL38921228, GL38935133, GL38990039, GL39012962, GL39054955, GL39074438, GL39077181, GL39078026, GL39139466, GL39160036, GL39175702, GL39177022, GL39185425, GL39200629, GL39209573, GL39248613, GL39252832, GL39255290, GL39271875, GL39273971, GL39274260, GL39275735, GL39278936, GL39279784, GL39279988, GL39280781, GL39280863, GL39281223, GL39286891, GL39288740, GL39309624, GL39310604, GL39322505, GL39325521, GL39327621, GL39330486, GL39333795, GL39337538, GL39342489, GL39347160, GL39350401, GL39350710, GL39353056, GL39353477, GL39355105, GL39356239, GL39359705, GL39361726, GL39361845, GL39365417, GL39366218, GL39370089, GL39374657, GL39380084, GL39382434, GL39386480, GL39387163, GL39388520, GL39388531, GL39389108, GL39390450, [illegible] GL45950571, GL45965208, GL45991524, GL46005314, GL46019847, GL46026025, GL46026718, GL46036746, GL46043471, GL46053594, GL46069863, GL46075555, GL46120247, GL46143452, GL46143858, GL46159729, GL46161912, GL46167491, GL46197047, GL46197274, GL46203477, GL46210225, GL46230389, GL46235315, GL46247931, GL46257668, GL46265294, GL46280964, GL46302887, GL46314207, GL46329542, GL46330738, GL46337751, GL46338453, GL46339709, GL46354069, GL46373972, GL46402049, GL46404151, GL46408256, GL46457650, GL46468908, GL46469565, GL46493638, GL46511691, GL46521553, GL46523075, GL46527200, GL46527612, GL46553190, GL46584557, GL46586830, GL46604529, GL46612448, GL46619257, GL46624204, GL46624628, GL46637698, GL46638462, GL46639762, GL46657510, GL46686179, GL46699476, GL46701558, GL46761114, GL46765061, GL46767837, GL46768481, GL46769335, GL46770392, GL46790192, GL46792005, GL46820121, GL46857557, GL46858243, GL46866863, GL46877128, GL46905806, GL46909902, GL46919300, GL46919338, GL46921901, GL46965172, GL46967360, GL46973226, GL46974766, GL46984101, GL47001725, GL47011819, GL47022170, GL47033154, GL47034636, GL47040286, GL47065307, GL47067976, GL47071507, GL47072223, GL47072419, GL47085570, GL47097723, GL47115589, GL47123465, GL47156196, GL47169843, GL47183019, GL47207619, GL47213267, GL47217897, GL47222778, GL47237403, GL47243964, GL47243981, GL47276262, GL47284242, GL47305832, GL47305851, GL47306149, GL47325387, GL47330104, GL47369136, GL47369349, GL47379535, GL47384373, GL47395945, GL47404285, GL47430894, GL47484389, GL47493154, GL47538502, GL47607011, GL47608890, GL47610747, GL47613979, GL47630214, GL47630254, GL47657309, GL47696408, GL47752776, GL47803082, GL47803611, GL47812423, GL47823462, GL47835073, GL47848023, GL47906678, GL47907497, GL47921417, GL47925036, GL47934087, GL47935655, GL47937686, GL47940031, GL47947326, GL47948030, GL47949774, GL47956374, GL47968338, GL47975982, GL47986654, GL47998272, GL48008203, GL48023100, GL48028119, GL48045279, GL48063002, GL48093897, GL48131836, GL48135370, GL48143357, GL48148682, GL48148981, GL48154887, GL48160645, GL48168716, GL48169907, GL48172684, GL48189424, GL48206964, GL48220996, GL48224589, GL48232190, GL48245849, GL48252870, GL48268395, GL48271008, GL48290381, GL48309662, GL48315168, GL48315291, GL48324626, GL48332968, GL48337084, GL48337561, GL48343755, GL48352553, GL48357700, GL48368788, GL48403305, GL48420114, GL48420218, GL48423651, GL48424318, GL48466071, GL48470181, GL48496332, GL48498490, GL48578614, GL48584080, GL48584399, GL48600960, GL48613324, GL48614478, GL48679891, GL48680405, GL48683582, GL48693237, GL48697541, GL48752430, GL48753564, GL48773523, GL48790306, GL48803888, GL48917894, GL48918874, GL48958126, GL48981245, GL49044172, GL49101049, GL49153905, GL49155056, GL49165259, GL49221327, GL49222681, GL49224838, GL49291675, GL49338723, GL49371403, GL49389927, GL49414055, GL49440465, GL49470510, GL49612028, GL49959106, GL49984899, GL50101073, GL50203334, GL50219744, GL50247438, GL50316451, GL50323251, GL50332272, GL50432317, GL50462712, GL50465957, GL50475950, GL50577173, GL50620281, GL50624220, GL50627880, GL50667161, GL50668476, GL50676916, GL50677407, GL50679773, GL50688390, GL50689469, GL50724069, GL50725929, GL50727953, GL50731111, GL50734721, GL50737233, GL50747487, GL50756311, GL50767404, GL50767974, GL50783526, GL50786582, GL50787765, GL50903078, GL51112499, GL51201621.

খেলাপি ঋণগ্রহীতার/ঋণগ্রহীতাদের নাম, বন্ধক রাখা স্বর্ণ জামানতের বিবরণ এবং সংশ্লিষ্ট ঋণদানকারী শাখার ঠিকানা সংশ্লিষ্ট ঋণদানকারী শাখা এবং উপরোক্ত নিলাম কেন্দ্রে প্রদর্শিত রয়েছে। এছাড়াও, IIFL-এর কাস্টমার কেয়ার 1860-267-3000 নম্বরে অথবা www.iifl.com ওয়েবসাইট থেকে এ-সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করা যেতে পারে।

নিলামের পূর্বে ঋণ পরিশোধের অধিকার: ঋণগ্রহীতা/ঋণগ্রহীতাগণ অথবা তাঁদের আইনগত উত্তরাধিকারীরা নিলামের তারিখ পর্যন্ত যেকোনো সময় ঋণচুক্তি এবং মূল তথ্যাবলীর বিবরণী (KFS)-এ উল্লিখিত হালনাগাদ সুদ ও প্রযোজ্য চার্জসহ সম্পূর্ণ বকেয়া অর্থ পরিশোধ করে ঋণ হিসাব বন্ধ বা নিয়মিত করতে পারবেন। সে ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ঋণ হিসাব নিলাম থেকে প্রত্যাহার করা হবে।

এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখে বা তার পরে যেসব ঋণ হিসাব বন্ধ বা নিয়মিত করা হবে, সেসব হিসাব থেকে প্রকাশনা-সংক্রান্ত আনুপাতিক ব্যয় আদায় করা হবে।

মৃত ঋণগ্রহীতার ক্ষেত্রে: ঋণগ্রহীতা মৃত্যুবরণ করে থাকলে, এই বিজ্ঞপ্তি এবং নিলামের শর্তাবলি তাঁর আইনগত উত্তরাধিকারীদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে।

সংরক্ষিত মূল্য: নিলামটি স্বর্ণ জামানতের বর্তমান মূল্যের ন্যূনতম 90% (যেসব ঋণ হিসাবের ক্ষেত্রে নিলাম দুইবার ব্যর্থ হয়েছে, সেসব ক্ষেত্রে 85%) সংরক্ষিত মূল্যের ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত হবে। এই মূল্য RBI Directions অনুযায়ী নির্ধারণ করা হবে।

বিক্রয়ের ভিত্তি: নিলাম "যেমন আছে যেখানে আছে", "যেমন আছে যা আছে" এবং "যা কিছু আছে" ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত হবে। আগ্রহী দরদাতাদের বিড করার আগে প্রদর্শিত স্বর্ণ জামানতের বিবরণ পরীক্ষা করে নিজ দায়িত্বে সন্তুষ্ট হওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

স্থগিতকরণ/প্রত্যাহার: ঋণ পরিশোধ বা ঋণ হিসাব নিয়মিতকরণ, কোনো আদালত বা কর্তৃপক্ষের আদেশ, অথবা পরিচালনাগত প্রয়োজনসহ যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ কারণবশত IIFL নিলাম স্থগিত করতে বা নিলাম থেকে কোনো ঋণ হিসাব প্রত্যাহার করতে পারে।

নিলামের তারিখ বা স্থান পরিবর্তন হলে, তা নিলাম কেন্দ্র এবং সংশ্লিষ্ট ঋণদানকারী শাখায় প্রদর্শন করা হবে।

যদি এই বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত তারিখে নিলাম অনুষ্ঠিত বা সম্পন্ন করা সম্ভব না হয়, তবে IIFL তার নিজস্ব বিবেচনায় যথাযথ নোটিশ প্রদানপূর্বক একই জেলা বা পার্শ্ববর্তী জেলায় পরবর্তী কোনো তারিখে নিলাম পরিচালনা বা অব্যাহত রাখতে পারে, অথবা অনলাইন নিলাম আয়োজন করতে পারে।

স্বার্থের সংঘাতের অনুপস্থিতি: RBI নির্দেশাবলীর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে IIFL এবং তার সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহ নিলামে অংশগ্রহণ করবে না।

নিলামলব্ধ অর্থ: নিলামে প্রাপ্ত মূল্য এবং সমন্বয়কৃত বকেয়ার পূর্ণ বিবরণ ঋণগ্রহীতা/ঋণগ্রহীতাগণ অথবা তাঁদের আইনগত উত্তরাধিকারীদের প্রদান করা হবে। অতিরিক্ত অর্থ অবশিষ্ট থাকলে, নিলামলব্ধ সম্পূর্ণ অর্থ প্রাপ্তির 7 কার্যদিবসের মধ্যে (ঋণগ্রহীতার ব্যাংক-হিসাবের তথ্য উপলব্ধ থাকা সাপেক্ষে) তা ফেরত প্রদান করা হবে। তাই ঋণগ্রহীতাদের সংশ্লিষ্ট ঋণদানকারী শাখায় তাঁদের সর্বশেষ ব্যাংক-হিসাবের তথ্য হালনাগাদ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। কোনো ঘাটতি থাকলে, তা ঋণচুক্তির শর্তাবলি অনুযায়ী আদায়যোগ্য হবে।

বিস্তারিত তথ্য এবং শর্তাবলির জন্য অনুগ্রহ করে আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেড-এর সংশ্লিষ্ট ঋণদানকারী শাখায় (ঋণ হিসাবের তালিকার সঙ্গে প্রদর্শিত ঠিকানায়) যোগাযোগ করুন অথবা IIFL কাস্টমার কেয়ার 1860-267-3000 নম্বরে যোগাযোগ করুন।

তারিখ: 07.09.2026
স্থান: কলকাতা

স্বাক্ষরিত/-
অনুমোদিত স্বাক্ষরকারী
IIFL ফাইন্যান্স লিমিটেড

বৈভবের ঝড়ের মাঝেও ঈশানের ব্যাটে সেঞ্চুরি! জোরালো বার্তা নির্বাচকদের

চেন্নাই, ৬ সেপ্টেম্বর ঃ দলীপ ট্রফির ফাইনালে প্রথম দিনটা যেন দুই প্রজন্মের ব্যাটিংয়ের গল্প লিখল। একদিকে মাত্র ১৫ বছরের বৈভব সূর্যবংশীর বিধ্বংসী ব্যাটিং, অন্যদিকে পরিণত মানসিকতার সঙ্গে বড় রান করে নিজের উপস্থিতি জানান দিলেন ঈশান কিষান। বৈভবের চার-ছক্কার ঝড় নিয়ে যখন ক্রিকেটমহলে আলোচনা তুঙ্গে, তখন চেন্নাইয়ের চিপক স্টেডিয়ামে দক্ষিণাঞ্চলের বিরুদ্ধে দুরন্ত শতরান করে টেস্ট দলে ফেরার দাবি আরও জোরালো করলেন পূর্বাঞ্চলের অধিনায়ক ঈশান। টসে জিতে প্রথমে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেয় পূর্বাঞ্চল। ইনিংসের শুরুতেই নজর কাড়ে বৈভব ও বাংলার অভিমন্যু ঈশ্বরণের জুটি। দু'জনে মিলে দ্রুত ১০০ রানের জুটি গড়ে দলকে শক্ত ভিতের উপর দাঁড় করান। নিজের স্বভাবসিদ্ধ আক্রমণাত্মক ক্রিকেট খেলেন বৈভব। এমনকি অভিজ্ঞ মহম্মদ সিরাজের বিরুদ্ধেও তাঁর ব্যাট থেকে আসে চার-ছক্কা। তবে ৩৭ বলে ৪৪ রান করে থামতে হয় ১৫ বছরের এই তরুণ ব্যাটারকে। তাঁর ইনিংসে ছিল পাঁচটি চার এবং একটি ছয়। অন্যদিকে অভিমন্যুও নিজের পরিচিত ধৈর্যের পরিচয় দেন। ৮৬ বলে ৭২ রান করে দলকে প্রয়োজনীয় ভিত গড়ে দেন তিনি। ঝাড়খণ্ডের ২১ বছরের ব্যাটার অবশ্য ৮৫ রান করে ফেরেন। বাংলার সুদীপ কুমার ঘরামি অবশ্য বড় রান করতে পারেননি। এরপর ইনিংসের হাল ধরেন ঈশান কিষান। শুরু থেকেই তাঁকে দেখা যায় একেবারে ভিন্ন মেজাজে। টি-টোয়েন্টির মতো অতি আগ্রাসী নন, আবার অতিরিক্ত সাবধানী হয়ে রান তোলার গতিও কমাননি। পরিস্থিতি বুঝে শট খেলেছেন, খারাপ বল পেলেই সীমানার বাইরে পাঠিয়েছেন এবং পেসারদের বিরুদ্ধে যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে ব্যাট করেছেন। দিনের শেষে ঈশান ১৩৫ বলে ১১১ রান করে অপরাজিত। তাঁর ইনিংসে রয়েছে ১৪টি চার এবং একটি ছয়। তাঁর ব্যাটিংয়ে আগ্রাসন ও নিয়ন্ত্রণের যে ভারসাম্য দেখা গিয়েছে, সেটিই সবচেয়ে বেশি নজর কেড়েছে। দিনের শেষে পূর্বাঞ্চলের সংগ্রহ চার উইকেটে ৩৮৫ রান। ঈশানের সঙ্গে ৬৩ রানে অপরাজিত রয়েছেন কুমার কুশাগ্র। এই শতরান ঈশানের ব্যক্তিগত সাফল্যের পাশাপাশি জাতীয় দলে ফেরার দাবিকেও নতুন করে সামনে নিয়ে এল। ভারতের হয়ে এখনও পর্যন্ত মাত্র দু'টি টেস্ট খেলেছেন তিনি। প্রায় তিন বছর আগে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে সেই সিরিজে সুযোগ পেয়েছিলেন ঈশান। তবে ব্যাট হাতে প্রত্যাশা অনুযায়ী সাফল্য পাননি। এরপর জাতীয় টেস্ট দলের বাইরে চলে যান তিনি। এখন প্রশ্ন, ফের কি লাল বলের ক্রিকেটে জাতীয় দলে ফিরতে পারবেন ঈশান? দলীপ ফাইনালে তাঁর এই ইনিংস সেই প্রশ্নের উত্তর খোঁজার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে। বিশেষ করে জাতীয় দলের কোচ গৌতম গম্ভীর এবং নির্বাচক কমিটির সামনে নিজের দাবিটা জোরালো করলেন তিনি। তাৎপর্যপূর্ণভাবে, ম্যাচ দেখতে চিপক স্টেডিয়ামে উপস্থিত ছিলেন নির্বাচক প্রধান অজিত আগরকরও। ফলে নির্বাচকদের সামনে ঈশানের এই ইনিংস সরাসরি নজরে এসেছে বলেই মনে করা হচ্ছে। এর আগে ঘরোয়া ক্রিকেটে ধারাবাহিক পারফরম্যান্স দেখিয়ে ভারতের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের দরজাও খুলেছিলেন ঈশান। এবার দলীপ ট্রফির ফাইনালে শতরান করে ফের বুঝিয়ে দিলেন, সাদা বলের ক্রিকেটের পাশাপাশি লাল বলেও নিজেকে প্রমাণ করার ক্ষমতা তাঁর রয়েছে। বৈভব সূর্যবংশীর বিস্ফোরক ব্যাটিং হয়তো প্রথম দিনের সবচেয়ে বড় আকর্ষণ ছিল, কিন্তু দিনের শেষে আলোচনার কেন্দ্রে উঠে এলেন ঈশান কিষান। তাঁর ১১১ রানের অপরাজিত ইনিংস জাতীয় নির্বাচকদের জন্য যে নতুন করে ভাবনার দরজা খুলে দিল, তা বলাই যায়।

ভারত-পাক ম্যাচ বাড়ানোর ভাবনা আইসিসির

দ্বিপাক্ষিক সিরিজে ভাটা, বাড়বে ত্রিদেশীয় টুর্নামেন্ট ?

মুম্বই, ৬ সেপ্টেম্বর ঃ ক্রিকেটের জনপ্রিয়তা ধরে রাখতে ভবিষ্যতে দ্বিপাক্ষিক সিরিজের সংখ্যা কমিয়ে বহুদেশীয় টুর্নামেন্টের দিকে আরও বেশি করে ঝুঁকতে পারে বিকল্প হিসেবে উঠে আসছে ত্রিদেশীয় সিরিজ কিংবা চার দেশের টুর্নামেঃট। অতীতে ক্রিকেটে এই ধরনের প্রতিযোগিতার প্রচলন থাকলেও বর্তমানে দ্বিপাক্ষিক সিরিজ লাগাতে নিরপেক্ষ ভেন্যুতে তিন বা চার দেশের সিরিজ আয়োজনের পরিকল্পনা হতে পারে। সম্ভাব্য এই টুর্নামেন্টে ভারত ও পাকিস্তানের পাশাপাশি শ্রীলঙ্কা বা বাংলাদেশকে

আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিল বা আইসিসি। দর্শকদের আগ্রহ কমতে থাকা এবং একাধিক দ্বিপাক্ষিক সিরিজের একপেশে প্রতিযোগিতা নিয়ে নতুন করে ভাবনাচিন্তা শুরু করেছে ক্রিকেটের সর্বোচ্চ নিয়ামক সংস্থা। পাকিস্তানের একাধিক সংবাদমাধ্যমের দাবি, এই পরিকল্পনার অংশ হিসেবে নিরপেক্ষ ভেন্যুতে আরও বেশি ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ আয়োজনের সম্ভাবনাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে আইসিসির সিইও সংযোগ গুপ্তা জানিয়েছেন, দর্শকদের ক্রিকেটের প্রতি আগ্রহ বাড়াতে নতুন ধরনের পরিকল্পনা প্রয়োজন। তাঁর বক্তব্য, যখন-তখন দ্বিপাক্ষিক সিরিজ আয়োজনের পুরনো ধারণা থেকে সরে আসার সময় এসেছে। তাঁর মতে, শুধু দ্বিপাক্ষিক ক্রিকেটের উপর নির্ভর করে ভবিষ্যতে ক্রিকেটের জনপ্রিয়তা এবং আর্থিক কাঠামোকে দীর্ঘমেয়াদে ধরে রাখা সম্ভব হবে না। আইসিসির ভাবনায় এবং আইসিসির নির্ধারিত বহুদেশীয় প্রতিযোগিতাই বেশি দেখা যায়। এবার সেই পুরনো ফরম্যাটকে নতুনভাবে ফিরিয়ে আনার কথা ভাবা হচ্ছে বলে খবর। এর পিছনে অন্যতম কারণ দর্শকদের আগ্রহ। আইসিসির মতে, ক্রিকেটে নতুন বিনিয়োগ আনতে হলে মাঠে দর্শক টানতে হবে এবং টেলিভিশন ও ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে দর্শকসংখ্যাও বাড়াতে হবে। কিন্তু নিয়মিত দ্বিপাক্ষিক সিরিজে সেই উত্তেজনা সবসময় তৈরি হচ্ছে না। ফলে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও দর্শক আকর্ষণ বাড়াতে একাধিক দেশের অংশগ্রহণে ছোট টুর্নামেন্ট আয়োজনের পরিকল্পনা করা হতে পারে।

এই প্রস্তাবের সঙ্গে ভারত-পাকিস্তান ক্রিকেটীয় দ্বৈরথের বিষয়টিও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। দুই দেশের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে দ্বিপাক্ষিক ক্রিকেট বন্ধ থাকায় আইসিসির বিভিন্ন বহুদেশীয় প্রতিযোগিতাই ভারত-পাক ম্যাচ দেখার প্রধান সুযোগ। সেই বিপুল দর্শক আগ্রহকে কাজে অন্তর্ভুক্ত করার কথাও ভাবা হচ্ছে। নিরপেক্ষ ভেন্যু হিসেবে সংযুক্ত আরব আমিরশাহী, অস্ট্রেলিয়া এবং ইংল্যান্ডের নামও আলোচনায় রয়েছে বলে পাকিস্তানি সংবাদমাধ্যমগুলির দাবি। পাকিস্তান এই ধরনের উদ্যোগে আগ্রহী হলেও ভারতের অবস্থান এখনও স্পষ্ট নয়। আগামী ২২ ও ২৩ সেপ্টেম্বর দুবাইয়ে আইসিসির সদস্য দেশগুলির বৈঠক হওয়ার কথা। সেখানে ১২টি পূর্ণ সদস্য দেশ এবং আটটি সহযোগী সদস্য দেশকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। ক্রিকেটের ভবিষ্যৎ কাঠামো, দ্বিপাক্ষিক সিরিজের ভূমিকা এবং বহুদেশীয় টুর্নামেন্টের সম্ভাবনা নিয়ে ওই বৈঠকে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হতে পারে। তবে শেষ পর্যন্ত পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হবে কি না, তা নির্ভর করবে সদস্য দেশগুলির সম্মতি এবং বিশেষ করে ভারত ও পাকিস্তানের অবস্থানের উপর। ক্রিকেটের ভবিষ্যৎ ক্যালেন্ডারে তাই আগামী দিনের বড় পরিবর্তনের ইঙ্গিত মিলছে।

ভারতের কাছে ৩-০ হার, এএফসি অনূর্ধ্ব-২০ বাছাইয়ে তলানিতে থেকেই বিদায় বাংলাদেশের

তাসখন্দ, ৬ সেপ্টেম্বর ঃ এএফসি অনূর্ধ্ব-২০ এশিয়ান কাপের বাছাইপর্বে হতাশাজনক অভিযান শেষ করল বাংলাদেশ। রবিবার, ৬ সেপ্টেম্বর উজবেকিস্তানের তাসখন্দের দস্তলিক স্টেডিয়ামে গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচে ভারতের কাছে ৩-০ গোলে পরাজিত হয়েছে বাংলাদেশের অনূর্ধ্ব-২০ দল। টানা তিন ম্যাচে হারের ফলে গ্রুপ বি-র পয়েন্ট তালিকার তলানিতে থেকেই প্রতিযোগিতা শেষ করল তারা। ম্যাচের শুরু থেকেই ভারতের আক্রমণের সামনে চাপে ছিল বাংলাদেশ। প্রথমার্ধেই ভারত এগিয়ে যায়। ২৫ মিনিটে ড্যানি মেইতেই লাইশরামের গোলে স্কোরলাইন ১-০ হয়। এরপর ব্যবধান বাড়ানোর জন্য একাধিক আক্রমণ তৈরি করে ভারতীয় দল। বাংলাদেশের রক্ষণ প্রথমার্ধে আরও গোল আটকাতে পারলেও দ্বিতীয়ার্ধে চাপ সামলাতে পারেনি। দ্বিতীয়ার্ধে ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ আরও শক্ত হাতে নেয় ভারত। ৬০ মিনিটে বিশাল যাদব দুর্দান্ত অ্যাক্রোবেটিক ফিনিশে ব্যবধান ২-০ করেন। এরপর বাংলাদেশের রক্ষণ আরও চাপে পড়ে যায়। শেষ পর্যন্ত ৭৯ মিনিটে পরিবর্ত হিসেবে মাঠে নামা মহম্মদ আরবাশ শক্তিশালী শটে ভারতের তৃতীয় গোলটি করেন। ফলে ৩-০ ব্যবধানে জয় নিয়ে মাঠ

ছাড়ে ভারত। এই জয় ভারতের এশিয়ান কাপের যোগ্যতা অর্জনের আশা জিইয়ে রাখে। গ্রুপের শীর্ষস্থানীয় উজবেকিস্তানের বিরুদ্ধে আগের ম্যাচে ০-৪ গোলে হারলেও, বাংলাদেশের বিরুদ্ধে বড় জয় ভারতের অবস্থানকে শক্ত করে।

অন্যদিকে বাংলাদেশের অভিযান শুরু হয়েছিল স্বাগতিক উজবেকিস্তানের বিরুদ্ধে ০-২ হারে। এরপর সিরিয়ার কাছেও ০-৩ গোলে পরাজিত হয় তারা। ফলে শেষ ম্যাচে ভারতের বিরুদ্ধে ঘুরে দাঁড়ানোর সুযোগ থাকলেও সেই লক্ষ্য পূরণ হল না। এবার বাংলাদেশের সামনে ঘরোয়া ফুটবলে এই ব্যর্থতা থেকে শিক্ষা নিয়ে বয়সভিত্তিক ফুটবলের কাঠামো আরও শক্তিশালী করার চ্যালেঞ্জ। অন্যদিকে ভারতীয় দল অপেক্ষা করবে গ্রুপের চূড়ান্ত সমীকরণের জন্য। এই বাছাইপর্বে গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন এবং আটটি গ্রুপের সেরা সাত রানার্স-আপ এএফসি অনূর্ধ্ব-২০ এশিয়ান কাপের মূলপর্বে জায়গা পাবে।

পাকিস্তানকে ৫৫ রানে গুটিয়ে ইতিহাস গড়ল মেয়েরা

দুবাই,৬ সেপ্টেম্বর ঃ একসময় স্কোরবোর্ডে ২৭ রান, নেই কোনও উইকেট। সেখান থেকেই মাত্র ২৮ রানের মধ্যে ১০ উইকেট হারিয়ে মাত্র ৫৫ রানে অলআউট পাকিস্তান। শনিবার মহিলা এশিয়া কাপের মঞ্চে পাকিস্তানের ব্যাটিংকে কার্যত ধ্বংস করে দিয়ে নজির গড়ল ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দল। ভারতীয় স্পিনারদের ঘূর্ণিতে মাত্র ১৮.১ ওভারেই শেষ হয়ে গেল ফতিমা সানার দলের ইনিংস। এই ৫৫ রানই মহিলাদের টি-টোয়েন্টিতে পাকিস্তানের সর্বনিম্ন দলীয় স্কোর। এর আগে ২০২৪ সালে একই মাঠে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ৫৬ রানে অলআউট হয়েছিল পাকিস্তান। সেই রেকর্ডও এদিন নিজেদের হাতেই ভেঙে ফেলল তারা। ২৭ থেকে ৫৫, মাত্র ২৮ রানেই সর্বনাশ- ম্যাচের শুরুটা কিন্তু একেবারেই পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যাচ্ছিল না। প্রথম ৪.২ ওভারে কোনও উইকেট না হারিয়ে ২৭ রান তুলে ফেলেছিল তারা। ভারতীয় দলের ফিল্ডিংয়েও কিছু ভুল ছিল। প্রতীকা রাওয়াল একাধিক ক্যাচের সুযোগ হাতছাড়া করেন। পাশাপাশি শুরুতে ভারতীয় পেসাররাও উইকেট থেকে খুব একটা সাহায্য পাচ্ছিলেন না। কিন্তু পরিস্থিতি বদলে যায় শেফালি বর্মা বল হাতে আক্রমণে আসতেই। তাঁর বলে মুনিবা আলির উইকেট পড়ার পরই পাকিস্তানের ব্যাটিংয়ে ধস নামে। পাওয়ার প্লে শেষ হওয়ার সময় পাকিস্তানের স্কোর দাঁড়ায় ২৯ রানে ৩ উইকেট। এরপর আরও ভয়াবহ পরিস্থিতি তৈরি হয়। মাত্র কয়েক বলের ব্যবধানে ৩৫ রানে ৬ উইকেট হারিয়ে বসে পাকিস্তান। স্পিনের ঘূর্ণিতে অসহায় পাকিস্তান- পাকিস্তানের ব্যাটারদের সবচেয়ে বেশি সমস্যায় ফেলেন ভারতের স্পিনাররা।

স্টার্কের ১০ উইকেটে বাংলাদেশকে উড়িয়ে সিরিজে সমতা অস্ট্রেলিয়ার

৬ সেপ্টেম্বর ঃ প্রথম টেস্টে অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে ইতিহাস তৈরি করেছিল বাংলাদেশ। কিন্তু দ্বিতীয় টেস্টে সেই সাফল্যের কোনও পুনরাবৃত্তি হল না। মিচেল স্টার্ক ও প্যাট কামিন্সের আগুনে বোলিংয়ের সামনে মাত্র দু'দিনেই গুটিয়ে গেল বাংলাদেশের প্রতিরোধ। ইনিংস ও ৫১ রানে জয় তুলে নিয়ে সিরিজে সমতা ফেরাল অস্ট্রেলিয়া। অবিশ্বাস্যভাবে, গোটা ম্যাচটি শেষ হতে লাগল মাত্র ৭৫০টি বৈধ বল। পাঁচটি সেশনও সম্পূর্ণ হয়নি। টেস্ট ক্রিকেটের ইতিহাসে বলের হিসাবে এটি চতুর্থ সংক্ষিপ্ততম ম্যাচ। আর অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে আয়োজিত টেস্টগুলির মধ্যে এটি দ্বিতীয় দ্রুততম সমাপ্তি। ম্যাচে বল হাতে কার্যত একাই বাংলাদেশের ব্যাটিং লাইন-আপকে ছিন্নভিন্ন করে দেন মিচেল স্টার্ক। দুই ইনিংস মিলিয়ে ১০টি উইকেট তুলে ম্যাচের সেরা হয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার তারকা পেসার। তাঁকে যোগ্য সঙ্গ দেন অধিনায়ক প্যাট কামিন্স। দু'জনের আগুনে বোলিংয়ের সামনে বাংলাদেশের ব্যাটাররা কোনও সময়েই ম্যাচে ফিরতে পারেননি। মাত্র ৬৪ রানেই শেষ বাংলাদেশ-টসের পর প্রথম ইনিংসে ব্যাট করতে নেমে বাংলাদেশের শুরু থেকেই বিপর্যয়। মাত্র ৬৪ রানে অলআউট হয়ে যায় গোটা দল। স্টার্কের সামনে একেবারেই অসহায় দেখায় বাংলাদেশের ব্যাটিং। মাত্র ১২ রান দিয়ে ছয়টি উইকেট তুলে নেন অজি পেসার। কামিন্সের ঝুলিতে যায় আরও তিন উইকেট। বাংলাদেশের প্রথম ইনিংসের এই ধস ম্যাচের গতিপথ কার্যত ঠিক করে দেয়। ব্যাট হাতে নেমে অস্ট্রেলিয়া তুলল ২১০ রান। বাংলাদেশের হয়ে শরিফুল ইসলাম দুর্দান্ত বোলিং করে সাতটি উইকেট নিলেও অস্ট্রেলিয়ার লিড আটকাতে পারেননি। দ্বিতীয় ইনিংসেও ব্যর্থতা- প্রথম ইনিংসে ১৪৬ রানে পিছিয়ে থেকে দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করতে নামে বাংলাদেশ।

কর্ডিসেপস নিয়ে বিতর্কে ভারতীয় অ্যাথলিটরা, এশিয়ান গেমসে ডোপিং ঝুঁকি কতটা?

মুম্বই, ৬ সেপ্টেম্বর ঃ এশিয়ান গেমসের প্রস্তুতিতে যখন ব্যস্ত ভারতীয় অ্যাথলিটরা, তখনই ক্রীড়ামহলে আলোচনায় হিমালয়ের এক বিশেষ ভেষজ-কেড়া জড়ি বা কর্ডিসেপস। স্ট্যামিনা ও শারীরিক সক্ষমতা বাড়ানোর আশায় ক্রীড়াবিদদের একাংশ এই উপাদান ব্যবহার করছেন বলে দাবি। কিন্তু এটি সরাসরি নিষিদ্ধ না হলেও এর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে ডোপিংয়ের ঝুঁকি। ফলে বড় প্রতিযোগিতার আগে বিষয়টি নিয়ে বাড়তি সতর্ক হওয়ার পরামর্শ দিচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা। কী এই কেড়া জড়ি? কেড়া জড়ি মূলত এক ধরনের পরজীবী ছত্রাক। এর বৈজ্ঞানিক নাম Ophiocordyceps sinensisú হিমালয়ের উচ্চ পার্বত্য অঞ্চলে এই ছত্রাকের সন্ধান মেলে। বিশেষ ধরনের মথের লার্ভার দেহে এই ছত্রাক সংক্রমণ ঘটিয়ে পরে সেই লার্ভার শরীর ভেদ করে বাইরে বেরিয়ে আসে। অদ্ভুত এই প্রাকৃতিক গঠনের কারণেই স্থানীয়ভাবে এর পরিচিতি কেড়া জড়ি নামে। দীর্ঘদিন ধরেই বিভিন্ন ঐতিহ্যবাহী চিকিৎসা পদ্ধতিতে কর্ডিসেপস ব্যবহার হয়ে আসছে। চা, স্যুপ কিংবা গরম জলের সঙ্গে মিশিয়েও এটি গ্রহণ করা হয়। কেন অ্যাথলিটদের আগ্রহ? ক্রীড়াজগতে কর্ডিসেপস নিয়ে আগ্রহের অন্যতম কারণ এর সম্ভাব্য কর্মক্ষমতা-বর্ধক বৈশিষ্ট্য। কিছু গবেষণায় কর্ডিসেপসের সঙ্গে শারীরিক সহনশীলতা বা অ্যারোবিক পারফরম্যান্সের সম্ভাব্য সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা হয়েছে। সেই কারণেই দৌড়, স্প্রিন্ট বা থ্রো ইভেন্টের মতো শক্তি ও সহনশীলতানির্ভর খেলায় অংশ নেওয়া অ্যাথলিটদের মধ্যে এটি ব্যবহারের প্রবণতা রয়েছে বলে দাবি করা হচ্ছে। তবে কর্ডিসেপস খেলেই যে প্রত্যেক অ্যাথলিটের পারফরম্যান্স বাড়বে, এমন নিশ্চিত বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তে পৌঁছনো ঠিক নয়। এর কার্যকারিতা নিয়ে আরও গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে। WADA কি নিষিদ্ধ করেছে?

এখানেই রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ২০২৬ সালের ওয়ার্ল্ড অ্যাঃিট-ডোপিং এজেন্সি বা WADA-র নিষিদ্ধ তালিকায় কর্ডিসেপস নিজে নিষিদ্ধ পদার্থ হিসেবে নেই। অর্থা শুধুমাত্র কর্ডিসেপস গ্রহণ করলেই তা ডোপিং অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে-এমনটা নয়। কিন্তু সমস্যার জায়গা অন্যত্র। আসল ঝুঁকি কোথায়? বাজার থেকে কেনা হার্বাল সাপ্লিমেন্ট বা কর্ডিসেপস-জাতীয় পণ্যের উপাদান নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে। বিশেষজ্ঞদের মতে, কোনও সাপ্লিমেন্টে লেবেলে উল্লেখ না থাকা উপাদান বা দূষিত পদার্থ মিশে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকলে তা অ্যাথলিটের জন্য বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে। ক্রীড়াক্ষেত্রে প্রযোজ্য ‘ Liability’ নীতির কারণে কোনও নিষিদ্ধ পদার্থ শরীরে পাওয়া গেলে সেটি ইচ্ছাকৃতভাবে গ্রহণ করা হয়েছিল কি না, সেই যুক্তি সবসময় অ্যাথলিটকে দায়মুক্ত করে না। অর্থা অজান্তে কোনও নিষিদ্ধ উপাদান শরীরে ঢুকে গেলেও সমস্যা তৈরি হতে পারে। এই কারণেই জাতীয় অ্যান্টি -ডোপিং সংস্থাগুলি অ্যাথলিটদের অজানা বা অনিরীক্ষিত সাপ্লিমেন্ট ব্যবহারের ক্ষেত্রে সতর্ক থাকতে বলে। বিশেষ করে তৃতীয় পক্ষের মাধ্যমে মান ও উপাদান পরীক্ষা করা হয়নি-এমন পণ্য থেকে ঝুঁকি বেশি হতে পারে। এশিয়ান গেমসের মতো বড় আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার আগে তাই ভারতীয় অ্যাথলিটদের জন্য সতর্কবার্তা স্পষ্ট। কোনও ভেষজ বা সাপ্লিমেন্টকে ‘ বলেই নিরাপদ ধরে নেওয়া উচিত নয়। বিশেষজ্ঞ স্পোর্টস ডায়েটিশিয়ান বা চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে এবং নির্ভরযোগ্যভাবে পরীক্ষা করা পণ্য ব্যবহার করাই নিরাপদ পথ। কর্ডিসেপস নিষিদ্ধ কি না, সেই প্রশ্নের পাশাপাশি তাই আরও গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন-অ্যাথলিট যে পণ্যটি খাচ্ছেন, তার ভিতরে ঠিক কী রয়েছে? বড় মঞ্চে একটি ছোট অসাবধানতাই কেরিয়ারে বড় সমস্যার কারণ হয়ে উঠতে পারে।

মেসি নেই, তাই কি আর্জেন্টিনাকে চাইছে না চিন? বাতিল প্রীতি ম্যাচ, বদলাল বিশ্বচ্যাম্পিয়নদের পরিকল্পনা

৬ সেপ্টেম্বর ঃ আন্তর্জাতিক ফুটবল থেকে লিওনেল মেসির বিদায়ের প্রভাব কি এবার মাঠের বাইরেও পড়তে শুরু করল? আর্জেন্টিনার বিশ্বজয়ী অধিনায়ক নীল-সাদা জার্সি তুলে রাখার পরই এমন প্রশ্ন উঠছে। আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, মেসি না থাকায় সেপ্টেম্বরে আর্জেন্টিনার বিরুদ্ধে প্রস্তাবিত একটি প্রীতি ম্যাচ বাতিল করেছে চিন। ফলে তিনবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়নদের এশিয়া সফরের পরিকল্পনাতেও বড়সড় পরিবর্তন আসতে পারে। আগস্টের শেষ দিন আর্জেন্টিনার জার্সি তুলে রাখার সিদ্ধান্ত নেন মেসি। তাঁর বিদায়কে স্মরণীয় করে রাখতে দেশের বিভিন্ন স্তরের ফুটবল ম্যাচে এক মিনিটের জন্য খেলা থামিয়ে তাঁকে শ্রদ্ধা জানানোর পরিকল্পনাও রয়েছে। কিন্তু মেসির অবসর শুধু আর্জেন্টিনার ফুটবলেই নয়, আন্তর্জাতিক ফুটবলের বাণিজ্যিক সমীকরণেও প্রভাব ফেলতে পারে বলে মনে করছেন অনেকে। প্রতিবেদন অনুযায়ী, সেপ্টেম্বরের শেষ দিকে চিনের মাটিতে আর্জেন্টিনার সঙ্গে একটি প্রীতি ম্যাচ আয়োজনের পরিকল্পনা ছিল। এশিয়ার দেশে ম্যাচ খেলার প্রস্তাবও পেয়েছিল আর্জেন্টিনা ফুটবল ফেডারেশন। কিন্তু আলোচনার পর্যায়েই জটিলতা তৈরি হয়। কারণ ম্যাচে মেসির উপস্থিতিকে ঘিরে প্রত্যাশা ছিল বলে দাবি করা হয়েছে। সেই সময় অবশ্য মেসির মাঠে নামা নিয়ে নিশ্চিত কোনও তথ্য ছিল না। বাবার মৃত্যুর পর মানসিকভাবে বিপর্যস্ত ছিলেন আর্জেন্টাইন তারকা। ফলে চিনের বিরুদ্ধে ম্যাচে তিনি খেলবেন কি না, তা নিয়ে অনিশ্চয়তা ছিল। এরপর আন্তর্জাতিক ফুটবল থেকে মেসির অবসর ঘোষণার ফলে পরিস্থিতি আরও পরিষ্কার হয়ে যায়। মেসি না থাকায় চিনের ফুটবল সংস্থা প্রস্তাবিত ম্যাচটি বাতিল করেছে বলে সংবাদমাধ্যমের দাবি। মেসি যে শুধু একজন ফুটবলার নন, বিশ্ব ফুটবলের অন্যতম বড় ব্র্যান্ড-এই বিষয়টিও আলোচনায় এসেছে। তাঁর উপস্থিতি মানেই বিপুল দর্শক, আন্তর্জাতিক প্রচার এবং বাণিজ্যিক আকর্ষণ। ফলে মেসিবিহীন আর্জেন্টিনা ম্যাচ থেকে প্রত্যাশিত বাণিজ্যিক লাভ না হওয়ার আশঙ্কা থেকেই চিন এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে মনে করছেন কেউ কেউ। যদিও ম্যাচ বাতিলের আনুষ্ঠানিক

কারণ নিয়ে আরও স্পষ্ট তথ্যের অপেক্ষা রয়েছে। চিনের সঙ্গে প্রীতি ম্যাচের পরিকল্পনা ভেস্তে যাওয়ার পর এবার নিজেদের মাটিতেই ম্যাচ আয়োজনের কথা ভাবছে আর্জেন্টিনা। ‘ আর্জেন্টিনা’-র প্রতিবেদন অনুযায়ী, সেপ্টেম্বরের ফিফা আন্তর্জাতিক বিরতিতে ঘরের মাঠে তিনটি ম্যাচ খেলার পরিকল্পনা নিয়ে ভাবনাচিন্তা শুরু করেছে আর্জেন্টিনা ফুটবল সংস্থা। সম্ভাব্য সূচি অনুযায়ী, ২১ সেপ্টেম্বর থেকে ৬ অক্টোবরের আন্তর্জাতিক বিরতির মধ্যে প্রথম ম্যাচ হতে পারে বুয়েনস আইরেসের বিখ্যাত এল মনুমেন্টাল স্টেডিয়ামে। প্রতিপক্ষ হিসেবে দক্ষিণ আমেরিকার কোনও দল অথবা কনকাকাফ অঞ্চলের দলকে বেছে নেওয়া হতে পারে। বাকি দুটি ম্যাচের জন্য কর্দোবা ও রোসারিয়োর নামও আলোচনায় রয়েছে। আর্জেন্টিনার মাটিতে তিনটি ম্যাচ হওয়ার সম্ভাবনা প্রায় ৯০ শতাংশ বলে সংশ্লিষ্ট প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে। এশিয়া সফরের পরিকল্পনা বাতিলের পর এটিই এখন তাদের সম্ভাব্য ‘প্ল্যান বি’।

মেসি-পরবর্তী যুগে আর্জেন্টিনার সামনে অবশ্য আরও বড় চ্যালেঞ্জ রয়েছে। কোচ লিওনেল স্কালোনিকে এবার ধীরে ধীরে নতুন প্রজন্মকে জাতীয় দলে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। বিশ্বকাপজয়ী দলের কাঠামো বজায় রেখেও মেসিকে ছাড়া নতুন দল গড়ার প্রক্রিয়া শুরু করাই তাঁর অন্যতম লক্ষ্য। সেপ্টেম্বরের ঘরের মাঠের ম্যাচগুলি সেই পরীক্ষার প্রথম বড় মঞ্চ হতে পারে। এরপর নভেম্বরেও রয়েছে আরও একটি ফিফা আন্তর্জাতিক উইন্ডো। ফলে মেসিবিহীন আর্জেন্টিনার নতুন দল গড়ে তোলার পথে আগামী কয়েক মাস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে। আর চিনের প্রীতি ম্যাচ বাতিলের ঘটনা সেই পরিবর্তনেরই প্রথম বড় ইঙ্গিত কি না, তা নিয়েই এখন জোর আলোচনা।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নস্কর এবং মুদ্রক চিত্ত দেবনাথ কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Published by Aloke Kumar Naskar & Printer by Chitya Debnath on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com